ম্যাডাম গেয়োঁ

ধর্ম্মশীলা ফরাসী-নারীর জীবন বৃত্তান্ত

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ প্রণীত

প্রকাশক

শ্রীবঙ্কবিহারী কর।

পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ

ঢাকা।

২০এ ভাদ্র, ১৩২০।

মূল্য কাপড়ের মলাট এক টাকা, কাগজের মলাট বার আনা

প্রাপ্তিস্থান,—কলিকাতা—এস, কে, লাহিড়ী ৫৬ কলেজষ্ট্রীট্‌ ;
ঢাকা—গ্রন্থ প্রকাশক ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

ঢাকা, শ্রীনাথ প্রেসে
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভদ্র দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ

স্বর্গগতা

জননী দেবীর শুভ স্মৃতিতে

ভূমিকা

জগতের ইতিবৃত্ত ও ধর্ম্মসাহিত্য মহাজনগণের পুণ্যকাহিনীতে পরিপূরিত, কিন্তু মহানারীর ইতিবৃত্ত বড বিরল। ইহার কারণ কি এই যে পৃথিবীতে মহানারীর অস্তিত্বের একান্তই অভাব? তাহা নহে। একথা অবিসম্বাদিতরূপে সত্য যে মানবপরিবারের ধর্ম্মসাধন এবং মানবসমাজের ধর্ম্মধারা প্রধানতঃ নারীজাতিদ্বারাই রক্ষিত, পোষিত এবং সঞ্জীবিত রহিয়াছে। পুণ্যকীর্ত্তি মহাজনগণের মহৎ জীবন তাঁহাদের জননীগণের মহত্তর জীবনের আদর্শে গঠিত, ইতিহাস একথা পুনঃপুনঃ স্বীকার করিয়াছে। তথাপি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহাদের জীবনের কাহিনী এমন অস্ফুট, এমন প্রচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছে কেন? কারণ বোধ হয় মানবপরিবারের মাতা, ভগিনী এবং পত্নীগণ আত্ম-প্রকাশে চিরদিনই বিমুখ। বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট তাঁহাদের পবিত্রব্রত গৃহমধ্যে একান্ত সঙ্গোপনে উদ্‌যাপিত হইতেছে। মনে হয়, এই আত্মগোপন-স্পৃহার জন্যই অনেক পুণ্যময় নারীজীবন বাহিরে প্রকাশলাভ করে নাই এবং ক্রমে বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ কথা মানিতেই হইবে যে, অখ্যাত অজ্ঞাত এই সতীসাধ্বীগণের অদৃশ্য পুণ্যপ্রভাবেই মানবসমাজ আজ ধর্ম্মে সমুন্নত। কত গার্গী ও মৈত্রেয়ী, কত সীতা ও সাবিত্রী, কত মীরা ও রাবেয়া, কত সেণ্ট টেরেসা ও ম্যাডাম গেয়োঁর আধ্যাত্মিক শোণিতপ্রবাহ মানবের ধর্ম্মজীবনের মধ্যে প্রবাহিত, তাই এই কঠিন সংসারে শত বিরুদ্ধ-ঘটনা সত্ত্বেও ধর্ম্মের গৌরব আজ অপরিম্লান রহিয়াছে।

তিনবৎসর হইল শ্রীযুত Thomas Uphom বিরচিত ম্যাডাম গেয়োঁর বিস্তৃত জীবনী পাঠ করিয়া আনন্দে অবনত হইয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল, আমার স্বদেশীয়া ভগিনীগণের হস্তে এই বিদেশীয়া মহানারীর মধুর জীবন কাহিনী যদি অর্পণ করা যায়, তাহা হইলে অনেক হৃদয়ই মুগ্ধ হইবে। যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার না করিয়াই এই পুণ্যজীবন আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। সকল সদিচ্ছার সহায় ভগবান। তাঁহারই প্রসাদে অবশেষে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ইহা পাঠ করিয়া যদি কাহারও হৃদয় অন্তরের ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়, বাহিরের ক্রিয়া বাহিরের দেওয়া অপেক্ষা অন্তরের কিছু হৃদয়ের জন্য যদি কাহারও চেষ্টা উন্মুখ হইয়া উঠে, তাহা হইলে সকল শ্রম সার্থক ও আমার অযোগ্যতার অপরাধ দূরীকৃত, অক্ষমতার সকল ক্ষতি পূরিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

আত্মার দেশও নাই জাতিও নাই। দেহ সম্বন্ধে যাঁহারা আজ বিদেশীয়, বিজাতীয়, আত্মা সম্বন্ধে তাঁহারা আমার আপন ঘরের মানুষ। বিশেষতঃ যাঁহারা মহাত্মা তাঁহারা কোন বিশেষ জাতির মধ্যে আবদ্ধ নহেন। তাঁহারা বিশ্বমানবের নিজস্ব। সেইজন্য ম্যাডাম গেয়োঁকে বিদেশিনী বা বিজাতীয়া বলিয়া মনে করিতে পারি না। আর সেই বিনম্র নারীপ্রকৃতি, আড়ম্বরহীন জীবন, ভক্তিবিগলিত হৃদয় ভারতীয় আর্য্যনারীর কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সতীলক্ষ্মীকে আমি আমার স্বজাতীয়া, স্বদেশীয়া, পরমাত্মীয়ারূপে অন্তরের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। স্বস্থানে যাইয়া যদি ইঁহার স্নেহ লাভ করিতে পারি, যদি ইনি আমাকে স্বজন বলিয়া স্বীকার করেন—ধন্য হইব।

ম্যাডাম গেয়োঁর জীবনচরিতে কি পাইয়াছি, সংক্ষেপে তাহা আলোচনা করিয়া ভূমিকা শেষ করি।

বাহ্যানুষ্ঠান প্রধান বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মও সেকালে নিরতিশয় বাহ্যানুষ্ঠানবহুল হইয়াছিল। বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠানে, ব্রতপালনে বা পুরোহিতকে নির্দ্দিষ্টপরিমাণকাঞ্চনদানে পাপের ক্ষমা হইল বলিয়া মনে করা হইত। মাতা গেয়োঁ বলিলেন —এ নয়, কেবলমাত্র বাহিরের কার্য্য সম্পাদনে কোন ফল নাই—অন্তরের মধ্যে দৃষ্টি জাগ্রৎ হউক। অনুতাপ ও প্রার্থনাদ্বারা পাপের ক্ষয় হয়। খ্রীষ্ট অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতেন এবং সকলকে অবিচ্ছেদে প্রার্থনা করিতে বলিয়াগিয়াছেন। এই প্রার্থনাদ্বারা দিব্যপিতার ইচ্ছার সহিত মানবাত্মার ইচ্ছার যোগ স্থাপিত হয় মানব দেবত্বলাভ করে।

সকল কার্য্যে ম্যাডাম গেয়োঁ তাঁহার প্রভুর আদেশ শুনিতে চেষ্টা করিতেন এবং প্রভুর ইচ্ছা জানিতে পারিলে, তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি সহিতে পারিতেন না এমন দুঃখ ছিলনা, ছাড়িতে পারিতেন না এমন স্বার্থ ছিল না, করিতে পারিতেন না এমন কার্য্য ছিল না। তিনি তাঁহার প্রভুর ইচ্ছার নিকটে আত্মবলিদান করিলেন—তাহার জন্য কঠোর কারাক্লেশ বহন করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না।

কত দুঃখী দুঃখিনী, পাপীতাপীর নিকটে তিনি তাঁহার সহজ "হৃদয়ের ধর্ম্ম" প্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে নবজীবন দান করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। যেখানে যাইতেন সেই-খানেই তাঁহার কথা শুনিবার জন্য বিষম জনতা হইত। সাধারণ লোকই যে শুধু তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন এমন নহে, তৎকালীন জগদ্বিখ্যাত মহাপণ্ডিত ফাদার কোঁব ও আচার্য্য ফেনেলোঁর ন্যায় লোকও এই নারীর ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া ও তাহার জন্য উৎপীড়ন সহিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। ফ্রান্সদেশের প্রাচীন

পন্থিগণ এই মহানারীর প্রতাপে ভীত হইয়া রাজার শরণাপন্ন হইলেন এবং রাজশক্তি এই নারীকে দমন করিবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিল। কিন্তু আজ সেই লাঞ্ছিতাই জগতে সম্পূজিতা।

নির্য্যাতনকারীর প্রতি তিনি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন? তাঁহার প্রভু যীশু যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তদ্রূপ। তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

যীশুর সহিত তাঁহার আত্মিক পরিণয় -ভক্তিশাস্ত্রের ইহাই চরম কথা। মহাজ্ঞানী এবং পরমভক্ত রায় রামানন্দ ভক্তিঅবতার শ্রীচৈতন্যকে যে ভক্তিতত্ত্ব শুনাইয়াছিলেন, তাহারও শেষকথা এই— ইষ্টদেবতার সহিত মধুরভাবের যোগ বা আত্মিক পরিণয়। ইহাকেই ভক্তিশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠযোগ বলা হইয়াছে। মাতা তাঁহার ইষ্টদেবতার সহিত এই যোগে যুক্ত হইয়া একত্বলাভ করিয়াছিলেন। এই জন্য কোন কোন ভক্ত সাধক মাতাকে শ্রীচৈতন্যের সহিত তুলিত করিয়াছেন কেহবা জননী মীরা বাইএর সহিত তাঁহার তুলনা করিয়াছেন। শুধু যে পারিবারিক জীবনেই এই দুই মহানারীর আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয় তাহা নহে, জননী মীরাও তাঁহার ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণের সহিত আত্মিক মিলনে সংযুক্তা হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে মাতা যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রচারপন্থিগণের প্রণিধানযোগ্য। যাঁহারা সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এবং স্তুতি নিন্দা যাঁহাদের নিকটে তুল্য হইয়াছে, ধর্ম্মপ্রচারদ্বারা তাঁহারাই কল্যাণলাভ ও কল্যাণদান করিতে পারেন। অপরের বাক্য ও কার্য্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষের পক্ষে ম্যাডাম গেয়োঁর জীবন-চরিত অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। দুর্ব্বল মানব, জীবনের মহৎ ব্রতপালনে

এবং উচ্চ লক্ষ্য সাধনে পুনঃপুনঃ স্খলিত হইয়াও অবশেষে ঈশ্বরপ্রসাদে কিরূপে জীবন্মুক্ত হইতে পারে, মাতার জীবনে তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

কি পারিবারিক কি সামাজিক জীবনে এত দুঃখ অল্পলোকেই এমন প্রশান্ত ও অপরাজিতচিত্তে বহন করিয়াছেন। যাঁহারা গার্হস্থ্য-জীবনের বাধাবিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এই জীবনের সংগ্রামজয় দেখিয়া তাঁহারা আশ্বস্ত হইতে পারেন।

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বিষমশত্রু বিলাসিতাকে জয় করিবার উপায় যাঁহারা খুঁজিয়া পাইতেছেন না, এই ধনীর কন্যা এবং লক্ষপতির গৃহিণীর বিলাসজয়ের দৃষ্টান্তে তাঁহারা বললাভ করিতে পারেন।

এই পুস্তক কোন গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ নহে। তবে শ্রীযুত Thomas Upham মহোদয়ের নিকটে আমি এই গ্রন্থসংকলন সম্বন্ধে বিশেষভাবে ঋণী।

আমার ভক্তিভাজন মাতুল সুপণ্ডিত শ্রীযুত মহেশচন্দ্র ঘোষ বি, এ বি টি এবং ভগবদ্ভক্ত শান্ত সাধক পূজনীয় শ্রীযুত ইন্দুভূষণ রায় মহাশয় অত্যন্ত দয়া করিয়া এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের সাহায্য না পাইলে গ্রন্থে অনেক ভ্রান্তি থাকিয়া যাইত। আমি ভক্তিকৃতজ্ঞতার সহিত ইঁহাদের চরণে প্রণাম করি। মাতুল মহাশয় ফরাসী নামগুলির উচ্চারণ বাঙ্‌লায় লিখিয়াদিয়া অত্যন্ত উপকার করিয়াছেন। রায় মহাশয় কৃপা করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িলাম এবং অত্যন্ত উপকৃত হইলাম।

ইহার প্রথম অংশ জীবনগঠন, দ্বিতীয় অংশ কর্ম্মফললাভ। ধীরে ধীরে সুখ দুঃখ, উত্থান পতন, ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া শ্রীমতী গেয়োঁর ধর্ম্মজীবন যেরূপে গঠিত এবং বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা লিখিত হইয়াছে। ইহা সাধনার জীবন। সাধনার্থীমাত্রেই এই অংশ হইতে যথেষ্ট জ্ঞান ও শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবেন এবং কেমন করিয়া অহংরাজ্য হইতে আত্মার ভূমিতে, মৃত্যুলোক হইতে অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হইতে হয়, তাহার নিগূঢ় সন্ধান পাইয়া কৃতার্থ হইবেন।

"দ্বিতীয় অংশ সিদ্ধির জীবন এবং তাহাতে কর্ম্মফললাভ। ইহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিবার বিষয়। (১) সাধনায় যাহা পাইয়াছেন কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার উপযুক্ত প্রয়োগ হইয়াছে কিনা, (২) নিজের জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে লইতে প্রচুর বল, সাহস, বিশ্বাস এবং নির্ভর সঞ্চয় করিতে পারিতেছেন কিনা, দেখিতে পাইবেন।

"সাধনার ক্ষেত্রে, সাধনার্থীর চক্ষে এ পুস্তক নিশ্চয়ই মূল্যবান বলিয়া মনে হইবে এবং সাধনের প্রিয় সহচর বলিয়া আদরে গৃহীত হইবে।

"বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছা তোমার শুভ কামনায় সহায় হউক"

ভক্তের আশীর্ব্বাদ মস্তক পাতিয়া লইলাম।

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

ম্যাডাম গেয়ো

ম্যাডাম গেয়োঁ।

১

ফ্রান্সদেশের মোটার র্ঝি (Montargis) নগরে ম্যাডামগেয়োঁর জন্ম হয়। তাঁহার জন্মদিন ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল। ধর্ম্ম-শীল বলিয়া ইঁহার পিতামাতার খ্যাতি ছিল। ম্যাডামগেয়োঁর কুমারী নাম জাঁ মারি বুবিএয়ার ডি লা মোথ্ (Jeanne Marie Bouvières de la Mothe)

আড়াই বৎসর বয়সে একবার তিনি উর্স্যলীন সেমিনারীতে (Ursuline Seminary) বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরিত হন। শিক্ষাদানব্রত-ধারিণী তপস্বিনীগণকর্তৃক এই বিদ্যালয় পরিচালিত। অল্পদিন পরেই বিদ্যালয় ছাড়াইয়া তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করা হয়। গৃহে কিন্তু মাতার সেবা ও মাতৃ-প্রভাবের পুণ্যকিরণের মধ্যে তাঁহার শিশুজীবন বর্দ্ধিত হইবার, তাঁহার সুপ্ত হৃদয় জাগ্রৎ হইবার সুযোগ পাইল না। এই গুরুতর কর্ত্তব্যভার পতিত হইল দাস-দাসীর হস্তে। সুতরাং শিক্ষা আশানুরূপ হইল না।

চার বৎসর বয়সে তাঁহাকে অপর এক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। এই বিদ্যালয়ের উচ্চ আদর্শ ও ধর্ম্মভাবের মধ্যে তাঁহার নিদ্রিত মহত্ত্ব জাগ্রৎ হইল, ঈশ্বরের কথা তাঁহার নিকটে এক আকর্ষণের বস্তু হইয়া উঠিল।

সঙ্গিনীগণকে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন যে 'ঈশ্বরের জন্য আমি জীবন বিসর্জ্জন করিব।' এতটুকু মেয়ের মুখে এমন কথা বয়োজ্যেষ্ঠাগণের ভাল লাগিল না, তাহারা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল। সকলে বলিল যে 'ঈশ্বরকে তোমার প্রাণ দান করিতে হইবে'। জাঁ মারি (Jeanne marie) ইহাতে সম্মত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া লইলেন। তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে একটি কক্ষে লইয়া গেল। ভূমির উপরে বসন বিছাইয়া তিনি নতজানু হইয়া বসিলেন,—একজন তরবারি উঠাইয়া দাঁড়াইল। শিশুহৃদয়ের সুকুমার বিশ্বাস এই সময়ে কম্পিত হইল,—তিনি বলিয়া উঠিলেন— 'আমার পিতার অনুমতি ব্যতীত আমি মরিতে পারি না'। নিষ্ঠুর উল্লাসে সকলে বিদ্রূপবাণী বর্ষণ করিতে লাগিল। ঈশ্বর যে এমন "মার্টার"কে গ্রহণ করেন না তাহা এই শিশুকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিতে তাহারা ভুলিল না। জে, মারি (J Marie) মনে করিলেন সত্যসত্যই ঈশ্বর তাঁহার উপরে বিরক্ত হইয়াছেন। আপনাকে নিতান্ত অযোগ্য মনে করিয়া তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপ নানা হৃদয়বিহীন কঠোরতায় তাঁহার আশা আনন্দ, তাঁহার সকল সরসতা শুষ্ক হইয়া উঠিল।

জে, মারি রুগ্নকায় ছিলেন। শরীরের জন্য পুনর্ব্বার তাঁহাকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হইল। তাঁহার তরুণজীবনের গঠনভার আবার দাসদাসীর হস্তে ন্যস্ত হইল।

২

জে, মারির এক জ্যেষ্ঠাভগিনী জনসেবায় আপন জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন। উর্সুলীন (Urasuline Convent) বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষাদান ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহে কন্যার অভাব দেখিয়া

জে, মারির (J Marie) পিতা কনভেণ্টবাসিনী আপন জ্যেষ্ঠাকন্যার হস্তে তাঁহার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। সাত বৎসর বয়সে তিনি উর্সুলীন কন্‌ভেণ্টে গমন করিলেন।

ধর্ম্মপ্রাণা ভগিনীর সহবাসে তাঁহার শিক্ষা ভাল হইতে লাগিল। স্নেহে এই নারীর হৃদয়খানি সুকোমল ছিল। জে, মারিকে তিনি এতই ভাল বাসিতেন যে অন্য কোন সংসর্গ অপেক্ষা এই ক্ষুদ্র বালিকার সঙ্গই তাহাকে অধিকতর সুখ দান করিত। বিশ্রাম-সাচ্ছন্দ্য ছাড়িয়া দিয়া আপন অবসর সময়টুকু তিনি ভগিনীর শিক্ষা-দানকার্য্যে ব্যয় করিতেন। ইঁহার সস্নেহ সতর্কতায় জে, মারির চরিত্রের কুশিক্ষালব্ধ দোষগুলি দূর হইতে লাগিল।

এই সময় একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইংলণ্ডরাজ প্রথম চার্লসের সহিত ফ্রান্সের ত্রয়োদশ লুইয়ের ভগিনী হেন্‌রিয়েটার বিবাহ হইয়াছিল। চার্লসের মৃত্যুর পর ইংলণ্ডে নব্য শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইলে হেন্‌রিয়েটা ১৬৪৪ অব্দে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া প্যারির নিকটস্থ একটি গ্রামে বাস করিতে থাকেন।

কয়েক বৎসর পরে তিনি মোটার্‌জি নগর দেখিতে আসিলেন। জে, মারির পিতা ক্লোড বুবিএয়ার ডি লা মোথ (Claude Bouvieres de la Mothe) সহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। হেন্‌রিয়েটা তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা জে, মারিকে দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া এত মুগ্ধ হন যে আপন কন্যার সখী (Maid of Honour) করিবার জন্য এই বালিকা-টিকে চাহিয়া বসেন। জে, মারির পিতা সম্মত হন নাই। ঐশ্বর্য্যের পদে আপন সন্তানকে বলিদান করিতে তিনি পারিলেন না।

পরজীবনে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ম্যাডামগেয়োঁ লিখিয়াছেন

—"নিশ্চয় ঈশ্বরই এই অস্বীকারোক্তি করাইয়াছিলেন এবং এইরূপে আমার উদ্ধারপথের অন্তরায় দূর করিয়াছিলেন। তখন আমি যেরূপ দুর্ব্বল ছিলাম, এইরূপ ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির সহবাসের শত প্রলোভনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে আমি সমর্থ হইতাম কি করিয়া?"

দশ বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যালয় হইতে গৃহে আসেন। ইহার পর তাঁহাকে Dominican Convent এ প্রেরণ করা হয়।

ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলেও এই বিদ্যালয়ের বালিকাদের নিকটে বাইবেল (Bible) থাকিত না। এক দিন দৈবতঃ জে, মারি আপন কক্ষে একখানি বাইবেল প্রাপ্ত হইলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—"অন্য কোন বিষয় বা পুস্তকে মন না দিয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত দিন আমি ইহা পাঠ করিয়া কাটাইয়াছিলাম। স্মরণশক্তি প্রখর থাকাতে ইহার ঐতিহাসিক অংশ আমি সম্পূর্ণরূপে স্মৃতিগত করিয়া লইয়াছিলাম।"

এই বিদ্যালয়ে তিনি ৮ মাস ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মজীবন এই সময় নানা অবস্থার মধ্য দিয়া আসিতেছিল। সময় সময় ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প তাঁহার মনে সত্যই জাগিয়া উঠিত, আবার কখনও ধর্ম্মের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন, বলিতেন—ধর্ম্মপালনে উপকার লাভ যতটুকু হয় কষ্টভোগ করিতে হয় তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক। এই সময় ধর্ম্মকে তিনি চাহিয়াছিলেন—পান নাই, ধর্ম্মের বাহিরের বস্তু লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন—ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। করিবার বয়সও সম্ভবতঃ হয় নাই।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া উঠিল। কন্যার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মাতা তাহার সাজসজ্জার প্রতি

বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিলেন। জে, মারির দৃষ্টি বাহিরের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। শিশুকালের সরল ঈশ্বরবিশ্বাস দূর হইয়া গেল, সংসারের ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছ বিলাসিতা তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়াইল।

৩

ফ্রান্সের রোমান কাথলিক চার্চ্চ প্রাচ্যদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য বিস্তৃত আয়োজন করিতেছিলেন। ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে যাঁহারা আপন আপন জীবন নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন ডি, টোয়াসি (De Toissi) তাঁহাদের মধ্যে এক জন। ইনি এম, ডি, লা মোথ্ (M De la Mothe) এর ভ্রাতুষ্পুত্র। মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া সম্ভবতঃ চিরদিনের জন্য বিদেশ যাত্রার সময় তিনি একবার মোটার ঝিঁ (Montargis) এ পিতৃব্য গৃহে আসিয়াছিলেন। জে, মারি সেদিন বাড়ীতে ছিলেন না, সঙ্গীদের সহিত বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিবার পূর্ব্বেই ডি, টোয়াসি (De Toissi) চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া বাড়ীর লোকের মুখে তাঁহার কথা শুনিয়া জে, মারির হৃদয় আশ্চর্য্য ভাবে পূর্ণ হইল। ভ্রাতার মুখের কথাগুলি তাঁহার হৃদয়কে এমনই স্পর্শ করিল যে, সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি তাঁহার অশ্রুজলে কাটিয়া গেল। ভ্রাতার গভীর ধর্ম্মজীবনের সহিত তুলনা করিয়া আপনার হীন জীবনের লঘুত্ব তিনি বুঝিতে পারিলেন। অনুতাপে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। দৃঢ়সংকল্পে তিনি আপনার জীবনের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। অপরাধের জন্য সকলের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, দরিদ্র প্রতিবেশীর গৃহে গৃহে যাইয়া অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, দান করিতে লাগিলেন ; সদ্‌গ্রন্থ কিনিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। এ সমস্তই

অত্যন্ত শুভপ্রদ হইত যদি তিনি আপনারই শক্তির উপর নির্ভর না করিতেন। কিন্তু এখনও তিনি প্রকৃত বিশ্বাসী হইয়া বিধাতার উপর নির্ভর করিতে পারেন নাই, তাই ব্যর্থতার দুঃখ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল।

তাঁহার ব্যাকুলতার মধ্যে কিন্তু একটুও কৃত্রিমতা ছিল না। ধর্ম্মকেই জীবনের সর্ব্বস্ব করিবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি কন্‌ভেণ্টে (Convent) প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসিনী জীবন যাপন করিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু পিতা এ সংকল্পে অনুমতি দান করিলেন না। এই কন্যা তাঁহার অত্যন্ত আদরের। পরিবার ও বহির্জ্জগতের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করিয়াও কন্যা ধর্ম্মজীবন লাভ করুন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল।

জীবন-ধারা এক বৎসর এই গতিতে চলিল। পুনর্ব্বার প্রতিবন্ধক আসিয়া দেখা দিল। কুমারী জে, মারির পিতা সপরিবারে কিছুদিনের জন্য মোটারগি ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিলেন। সুশিক্ষিত এক আত্মীয় যুবক ইঁহাদের সঙ্গী ছিলেন। জে, মারির বয়স তখন ১৪ বৎসর মাত্র। বালিকার বয়স এত অল্প হইলেও যুবক তাঁহার নিকটে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। নিকট-আত্মীয়তাবশতঃ এই বিবাহ হইতে পারে নাই। পরজীবনে ম্যাডাম গেযোঁ লিখিয়াছেন যে পূর্ব্বে ঈশ্বরের মধ্যে তিনি যাহা পাইয়াছিলেন এখন মানুষের নিকটে তাহা খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রার্থনা করা ছাড়িয়া দিলেন, এমন কি কথা কহিবার সময় সত্যমিথ্যার বিচারও সকল সময় করিতেন না। অসার লঘু পুস্তক সমূহ এখন তাঁহার প্রিয় সঙ্গী হইয়া উঠিল। ধর্ম্মের বাহিরের আচারনিয়ম কিছু কিছু রক্ষা করিলেও হৃদয়ের ধর্ম্ম তাঁহার নিকটে নিতান্ত উদাসীনতার বস্তু হইয়া পড়িল।

রূপগর্ব্ব তাঁহাকে স্ফীত করিয়া তুলিল। দিনের অনেক সময় দর্পণের সম্মুখে কাটিয়া যাইত। "আমার সর্ব্বাঙ্গ আমার নিকটে সুন্দর বোধ হইত। বাহিরের সৌন্দর্য্য যে পতিত পাপময় একটি আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেই অধঃপতন ও অন্ধকারের মধ্যে, তাহা আমি দেখিতে পাই নাই।" এইরূপে সর্ব্বত্র শিথিলতা প্রবেশ লাভ করিল।

তিনি বলিয়াছেন, "আমি প্রার্থনা ছাড়িয়া দিলাম। ঈশ্বরে যাহা পাইয়াছিলাম এখন মানুষের মধ্যে তাহা অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। আর, আমার ঈশ্বর! তুমি আমাকে আমার উপরেই ছাড়িয়া রাখিলে, কারণ আমিই তোমাকে অগ্রে ছাড়িয়াছিলাম। সতত সতর্ক থাকিবার এবং অনুক্ষণ তোমার সহিত যোগের অবস্থা রক্ষা করার যে কত আবশ্যকতা তাহা দেখিতে ও বুঝিতে দিবার জন্য তুমি আমাকে ভযাবহ গভীর কূপের মধ্যে মগ্ন হইতে দিয়াছিলে।"

যতক্ষণ আমরা নিজের শক্তির উপরে নির্ভর করিয়া চলি,—পতন অনিবার্য্য। এই যে পতন ইহা তো চিরদিনের জন্য নহে—নূতন অভি-জ্ঞতা লাভ করিযা পুনর্ব্বার নব আনন্দে যাত্রা আরম্ভ করিবার জন্য। করুণাময় করুণা করিযা বেশী দূর আমাদিগকে নিজের শক্তিতে স্বাতন্ত্র্যের পথে চলিযা যাইতে দেন না, পতনের আঘাত সে পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে! আঘাতের বেদনায় উচ্চশির ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে, নিষ্ফলতা আসিয়া অহঙ্কারকে লজ্জিত ধিকৃত করিয়া তুলে। তখন বুঝিতে পারি যে তাঁহাকে ছাড়িয়া আমাদের শক্তি শুধুই দুর্ব্বলতা—তখন অশ্রুজলে অহঙ্কারের উষ্মা শীতল হইয়া যায়। তখনই আমাদের অবনত হৃদয়ে ভগবানের প্রতি নির্ভরশীলতা নামিয়া আসে।

৪

১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে মোথ্ (Mothe) পরিবার মোটার্ ঝিঁ (Montargis) এর বাস উঠাইয়া প্যারিতে বাসস্থান স্থাপন করিলেন। এই সময় ফ্রান্স শিল্পসাহিত্যে যেমন উন্নত হইয়াছিল বিলাসিতার বাহুল্যেও সেইরূপই ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

এই বিলাসিতার উত্তাপে তরুণী জঁ৷ মারির (Jeanne Marie) হৃদয়ের কোমল শোভন ভাবটুকু যেন নিঃশেষে শুষ্ক হইয়া গেল। তাঁহার দেহের সৌন্দর্য্য, বাক্যের মাধুর্য্য, আচরণের সুমার্জ্জিত কমনীয়তা চতুর্দ্দিক হইতে সমাদর আকর্ষণ করিয়া আনিল—অহঙ্কারের আগুনে ইন্ধন পড়িতে লাগিল।

এই সময় ধনবান এম, জে, গেয়োঁ (M Jacques Guyon) কুমারী জে, মারির পাণিপ্রার্থী হইলেন। পিতা কন্যার মতামত নিরপেক্ষ হইয়াই বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। বিবাহের কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বেও জে, মারির (J Marie) ভবিষ্যৎ স্বামী দর্শন লাভ ঘটে নাই। যখন প্রথম দেখিলেন এম, জে, গেয়োঁ তাঁহার হৃদয়ের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। অন্য বহু ব্যক্তি তাঁহার পাণিগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। জে, মারির মনে হইল তাঁহাদের মধ্যে কাহারও সহিত বিবাহ হইলে তিনি অধিকতর সুখী হইবেন। কিন্তু পিতা এম, জে, গেয়োঁর হস্তেই কন্যা সমর্পণ করিলেন। ১৬৬৪ অব্দের ২১ এ মার্চ্চ ১৬ বৎসর বয়সে কুমারী জে, মারির বিবাহ হয়। পাত্রের বয়স তখন ৩৮ বৎসর।

৫

ধন ঐশ্বর্য্য মানুষকে সুখ দান করিতে পারিলে ম্যাডাম গেয়োঁ সুখী হইতেন। কিন্তু তাহা হইল না। পতিগৃহে পদার্পণ করিয়াই

তিনি বুঝিলেন এ গৃহ তাঁহার সুখের গৃহ হইবে না। স্বামীর সহিত প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হইবার কোন সুযোগই হয় নাই, বিবাহের মাত্র তিন দিন পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছেন। এই অপরিচিত স্থানে আসিয়া তাঁহার হৃদয় আর্ত্ত হইয়া উঠিল।

পতিগৃহে বৃদ্ধা বিধবা শ্বশ্রূঠাকুরাণী ছিলেন। ব্যাকুলা বালিকার কোমল কান্তি তাঁহার মাতৃহৃদয়ের স্নেহ আকর্ষণ করিতে পারিল না। কি জানি কেন প্রথম হইতেই তিনি পুত্রবধূর প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিলেন। স্বভাবটা তাঁহার অত্যন্ত রুক্ষ ছিল। তাঁহার ব্যবহার নববধূর তরুণ জীবনকে ত্যক্ত, তিক্ত করিয়া তুলিল।

স্বামীর হৃদয়ে যে তাঁহার জন্য স্নেহ ছিল না এমন নহে। মাতা আসিয়া মধ্যে না দাঁড়াইলে প্রীতির আদান প্রদানে উভয়ের জীবন মধুময় হইতে পারিত। কিন্তু তিনি পুত্রকে বধূর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিতেন। এম, জে, গেয়োঁর স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার রুগ্ন শরীরের পরিচর্য্যার জন্য একজন পরিচারিকা সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকিত। এই রমণী সেবা ও যত্ন দ্বারা তাঁহার উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শ্বশ্রূমাতার সহিত মিলিয়া সেও সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে বধূর বিরুদ্ধে দাঁড়াইত।

পিতৃগৃহে তিনি ছিলেন আদরিণী কন্যা। তাঁহার কুমারী জীবন যদি এত সুখের না হইত তাহা হইলে বর্ত্তমান অবস্থার সহিত তিনি বুঝিবা সন্ধি করিয়া লইতে পারিতেন। এখন এই পরিবর্ত্তনে তাঁহার তরুণ হৃদয়ের শত আশা ছিন্ন হইয়া গেল, তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন।

প্রথমেই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার পার্থিব সুখের অবসান হইয়াছে, কিন্তু তখন বুঝেন নাই যে, এ দুঃখ বিধাতার দয়ায় দান,

তিনি জানিতে পারেন নাই যে দুঃখ দিয়া ভগবান তাঁহাকে আপনার বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া লইতেছেন।

দুঃখ আছে বলিযাই আমরা জানিতে পারি যে ঈশ্বরের দয়া আছে। দুঃখ আমাদিগকে হাতে ধরিয়া তাঁহার দিকে লইয়া যায়। দুঃখ আমাদের শূন্য জীবনকে পূর্ণ করিয়া তোলে। আর ভগবানের ইচ্ছার নিকটে মাথা নীচু কবিয়া থাকিবার যে আরাম, দুঃখের দাহ তাহার নিকটে কিছুই নহে।

আত্মজীবনীতে এই সকল দুর্ব্যবহারের কথা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইয়া ম্যাডামগেয়োঁ সত্যই লিখিয়াছেন—"এই সব বিষয়ে আমরা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে চেষ্টা করিব, শুধু মানুষের দিক্‌টাও দেখিব না। প্রত্যেক বিষয়েই ভগবানের দিক দেখা উচিত — আমার পরিত্রাণের জন্যই তিনি এই সকল ঘটাইয়াছিলেন। আমার এত গর্ব ছিল যে দুঃখের কঠোর কশাঘাত ব্যতীত আর কিছুই আমাকে অবনত করিতে পারিত না—আমাকে ঈশ্বরের দিকে ফিরাইতে পারিত না।" শ্বশ্রূঠাকুরাণীর এবং স্বামীর গুণগুলিরও তিনি এই খানে উল্লেখ করিয়াগিয়াছেন।

শ্বশুরালয়ের নির্যাতনের কথা তিনি কখনও জননীকে জানিতে দিতেন না, কারণ জানিতেন তাহাতে শুধু নূতন যাতনার সৃষ্টি হইবে। মাতা কিন্তু অন্যের মুখে কন্যার অবস্থা শুনিয়া মর্ম্মপীড়িত হইলেন। এত অপমান সহিবার মত হীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছে বলিয়া কন্যাকেই তিনি তিরস্কার করিলেন।

পিত্রালয়ে যাইবার সৌভাগ্য তাঁহার কদাচিৎ ঘটিত। কখনও যদি যাইতেন, ফিরিয়া আসিয়া তিক্তবাণী শুনিতে হইত। তাঁহার পিতা মাতার বিরুদ্ধে কথা উত্থাপন করিয়া সকলে তাঁহাকে কণ্টকবিদ্ধ করিত।

তাঁহার স্বতন্ত্র একটি কক্ষ ছিল না, শ্বশ্রূঠাকুরাণীর গৃহেই তাঁহাকে থাকিতে হইত। স্বাধীন ভাবে বিশ্রাম করিবার, একটু একাকী থাকিবার উপায় ছিল না। কখনও কোনও নিভৃতস্থানে কিছুক্ষণ যদি থাকিতেন তাহার জন্যও বাক্যবাণ সহিতে হইত। এদিকে পরিচারিকার আচরণ দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল। সে যেন তাঁহার অভিভাবিকা এই ভাবে সর্ব্বদা তাঁহাকে চোখে চোখে রাখিত। এই সব অত্যাচারের প্রতিকার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না, যাহা অসহ্য তাহাও নীরবে সহিতে হইত। যদি কোনও দিন উত্যক্ত বাক্য তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িত তাহার ফল হইত দীর্ঘকাল ধরিয়া কঠোরতর নির্যাতন ভোগ। ভৃত্যের প্রতি আদেশ ছিল বধূ কখনও বাহিরে গেলে তাঁহার কার্য্যের হিসাব তাহাকে আনিয়া দিতে হইবে। একদিন তিনি কি ছিলেন, আর এখন কি হইয়াছেন, এবং ভবিষ্যতেই বা কি হইতে পারিতেন। যদি ইঁহার সহিত বিবাহ না হইয়া তাঁহার পাণিপ্রার্থিগণের মধ্যে আর কাহার সহিত তাঁহার বিবাহ হইত। তাঁহার জন্য তাঁহাদের কত আগ্রহ! তাঁহার প্রতি তাঁহাদের ব্যবহার কি মনোরম'—এ সব চিন্তা তিনি ভুলিতে পারিতেন না।

"আমি দুঃখের গ্রাস মুখে তুলিতে ও পানীয় দ্রব্যে অশ্রু মিশ্রিত করিতে লাগিলাম। এই অশ্রু, রোধ করা আমার সাধ্যের অতীত ছিল! কিন্তু তাহা শুধু আক্রমণ ও তিরস্কারের নূতন সুযোগ রচনা করিত। আমার স্বামী আমার প্রতি যেরূপ আচরণ করিতেন তাহা যে স্বাভাবিক নিষ্ঠুরতাবশতঃ করিতেন তাহা নহে। আমার প্রতি তাঁহার প্রকৃত ভালবাসা ছিল বলিয়া মনে হইত, কিন্তু অসহিষ্ণু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলিয়া তাঁহার মাতা আমার বিরুদ্ধে তাঁহাকে অনবরত উত্তেজিত করিবার সুযোগ পাইতেন। আমি পীড়িত

হইলে তিনি সত্যই অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিতেন। তাঁহার মাতা ও দাসী না থাকিলে হয়তো আমরা সুখে থাকিতে পারিতাম।"

ধন ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির গৃহিণী হইয়াও তিনি এইরূপে ক্রীতদাসীর জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। প্রতিবাদ করিবার শক্তিও রহিল না। তাঁহার তেজস্বী হৃদয়ের সাহস গর্ব্ব সকল চূর্ণ হইয়া গেল। মুক জড়ের ন্যায় তিনি স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া থাকিতেন।

"সাহায্যের জন্য চারিদিকে চাহিলাম—আমার দুঃখের কথা জানাই এমন কাহাকেও পাইলাম না। আমার বেদনার অংশ গ্রহণ করিবার, তাহা বহন করিতে আমাকে সাহায্য করিবার কেহই ছিল না। পিতা মাতাকে আমার মনের ভাব, আমার পরীক্ষার কথা জানাইলে, তাহাতে নূতন দুঃখ সৃষ্ট হইত মাত্র। আমার দুঃখে আমি একাকী এবং অসহায় হইয়া পড়িলাম।"

৬

সংসারের চারিদিকের আলো নিভিয়া গেলেও একটি আলোক নির্ব্বাপিত হয় না—তাহা অন্তরের অন্তরে। দুঃখের অন্ধকারে চারিদিক আঁধার হইয়া আসিলে সেই স্নিগ্ধ শান্ত আলোকের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে, আর সে আলোক চোখে পড়িলে দুঃখ আর অন্ধকার থাকে না—দুঃখকে তখন ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়।

ম্যাডাম গেয়োঁ সুখের বাসনায় সংসারকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন, এখন দেখিলেন হায়, এ সকলি ভাঙ্গিয়া যায়! একবার তিনি ঈশ্বরের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছেন এখন আবার তাঁহার নিকটে যাইতে লজ্জা বোধ হইল। কিন্তু তিনি ছাড়া দুঃখীর যে আর গতি নাই, তাঁহার সান্ত্বনা না পাইলে হৃদয়ের হাহাকার যে ঘোচেনা! ম্যাডাম গেয়োঁ পুনরায় তাঁহারই চরণ ধরিলেন।

বিবাহিত জীবনের এক বৎসর কাটিয়া গেল। তাঁহার প্রথম সন্তান আর্মেঁা ঝাক গেয়োঁ (Armand Jacques Guyon) জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই ক্ষুদ্র শিশুর আগমনে মাতার প্রতি পরিবারের লোকের মনের তীব্রভাব একটু কমিয়া আসিয়াছে। মাতৃত্বের আনন্দে ও দায়িত্বে ম্যাডাম গেয়োঁর ধর্ম্মপিপাসা আবার জাগ্রৎ হইয়া উঠিল। তিনি অনুভব করিলেন নিজের জন্য তিনি যদি ভগবানকে নাও চাহেন, তাঁহার সন্তানের জন্য তাঁহাকে চাহিতেই হইবে।

গেয়োঁ পরিবারের সম্পত্তির এক অংশ এই সময় অপহৃত হয়। শ্বশ্রূঠাকুরাণী এই ক্ষতিতে অধীর হইয়া পড়িলেন। শিশুর শুভাগমনে মনে যেটুকু কোমলতা আসিয়াছিল তাহা দূর হইয়া গেল। তিনি এই ঘটনায় বধূরই অপরাধ দেখিতে পাইলেন, বলিলেন, তাহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই গৃহে যত অমঙ্গলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, পূর্ব্বে তাঁহাদের পরিবার দুঃখ-ক্ষতি-বিপদ-মুক্ত ছিল।

ম্যাডাম গেয়োঁর স্বামী কার্য্যোপলক্ষে কিছুদিনের জন্য প্যারিতে বাস করিতেছিলেন। অনেক বাধা বিঘ্নের পর তিনি স্বামীর সহিত বাস করিবার অনুমতি পাইলেন। প্যারিতে তাঁহার দিন সুখে কাটিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে কঠিন পীড়াক্রান্ত হইয়া তাঁহার জীবনের আশায় সংশয় উপস্থিত হইল। পৃথিবী এখন তাঁহার চক্ষে অনেকটা আকর্ষণহীন হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং যাইবার জন্য তিনি প্রস্তুত রহিলেন।

এই রোগযন্ত্রণা তাঁহার জীবনের পক্ষে শুভকর হইল। রোগ-শয্যায় শয়ন করিয়া করিয়া তিনি সংসারের অন্তঃসার শূন্যতা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিলেন। স্থির চিত্তে শরীরের কষ্ট ভোগ করিয়া

সংসারের তপ্তক্ষেত্রে পুনরায় বিচরণ করিবার জন্য নূতন বল তিনি এই রোগশয্যা হইতেই লাভ করিলেন।

তাহার বিবাহের দুইমাস পূর্ব্বে তাঁহার স্নেহময়ী ভগিনী পরলোক গমন করিয়াছিলেন। ইনিই উর্স্যুলীন কনভেণ্টে (Ursuline Convent) তাঁহার অস্ফুট জীবনকে অতি সন্তর্পণে বিকশিত করিয়া তুলিবার অক্লান্ত চেষ্টায় দিন যাপন করিয়াছিলেন। বিবাহের একবৎসর পরে তাহার জননীদেবীও প্রস্থান করিলেন। যাঁহাদের জন্য এই পৃথিবী প্রিয় তাঁহারা একে একে ইহলোককে আকর্ষণহীন করিয়া চলিলেন। সেই অজানা দেশ আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার স্থান হইয়া উঠিল। আঘাত দিয়া ভগবান তাঁহার সকল আশা আকাঙ্ক্ষাকে মর্ত্ত্যভূমি ছাড়িয়া উর্দ্ধদিকে স্থাপন করিতে শিক্ষা দিতেছিলেন।

ঈশ্বরচরণে আত্মসমর্পণ করিতে আর একবার তিনি দৃঢ়সংকল্প হইলেন। তাহা হইতে বিমুখ হইয়া সংসারের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া দেখিয়াছেন—সুখ সেখানে নাই। শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া তিনি বুঝিয়াছেন যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কোথাও বিশ্রাম নাই।

ভগবানকে খুঁজিতে আমাদের যত আগ্রহ আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তাহার ব্যাকুলতা তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক। আমরা একপদ অগ্রসর হইলে আমাদের দুর্ব্বল হাতখানা ধরিয়া লইবার জন্য তিনি তাঁহার মহিমার সিংহাসন হইতে নামিয়া আসেন। ম্যাডাম গেয়োঁর এই প্রথম পদক্ষেপে ভগবান তাঁহার অনুদল হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন।

সমগ্র হৃদয়ের সহিত এবার তিনি ভগবানের চরণ ধরিলেন। এতদিনের বিচ্ছেদে তাঁহার ও তাঁহার প্রভুর মাঝখানে যে রাশীকৃত জঞ্জাল জমিয়াছিল ক্ষুব্ধ বিরাগে তাহা ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে

লাগিলেন। বেশভূষার বাহুল্য বর্জ্জন করিলেন, দর্পণের সম্মুখে যে সময় রূপগর্ব্ব চরিতার্থ করিতে কাটিয়া যাইত সে সময় উচ্চতর কার্য্যে ব্যয় করিতে লাগিলেন, গৃহের ভৃত্যগণের ধর্ম্মজীবনের উন্নতির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ও চেষ্টা জাগ্রৎ হইয়া উঠিল। এ সকল বাহিরের কাজ - অন্তরে নিজের জীবনকে নির্ম্মল করিবার জন্য একান্ত তৃষ্ণা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। আপনার ত্রুটি দুর্ব্বলতাগুলি তিনি লিখিয়া রাখিতে আরম্ভ করিলেন,—বিভিন্ন সময়ের লিপি মিলাইয়া দেখিতেন, কতটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন। দিনের মধ্যে অনেকবার প্রার্থনা করিতে বসিতেন—দুর্ব্বল হৃদয়ে পিতার নিকট হইতে বল ভিক্ষা করিয়া লইতেন। আপনার দোষগুলি এখন যেমন তাঁহার চোখে পড়িতে লাগিল, পূর্ব্বে কখনও তেমন হয় নাই। শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সকল হইতে তিনি তৃষ্ণা শান্তির উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য গ্রন্থের সহিত খৃষ্টের অনুকরণ (Imitation of Christ) তাঁহার বিশেষ প্রিয় গ্রন্থ হইল।

প্যারি বাসকালে পিত্রালয়ে যাত্রার সুযোগ হইত। তাঁহার পিতৃগৃহে এই সময় একজন মহিলা বাস করিতেছিলেন। ম্যাডাম গেয়োঁ ইঁহাকে "নির্ব্বাসিতা মহিলা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ যুদ্ধবিগ্রহের গোলমালে ইঁহাকে ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে আসিতে হইয়াছিল। একান্ত অসহায় অবস্থায় ম্যাডাম গেয়োঁর পিতার গৃহে তিনি আশ্রয় লইয়াছিলেন। দীর্ঘজীবনের দুঃখশোকে তাঁহার বহু শিক্ষা ঘটিয়াছিল। ম্যাডাম গেয়োঁর উপরে ইঁহার স্বাভাবিক স্নেহ ছিল। তাহার উপরে এই বালিকা বয়সে তাঁহার দুঃখ সংগ্রাম, ধর্ম্মের জন্য তাঁহার অকৃত্রিম আগ্রহ তাঁহার হৃদয়কে গভীর সমবেদনা ও প্রীতিতে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। ইঁহার প্রসাদেই

ম্যাডাম গেয়োঁ সর্ব্বপ্রথমে বুঝিতে পারিলেন যে বিশ্বাসবিহীন কার্য্য-প্রণালী দ্বারা তিনি ধর্ম্মকে লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। বাহিরের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ, অন্তরের নির্ম্মলতা সাধন এখনও হয় নাই; ভগবানের উপর নির্ভর করিতেছি ভাবিয়া তিনি আপনার উপরেই নির্ভর স্থাপন করিতেছেন। ম্যাডাম গেয়োঁ বলিয়াছেন—"এখনও আমার সময় হয় নাই; তাঁহাকে আমি বুঝিতে পারিতাম না। বাক্য অপেক্ষা দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি আমার অধিক উপকার করিতেন। ভগবান তাঁহার জীবনে বর্ত্তমান ছিলেন। ঈশ্বর সহবাসের যে মহা আনন্দ তাহা তাঁহার মুখশ্রীতেই দেখিতে পাইতাম। আমি বাহিরে বাহিরে তাঁহার মত হইতে চেষ্টা করিতাম, তাঁহার উদার প্রশান্ত নির্লিপ্ত ভাব,—যাহা প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনের ফল,—বাহিরে তাহারই অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু হায়! আমার বহু চেষ্টা সমস্তই বিফল হইয়া যাইত। সকল চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া এবং ভগবানের উপরে সমস্ত বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই শুধু যাহা পাওয়া যায় আমি নিজের শক্তিতে তাহা লাভ করিতে চেষ্টা করিতাম।"

আত্মা তখন সত্যই জাগিযা ক্ষুধিত হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে ধর্ম্মের কথা হইত, ক্ষুধা তৃপ্তির আশায় তিনি সাগ্রহে সেখানে ছুটিয়া যাইতেন। তাঁহার আত্মীয় এম, ডি, টোযাসি (M De Toissi) প্রাচ্যদেশে গমন করিয়াছিলেন, চারবৎসর পরে তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার নিকটে ম্যাডাম গেয়োঁ নিজের জীবনের সকল কথা অকপটে জানাইলেন। তাঁহার উত্থান-পতন, চেষ্টা অক্ষমতা, সঙ্কল্প বিফলতা কিছুই গোপন রাখিলেন না। স্নেহের সহিত এম, ডি, টৌয়াসি (M D Toissi) ভগিনীর কথা শুনিলেন। নিরাশার

কথা তিনি কিন্তু বলিলেন না, তিনি উৎসাহই দিলেন। কারণ তিনি জানিতেন যে, আলোক যিনি দিয়াছেন অন্ধকারও তাঁহারই প্রেরিত, তিনি মঙ্গলময়। আপনার অন্তরকে প্রার্থনায় পূর্ণ করিয়া তিনি ভগিনীকে আশার কথা শুনাইতে লাগিলেন।

ইঁহার কথা শুনিয়া ও ইঁহার সহিত কথা বলিয়া ম্যাডাম গেয়োঁর শঙ্কিত চিত্ত সাহস প্রাপ্ত হইল। ঈশ্বরের সহিত যোগ এই যুবকের জীবনে সর্ব্বদা বর্ত্তমান ছিল। পূর্ব্বকথিতা "নির্ব্বাসিতা মহিলা"র সহিত যখন ইঁহার কথোপকথন হইত ম্যাডাম গেয়েঁা তাহা লক্ষ্য করিয়া শুনিতেন। উভয়েই ঈশ্বরের পরমাত্মীয়, সুতরাং পরস্পরের মধ্যে এমন একটি অন্তরঙ্গতা জন্মিয়াছিল যাহা অপরের নিকটে দুর্ব্বোধ্য।

এম, ডি, টোয়াসি বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলে ম্যাডাম গেয়েঁা অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভ্রাতার দৃষ্টান্তকে আদর্শ করিয়া সাধ্যমত তিনি অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলেন। মানুষের যাহা সাধ্য তাহা সাধন করিতে তিনি ত্রুটি করিলেন না, কিন্তু অভাব তথাপি ঘুচিল না। নিভরের নির্ভয় শান্তি তাঁহার জীবনে এখনও লাভ হয় নাই। এক বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল—সকল চেষ্টাই যেন বিফল বলিয়া বোধ হইল।

এই সময়ে ভগবান আর একজনকে পথ প্রদর্শন করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। সেই ঘটনা স্মরণ করিয়া আবেগপূর্ণ হৃদয়ে ম্যাডাম গেয়েঁা বলিয়াছেন—"আমার পিতা! সময় সময় মনে হয় যে, আমার বিশ্বাসবিহীন অকৃতজ্ঞ হৃদয়ের জন্য ভাবিতে ভাবিতে তুমি যেন আর সকলকে ভুলিয়া গিয়াছ।"

সেণ্ট ফ্রান্সিস্ (St Francis) ধর্ম্মসম্প্রদায়ের এক সাধু পাঁচ বৎসর নির্জ্জনে ঈশ্বরসাধনা করিয়াছিলেন। তপস্যান্তে জগতের

কল্যাণসাধনের জন্য তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দেখা দিলেন। কিছু-দিনের জন্য তিনি ম্যাডাম গেয়োঁর পিতৃগৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। এম, ডি, লা, মোথ্ (M. De la Mothe) এর জীবনে তখন অবসানের অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন, দেহ জীর্ণ। এমন সময়ে এই সাধুকে অতিথি পাইয়া তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। ম্যাডাম গেয়োঁ পিতার সেবার জন্য তখন পিত্রালয়ে ছিলেন। অন্তর বাহিরের সকল সংগ্রামের কথা তিনি পিতার নিকটে মুক্তভাবে বলিতেন। পিতা তাঁহাকে গৃহাগত ঋষির কৃপাভিক্ষা করিতে পরামর্শ দিলেন।

একটি আত্মীয়া রমণীকে সঙ্গে লইয়া তিনি সাধু দর্শন করিতে চলিলেন। আপনার ধর্ম্মজীবনের অবস্থা, দীর্ঘকালের পুনঃ পুনঃ বিফল চেষ্টার কথা তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেন। কথার অব সানে সাধু কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন "যাহা কেবল অন্তরের অন্তরেই পাওয়া যায় তুমি তাহা বাহিরে অন্বেষণ করিয়াছ এই জন্যই তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। নিজের অন্তরাত্মার ভিতরে ঈশ্বরকে খুঁজিতে চেষ্টা কর—বিফল হইবে না।"

এই কথা কয়টি বলিয়াই সাধু তাহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। এই কথাই হয়তো তিনি পূর্ব্বে কতবার শুনিয়াছেন কিন্তু তাহার হৃদয় তাহা গ্রহণ করে নাই। আজ তাঁহার পক্ষে শুভদিন তাই তিনি ইহার মধ্যে নূতনতর গূঢ় অর্থ দেখিতে পাইলেন। সেই মুহূর্ত্তে তিনি হৃদয়ে ঈশ্বরের জন্য গভীর প্রেমের বেদনা অনুভব করিলেন। এই বেদনা "এত আনন্দের যে আমার আকাঙ্ক্ষাই হইল চিরদিন ইহা আমার হৃদয়ে, জাগরূক থাকুক।"

এতদিন ধরিয়া যে পথের জন্য শূন্যহৃদয়ে ফিরিতেছিলেন আজ

তাহার সন্ধান মিলিল। এই বাক্যকয়টি তাঁহার দৃষ্টিকে বাহিরের দিক হইতে ফিরাইয়া অন্তর্মুখ করিয়া দিল। কতকগুলি ক্রিয়া সমষ্টিদ্বারা ভগবানকে লাভ করিবার চেষ্টা যে কত ভ্রান্তিপূর্ণ তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। নিতান্ত অক্ষমও তাঁহাকে লাভ করিতে পারে যদি তাহার অন্তরখানি প্রেমে পূর্ণ হয়। নূতন পুলকে তাঁহার হৃদয় বলিয়া উঠিল—"হে চিরসুন্দর! কেন তোমাকে আমি এত বিলম্বে জানিলাম? হায়, তুমি যেখানে ছিলে না সেইখানেই আমি তোমাকে খুঁজিয়াছি, আর যেখানে ছিলে সেখানে অনুসন্ধান করি নাই।

নব আনন্দের নূতন নেশায় সে রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইল না। "অকস্মাৎ আমি এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলাম যে আমাকে আমি বা অপরে চিনিতে পারিত না। আমার পূর্ব্বের দুর্ব্বলতা, কর্ত্তব্যকর্ম্মে উদাসীনতা সমস্ত দূর হইয়া গেল।"

ম্যাডাম গেয়োঁ এই মহাপুরুষকে গুরুপদে বরণ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। কিন্তু সাধুর সংকল্প ছিল যে, বিশেষ আদেশ ব্যতীত কোনও রমণীর চালনার ভার হস্তে লইবেন না। ম্যাডাম-গেয়োঁর সাগ্রহ অনুরোধের উত্তরে তিনি বলিলেন যে ঈশ্বরের নিকটে তিনি প্রার্থনা করিবেন এবং ম্যাডাম গেয়োঁকেও প্রার্থনা করিতে বলিয়া দিলেন। প্রার্থনার উত্তরে ঈশ্বর তাঁহাকে এই নারীর ভার, গ্রহণ করিতে অভয়দান করিলেন।

প্রার্থনা এখন ম্যাডাম গেয়োঁর জীবনের সহজ স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া দাড়াইল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রার্থনায় নিমেষের ন্যায় কাটিয়া যাইত। এক নূতন রাজ্যে তিনি আসিয়া পড়িলেন। সে রাজ্য হইতে নিত্য নূতন আনন্দের প্লাবন আসিয়া তাঁহাকে পুলকিত করিতে লাগিল।

৭

নবজীবনের প্রথম অবস্থায় আনন্দ তাঁহাকে পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু তিনি জানিতেন, ইহাতেই তুষ্ট হইলে চলিবে না। প্রাপ্তি ও আনন্দ এক বস্তু নহে। ধর্ম্মের আনন্দ ও ধর্ম্ম এ দুয়ের মধ্যেও পার্থক্য অনেক। ক্ষণিক ভাববিহ্বলতাকে যদি সত্য ধন বলিয়া মনে করা যায় তাহা হইলে ভুল করা হইবে। আনন্দই তো তাঁহার লক্ষ্য নহে, তাঁহার লক্ষ্য ঈশ্বর—সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বর, তাহার পরে তিনি যাহা দেন তাহাই। এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল যে তিনি যদি আপনাকে তাঁহার চরণে সমর্পণ করেন তাহা হইলে ঈশ্বর তাঁহার সুখের কথা চিন্তা করিতে ভুলিবেন না।

অশান্ত বাসনার কোলাহলকে নীরব করিয়া দিয়া সকল অবস্থায় "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিতে পারা—ইহাই মানুষের একমাত্র শান্তির অবস্থা। ম্যাডাম গেয়োঁর প্রাপ্তির বিষয় ইহাই।

"মানবাত্মা এবং পরমাত্মার মিলন বহুরূপে হইতে পারে, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছার সহিত মানবের ইচ্ছার যে ঐক্য তাহাই পূর্ণ মিলন। ইচ্ছার মিলন ব্যতীত প্রেমের মিলন—এমন অবস্থা যদি কল্পনা করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে সে মিলন নিশ্চয়ই অপূর্ণ।"

"সূর্য্যের উদার বিমল কিরণের মধ্যে যেমন চন্দ্রতারকার আলোক ডুবিয়া যায় সেইরূপ বিশ্বাসের আলোকের সম্মুখে আর সমস্ত আলোক নিষ্প্রভ, নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। এই আলোক এখন আমার হৃদয়ে উদিত হইল।"

ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের ভাব সম্বন্ধে গুরু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন "এই পৃথিবীর একান্ত অনুরক্ত প্রেমিক তাহার প্রেমাস্পদকে যেরূপ ভালবাসে আমি ঈশ্বরকে তাহা অপেক্ষা অনেক

বেশী ভালবাসি। অন্য কোন উপায়ে আমার মনের ভাব প্রকাশ করা সহজ নহে বলিয়া এই দৃষ্টান্ত দিলাম। এই তুলনা আমার মনের সত্যভাবকে প্রকাশ করিতে পারে না, তাহার কাছাকাছি যাইতে পারে মাত্র।"

তিনি লিখিয়াছেন "ঈশ্বরের প্রতি এই ভালবাসা আমার হৃদয়কে নিয়ত এমন প্রবলভাবে অধিকার করিয়া থাকত যে অন্য কোন বিষয় চিন্তা করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল।" তিনি এমনই মগ্ন যে উপাসনালয়ে আচার্য্য উপদেশ দিতেছেন- তাঁহার বাক্যগুলি তাঁহার ধারণায় কিছুতেই মুদ্রিত হইতেছে না—এমন একাধিকবার ঘটিয়াছে। সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যেরূপ সূর্য্যকিরণের কল্পনা করা যায় না সেইরূপ ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তিনি কোন কিছুরই চিন্তা করিতে পারিতেন না। তাঁহার সমস্ত হৃদয় যেন বাহিরের বিষয়ে স্তব্ধ হইয়া গেল, অন্তরের মধ্যে তিনি নিমগ্ন হইয়া গেলেন। চাঞ্চল্যের অবসানে মিলনের একটি নিবিড়তা, শান্তির একটি গভীরতা হৃদয়ে বিরাজ করিতে লাগিল।

৮

ম্যাডাম গেয়োঁর মহা পরিবর্ত্তনের দিন ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দের ২২এ জুলাই। তাঁহার বয়স তখন ২০ বৎসর।

ম্যাডাম গেয়োঁ এখন আর এক জগতের মানুষ। তাঁহার সাজ-সজ্জা এখন পরিবর্ত্তিত, নৃত্যসভা অভিনয় গৃহ হইতে তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল কোলাহল একদিন তাঁহারও ভাল লাগিয়াছিল কিরূপে,—এখন তাহাই বিস্ময়ের বিষয় হইয়াছে। বসন, বচন, আচরণ কোন বিষয়েই এখন তিনি আপনার অন্তরের বাণীর বিরুদ্ধে চলিতে পারেন না।

১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয়। পিতামহীর মন্দ প্রভাবে প্রথম পুত্রটি তাঁহার জীবনের আনন্দের কারণ হইতে পারে নাই। আশা হইল এই শিশু মাতৃহৃদয়ের সান্ত্বনাস্বরূপ হইবে।

এই সকল নূতন আনন্দ, নূতন দুঃখ শোকের ঘাত প্রতিঘাতে জীবনখানি গড়িয়া উঠিতে লাগিল। সাংসারিক দুঃখেরতো অভাব ছিল না, কিন্তু অসন্তোষের অভিযোগ লেশমাত্রও ছিল না। তাঁহার জীবনের পক্ষে ইহার অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণকর অবস্থা আর হইতে পারে না বলিয়াই যে তিনি এই অবস্থায় পতিত হইয়াছেন এ বিশ্বাস তিনি সহজভাবেই করিতেন।

ইচ্ছামত ব্যয় করিবার জন্য স্বামীর নিকট হইতে তিনি যথেষ্ট অর্থ পাইতেন। এ সমস্তই দুঃখী আর্ত্তের সেবায় ব্যয়িত হইত। দাতার নাম গোপন রাখিয়া দান করিবার জন্য তিনি লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে দরিদ্র ব্যক্তি এমন অল্পই ছিল যে তাহার দান সম্ভোগ করে নাই। কিন্তু তিনি বলিতেছেন—"আমি দানের কথা বলিতেছি, কিন্তু ধর্ম্মের আলোকে এ বিষয় দেখিয়ে দিবার মত আমার কিছুই ছিল না।" কারণ এই ধন যে তাঁহার প্রভুর। প্রভুর নিদেশানুসারে ভৃত্যের বিতরণ করিবার অধিকার আছে মাত্র, দান করিবার ক্ষমতা কোথায়?

চতুর্দ্দশ লুইএর রাজত্ব সময়ে ফ্রান্সদেশের উপর দিয়া নানারূপ পাপের স্রোত বহিয়া যাইতেছিল। এই পাপ হইতে দরিদ্রের কুল কন্যাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে বেদনা জাগিয়া উঠিল। জীবিকার্জ্জনের সৎ পন্থা তাহাদের জন্য মুক্ত করিয়া দিতে তিনি চেষ্টা করিলেন। শুধু তাহাই নহে—যে হতভাগিনী ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়াছে তাহাকেও হাতে ধরিয়া তুলিতে তিনি কুণ্ঠা অনুভব করিতেন

না। এইরূপে বাহিরের শত প্রকার সৎ কর্ম্মের মধ্যে তিনি আপন জীবনখানি ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারই জন্য আজ তিনি পূজনীয়া হইয়াছেন তাহা নহে। তিনি কি **করিয়াছিলেন** তাহার মধ্যে খুঁজিতে গেলে আমরা জননী গেয়োঁকে পাইব না, তিনি কি **হইয়াছিলেন** তাহারই মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে হইবে।

যে মহাধনের সন্ধান তিনি পাইয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা হইল, জগদ্বাসী সেই ধন লাভ করুক। সে ইচ্ছা অপূর্ণ রহিল না। তাঁহার প্রার্থনা, চেষ্টা, আগ্রহের শুভফল অপরের জীবনে দেখা দিতে আরম্ভ করিল।

একজন মহিলা একবার তাঁহাকে তাঁহার সহিত থিয়েটার দেখিতে যাইতে অনুরোধ করিলেন। অনুরোধ পালনে অক্ষমতার এক কারণ তিনি বলিলেন যে তাঁহার স্বামী অসুস্থ। তদুত্তরে রমণী বলিলেন যে স্বামীর অসুখ বলিয়া আপনাকে আমোদ আহ্লাদ হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে কি? রোগীর সেবাদি বৃদ্ধাদেরই উপযুক্ত কিন্তু তাঁহার তরুণ বয়স। এমন কাজে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা অনাবশ্যক। স্বামী অসুস্থ হইলে তিনি বিশেষভাবে স্বহস্তে তাঁহার সে[illegible] করেন, তাহা জানাইয়া ইহাও তিনি বলিলেন যে থিয়েটার নারীর গমনের অযোগ্য স্থান, বিশেষতঃ ক্রিশ্চেন নারীর পক্ষে এমন আমোদে যোগদান শোভন নহে। বয়োজ্যেষ্ঠা হইলেও এই নারী ম্যাডাম গেয়োঁর বাক্যে শিক্ষা লাভ করিলেন। তাঁহার জীবনে সুমহৎ পরিবর্ত্তনের সূচনা হইল।

আর একদিন তিনি ও ম্যাডাম গেয়োঁ এক বিদুষী মহিলার সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন। বিদ্যাবতী নারী ঈশ্বর সম্বন্ধে খুব বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কথা কহিতেছিলেন। হৃদয় যাহা অনুভব

করে না, পাণ্ডিত্যের অভিমান শুধু যাহা আবৃত্তি করিয়া যায় সে বাক্য শ্রুতিসুখকর হইতে পারে কিন্তু হৃদয়কে তাহা তৃপ্তি দেয় না। ম্যাডাম গেয়োঁ সে কথায় যোগ না দিয়া, যাঁহার সম্বন্ধে কথা হইতেছে, অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নীরবে তাঁহারই সহিত মিলন অনুভব করিতেছিলেন।

পরদিন তাঁহার সঙ্গিনী মহিলা তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত। আজ তিনি অবনত হইয়া আসিয়াছেন। সেই অজানা পুরুষকে জানিবার তৃষ্ণা সত্যই তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছে।

ম্যাডাম গেয়োঁ বলিলেন যে পূর্ব্বদিন তাঁহাদের বিদুষী বন্ধুর কথাবার্ত্তা শুনিয়াই হয়তো তাঁহার এই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তৃষিতা বলিলেন, তাহা নহে, তাঁহার হৃদয়কে যাহা স্পর্শ করিয়াছে তাহা সেই নারীর বাক্‌পরায়ণতা নহে, তাহা ম্যাডাম গেয়োঁর নীরবতা। তাঁহার সেই 'কিছু না বলার' মধ্যেই এমন কিছু ছিল যাহা তৃপ্তি দান করিয়াছে, অপর নারীর বাক্যরাশিতে তাঁহাকে তৃপ্ত হইতে দেয় নাই।

এই নারীকে সম্পূর্ণরূপে আপনার করিয়া লইবার জন্য ভগবান দুঃখকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইল, সাংসারিক নানা বিপদ আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। পতিহীনা সম্পদ্‌হীনা রমণী ম্যাডাম গেয়োঁর সঙ্গে সান্ত্বনা লাভ করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল ম্যাডাম গেয়োঁ সপ্তাহকাল তাঁহার নিকটে থাকেন, এইজন্য ম্যাডাম গেয়োঁর স্বামীর নিকট হইতে অনুমতি ভিক্ষা করিয়া তিনি তাঁহাকে আপনার নিকটে লইয়া গেলেন। তাঁহার পিপাসা এতই প্রবল হইয়াছিল যে ঈশ্বরের কথা ব্যতীত অন্য কথা তিনি সহিতে পারিতেন না। ম্যাডাম গেয়োঁ অনুক্ষণ তাঁহাকে সেই কথাই

শুনাইতেন। তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, মনের শক্তির অভাব ছিল না, কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন পথে তাঁহার নিকটে চারিদিক অস্পষ্ট বোধ হইতেছিল। এ পথ ম্যাডাম গেয়োঁর পরিচিত। তাঁহার পথের অভিজ্ঞতা দেখিয়া তাঁহার অনুযাত্রা বিস্ময় অনুভব করিতেন। ইহার পর হইতে এই দুইটি আত্মা পরস্পরের অত্যন্ত নিকটে আসিয়া পড়িলেন।

ম্যাডাম গেয়োঁর মন সংসার ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে দেখিয়া সংসার পীড়ন আরম্ভ করিল। কেহ রুষ্ট হইলেন, কেহ তাঁহার সীমাহীন নির্বুদ্ধিতা দেখিয়া করুণা প্রকাশ করিলেন, কেহ সিদ্ধান্ত করিলেন তাঁহার মস্তিষ্ক বিকাররোগগ্রস্ত হইয়াছে। তাহারা বলিলেন —"এ সমস্তের অর্থ কি? বিদ্যাপ্রতিভাশালিনী বলিয়া ইঁহার খ্যাতি ছিল, কিন্তু আমরা তো তাহার কিছুই দেখিতেছি না!"

বাহিরে এই প্রকার, গৃহের আচরণ আরও মর্ম্মান্তিক। শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী পুত্রের উপরে আপনার পূর্ব্বের প্রভাব ফিরিয়া পাইবার জন্য একান্ত লোলুপ হইয়াছেন। স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিবার চেষ্টার বিরাম ছিল না। তাহার মনে হইল বধূর এই ধর্ম্মভাব তাঁহাদের ধন-সম্পত্তির নাশের কারণ হইবে। পুত্রকে বুঝাইলেন বধূ সংসারের অনিষ্ট করিতেছেন। এতদিনেও যে সর্ব্বনাশ হইতে বাকী আছে সে কেবল তাঁহার সাবধানতার গুণে। দাসী কর্ত্রীর কথার অনুমোদন করিল।

স্বামী মাঝে মাঝে উত্যক্ত হইয়া উঠিতেন—বন্ধন শিথিল হইয়া আসিত। অপরের প্রভাব হইতে দূরে থাকিলে পত্নীর প্রতি তাঁহার স্নেহ অক্ষুণ্ণ থাকিত। কিন্তু এই অবস্থায় ম্যাডাম গেয়োঁর ভাগ্যে কঠোর ব্যবহারই অধিক মিলিত।

উত্তেজনার অবস্থায় তিনি বাক্যে ও কার্য্যে পত্নীর প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর হইয়া উঠিতেন। পত্নীর জীবনের নূতন পরিবর্ত্তন তাঁহার ভাল লাগে নাই। তিনি বলিতেন—"তুমি ঈশ্বরকে এত ভালবাস যে আমাকে আর ভালবাস না!" হায়! ঈশ্বরকে ভাল না বাসিলে আর সমস্ত ভালবাসাই যে পুরাতন হইয়া যায়, ছিঁড়িয়া যায়! তাঁহাকে ভালবাসিলে তবেই আর সকল ভালবাসা চিরন্তনকাল নূতন থাকে। ইহা না বুঝিলে কত অশান্তি।

মন প্রসন্ন থাকিলে তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহশীল হৃদয় পত্নীর সঙ্গের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত। তখন বলিতেন, "স্পষ্টই দেখা যায় যে তুমি কখনও ঈশ্বরের সঙ্গ হারাও না।"

পারিবারিক জীবন অশান্তিময় হইলে মানুষের মনে যে তিক্ততা উপস্থিত হয় তাহাতে সমস্ত জীবন বিরস হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ যে স্থানে হৃদয় বিনিময়ের আশাকরা স্বাভাবিক সে স্থানে যদি প্রেমের অভাব হয় তাহা হইলে নারীহৃদয়ে যে অসীম শূন্যতা রচিত হয় বিশ্বের ঐশ্বর্য্যরাশি তাহা পূর্ণ করিতে পারে না। এ দুঃখ ম্যাডাম গেয়োঁ যে অনুভব করিতেন না, তাহা নহে। মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া তিনি এ সকল হৃদয় দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এমন ভাবে লিখিয়াছেন যাহা তাঁহার মহৎহৃদয়েরই উপযুক্ত। অপরের সম্বন্ধে অনুযোগ করিয়া নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়াছেন—এরূপ ভাব তাঁহার লেখার মধ্যে কোন স্থানে নাই। আপনার প্রাপ্য দোষের অংশ গ্রহণ করিতে তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। গুরু আদেশ না দিলে এ সকল সংগ্রামের কথা তিনি কখনও লিখিয়া যাইতেন না। আর সেই নির্যাতন লাঞ্ছনার মধ্যে বসিয়া তিনি মনে করিতেও পারেন নাই যে বিশ্বের নরনারী একদিন তাঁহার নামকে তাহাদের হৃদয়ের ভালবাসার

মধ্যে প্রতিষ্ঠাদান করিবে—দুঃখীতাপী ব্যাকুল আগ্রহে তাঁহার জীবন কথা হইতে সান্ত্বনা সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিবে।

পরিচারিকার দুর্ব্যবহার দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বিশেষতঃ সে যখন দেখিল যে তাহার ব্যবহার ম্যাডাম গেয়োঁকে এখন আর বিক্ষুব্ধ করিতে পারিতেছে না তখন তাহার ক্রোধ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। অগত্যা তাহাকে কষ্ট দিবার জন্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইল। কোথায় বেদনা তাহা জানিয়া সে ঠিক জায়গাটিতেই আঘাত করিল। তাঁহার উপাসনায় বিঘ্ন জন্মাইবার জন্য সে সচেষ্ট হইয়া উঠিল। অবসর হইলেই তিনি ম্যাগডলেন চার্চে (Magdalen) উপাসনা করিতে যাইতেন। প্রতিদিন সে সেই সময়টির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত। উপাসনায় যাইতেছেন দেখিবামাত্র সে তাঁহার স্বামী ও শ্বশ্রূর নিকটে গিয়া সংবাদ দিত।

উপাসনায় সময় নষ্ট করেন বলিয়া একেই তাঁহারা বিরক্ত, তাহার উপরে পরিচারিকার উত্তেজনায় আরও উত্যক্ত হইয়া উঠিতেন। তাঁহাদের ক্রোধ ম্যাডাম গেয়োঁর জন্য পুঞ্জীকৃত হইয়া থাকিত —ফিরিয়া আসিলে ভর্ৎসনার আর বিরাম রহিত না। তাঁহার শরীর রুগ্ন ছিল। অসুস্থ হইয়া পড়িলেই শুভাকাঙ্ক্ষিণীরা শয্যাপার্শ্বে আসিয়া কোলাহল করিয়া বলিতেন যে এ তাঁহার ধার্ম্মিকতার ফল।

জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে শ্বশ্রূঠাকুরাণী বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে মাতাকে অপমান করিতে এই বালক কুণ্ঠিত হইত না। মাতৃ-হৃদয়ের পক্ষে গভীরতর আঘাত আর কি হইতে পারে?

এ সকলই তিনি ধীরভাবে সহিতেন। কোন্ অজ্ঞাত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁহার প্রভু তাঁহাকে এই ভার বহিতে দিয়াছেন তাহা তিনি জানিতেন না কিন্তু ইহা জানিতেন যে সে উদ্দেশ্য মঙ্গলময়।

ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারও নিকট হইতে সান্ত্বনা ও সাহায্য গ্রহণ করিতেও তিনি শঙ্কিত হইতেন। মানুষের মধ্যে এমন কেহ ছিলওনা যে তাঁহার ভারাক্রান্ত হৃদয়ের দুঃখের অংশ গ্রহণ করে। তাঁহার জননীদেবী ও স্নেহময়ী ভগিনী এখন অন্যলোকে। তিনি লিখিয়াছেন—"আমি সময় সময় নিজের মনে বলিতাম—আঃ আমাকে যত্ন করিবার যদি কেহ থাকিত। এমন একজন যদি থাকিত যাহার নিকটে—আমি আমার হৃদয়কে মুক্ত করিয়া দিতে পারি। তাহা হইলে কি আরামই হইত।

১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তৃতীয় সন্তান—একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সংসার যখন তাঁহাকে নির্যাতন করিত, স্বামী যখন কঠোর হইয়া উঠিতেন তখন তিনি এই ক্ষুদ্র শিশুকে বক্ষে চাপিয়া ধরিতেন;—সেই অন্ধকারের মধ্যেও তাঁহার মাতৃহৃদয় তখন অনুভব করিত—'দুঃখী হইলেও আমি ধন্য।'

সাধুরা বলেন যে হৃদয়কে কলঙ্কমুক্ত ও শুভ্র করিতে না পারিলে ভগবান হৃদয়ে আসেন না, কিন্তু ইহাও তো ঠিক যে ভগবান না আসিলে আমরা হৃদয়কে নির্ম্মল করিতে পারি না। পাপী বলিয়াই যে তাঁহাকে চাই, পুণ্যাত্মা হইলে হয় তো বা তাঁহাকে না হইলেও আমাদের চলিত। হৃদয়কে পবিত্র করিবার আকাঙ্ক্ষায় ম্যাডাম গেয়োঁ কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তিনি পারিলেন না—পতনের অন্ধকার তাঁহার পথকে আবিল করিয়া তুলিল।

দুই বৎসর ধরিয়া তিনি ঈশ্বরের জন্য বিশ্বস্ততার সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন। তাহার পর একদিন অহঙ্কার আসিয়া তাহার কাণে বলিল—ইহা কি সম্ভব যে সমস্তই ঈশ্বরকে সমর্পণ করিয়া তুমি সর্ব্বস্বান্ত হইবে? সংসারের জন্য কিছুই রাখিবেনা? এত সভ্যতার

যুগে, প্রবৃত্তিচরিতার্থতার এই উন্মাদনাময় দিনে তুমি পৃথিবী সম্বন্ধে এমন অন্ধ বধির মূক হইয়া থাকিবে ইহা কি সঙ্গত? অন্তরে যে দীপখানি প্রশান্ত কিরণ দান করিতেছিল তাহার শিখা চঞ্চল হইয়া উঠিল।

এই সময় কিছুদিনের জন্য তাহাকে প্যারিতে যাইতে হইল। জীবনের সেই কম্পমান অবস্থার পক্ষে প্যারি যে অত্যন্ত বিপজ্জনক স্থান তাহা বলা বাহুল্য।

এই সময়ের কথা তিনি বলিয়াছেন—"আমি এমন অনেক কাজ করিয়াছিলাম যাহা আমার করা উচিত ছিলনা।" অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে এখন তাহার ভাল লাগিত। প্যারিতে তাঁহার কতিপয় অনুরক্ত ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহারা উচ্চকণ্ঠে তাঁহার গুণগান করিতেন। ইহাতে যেরূপ বাধা দেওয়া উচিত ছিল ম্যাডাম গেয়োঁ তাহা দিতেন না। অহঙ্কার তখনও ঘোচে নাই। সজ্জাবিষয়েও তিনি লক্ষ্যচ্যুত হইয়া পড়িলেন। আর এক অপরাধ সহরের প্রকাশ্য পথে তিনি বেড়াইয়া বেড়াইতেন। এই কার্য্যটিই যে অন্যায় তাহা নহে, কিন্তু যে ভাব হইতে তিনি ইহা করিতেন তাহা অপরাধ। আপনাকে প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি এরূপ করিতেন।

অবশেষে একদিন যখন আপনার দিকে দৃষ্টি পড়িল তিনি চমকিয়া উঠিলেন। তখন, কাজ শীঘ্র সারিয়া প্যারি ত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অপরাধীর যে দুঃখ তাহা তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তখনকার যাতনা বর্ণনা করিতে তিনি নিজেই অক্ষম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।—"আমার প্রেমাস্পদ—আমার স্বামীর সম্মুখ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া আমি সুখী হইতে পারিব কেমন করিয়া?"

প্যারিতে আসিয়া তাঁহার স্বামী তাঁহার পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাহাতে সুখী হইয়া ছিলেন। বিলাসপরিপূরিতা প্যারি নগরীর ধনিসমাজে পত্নী আবার পদার্পণ করিয়াছেন ইহা তাঁহার পক্ষে সুখের বিষয় হইবারই কথা।

প্যারি হইতে ফিরিয়া তিনি ভ্রমণে বাহির হইলেন। সহরের কৃত্রিমতার মধ্য হইতে ঈশ্বরের স্বহস্ত-রচনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। স্বামী সঙ্গী রহিলেন। কথা রহিল এই সুযোগে বাল্যভূমি মোটার্ঝিও দেখিয়া আসা হইবে।

প্রলোভন দুর্ব্বলতা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ইতিহাস বিশ্রুত লোয়ার (Loire) নদী তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার অন্তরে পার্থিব বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। এই অঞ্চলে তাঁহার পিতৃকুল পরিচিত, সুতরাং তাহাদের আগমন বার্ত্তা গোপন রহিল না। তাঁহার যশোবার্ত্তা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তাহার দেহের সৌন্দর্য্য আচরণের মাধুর্য্য, তাঁহার বিপুল ধন ঐশ্বর্য্য লোকের মনে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিল। তাহাকে দেখিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল।

ঈশ্বরের নিকটে বিশ্বাস ভঙ্গের যাতনা একবার তিনি পাইয়াছেন, কিন্তু এত দুঃখেও কঠিন গর্ব্ব চূর্ণ হয় নাই। মানুষের প্রশংসার মূল্য যে কি তাহা তিনি জানিতেন, তথাপি প্রশংসা পাইতে ভাল লাগিত। প্রশংসার প্রবাহে গর্ব্ব চরিতার্থ হইল কিন্তু তাঁহার জীবন কিরূপ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে তাহা দেখিয়া তিনি ভীত হইলেন। তিনি বলিয়াছেন—"আমার অবস্থা আরও কষ্টজনক হইয়াছিল এইজন্য যে তাহারা শুধু আমার রূপ যৌবনের প্রশংসা করিত এমন নহে, আমার গুণেরও তাহারা প্রশংসা করিত। কিন্তু ইহা আমি গ্রহণ

করিতে পারিতাম না। এ শিক্ষা আমার ভাল করিয়াই হইয়াছিল যে অযোগ্যতা দুর্ব্বলতা ব্যতীত আমার মধ্যে আর কিছুই নাই এবং ভাল যাহা কিছু সমস্তই ঈশ্বর হইতে।

ভ্রমণের সময় তাঁহাদিগকে দুই একবার দৈবদুর্ঘটনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ম্যাডাম গেয়ো কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়াছেন যে বিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক হইলেও তাঁহার স্বর্গীয় পিতা তাঁহাকে ত্যাগ করেন নাই। বিপদ যখন সম্মুখে, জীবনরক্ষার সম্ভাবনা যখন অসম্ভব বোধ হইতেছে তখনও ঈশ্বর তাঁহার চিত্তের স্থিরতা রক্ষা করিয়াছেন। আপনার দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া এবং পাছে ঈশ্বরের নিকটে আরও বিশ্বাসঘাতিনী হন এই ভয়ে তাঁহার যেন মনে মনে এই ইচ্ছাই হইয়াছিল যে কোন আকস্মিক আঘাত দ্বারা ঈশ্বর তাঁহাকে সকল প্রলোভনের অতীত স্থানে লইয়া যান।

দুঃখে অবসন্ন হইয়া আপনার পাপের কথা ব্যক্ত করিয়া বলিবার জন্য তিনি বন্ধুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহ তাঁহাকে বুঝিল না। যাহা তাঁহার পক্ষে অন্যায় ঈশ্বর যাহাতে অপ্রসন্ন হন, তাহাতে তাঁহারা কোন দোষই দেখিতে পাইলেন না। কারণ দায়িত্ব তো কখনও দেখা যায় না, তাহা শুধু অনুভব করা যায়। তাঁহাকে যে ঈশ্বর কত দিয়াছেন তাহা শুধু তিনিই জানেন। তাঁহার সময়ের তাঁহার বয়সের অন্যান্য রমণীর চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের তুলনা করা হইত, ঈশ্বর যে তাঁহার জন্য কত করিয়াছেন তাহা ভাবিয়া দেখা হইত না। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিলেন।

ভ্রান্ত পৃথিবী তাঁহাকে নিরপরাধ বলিয়া মত প্রদান করিলেও তাঁহার অন্তরের বাণী বলিল যে, তাহা নহে। মহা অনির্দ্দিষ্টতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহার মন অশান্ত হইয়া উঠিল। ঈশ্বরকে তিনি

ভালবাসেন কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সাংসারিকতা ত্যাগ করিতে অবাধ্য মন প্রস্তুত নহে।

তিনি বুঝিলেন ক্ষুদ্রতম পাপও—পলকের অসংযত দৃষ্টিটুকু, উত্তেজিত একটি মাত্র বাক্য—তাঁহার ও তাঁহার প্রভুর মধ্যে ব্যবধান রচনা করে। অথচ দেখিয়া ক্ষোভ রাখিবার স্থান রহিল না যে তাঁহার মহত্তম কার্য্যগুলির মধ্যেও অহঙ্কার লুকাইয়া আছে। তিনি দেখিলেন যে গরীব দুঃখীকে দান—যাহা অতি সংগোপনে করিবার কাজ—তাহা করিযাও তাঁহার মন কখনও কখনও যশের উদ্দেশে লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে।

কিন্তু পূর্ব্ব জীবনের পাপ ও এখনকার পাপে প্রভেদ আছে। পূর্ব্বে পাপের প্রতি আকর্ষণ ছিল, পাপ করিতে ভাল লাগিত; এখন পবিত্র হইবার জন্য তাঁহাব অতুলনীয় স্পৃহা, অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু মানবচিত্তের দুর্ব্বলতার নিকটে সংকল্প পদে পদে পরাজিত। কৃত পাপ এখন তাঁহাকে তীব্র যাতনা দেয়, তপ্ত অশ্রুপাত করায়।

ঈশ্বরের কৃপায় আপনার ক্ষুদ্রতম পাপের প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়াছিল। আপনার বাক্যের মধ্যেও তিনি অনেক সময় লুক্কায়িত অবাঞ্ছনীয়ভাব দেখিতে পাইতেন। তখন নীরব হইতেন। ঈশ্বরের আলোকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে এই মৌনভাবের মধ্যেও পাপ আবিষ্কৃত হইয়া পড়িত। আপনার বচন, ভ্রমণ, সকল আচরণের মধ্যে তিনি গর্ব্বের আঘ্রাণ পাইতেন। এ সকল তাঁহার নিজের মুখের স্বীকারবাণী।

তিনি বলিয়াছেন—"ঈশ্বর যে আমার অপরাধের শাস্তি দিতেন না তাহা নহে। আমার ঈশ্বর! তোমার সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসী প্রেমিক প্রিয়সন্তানগণকে তুমি কি কঠোরভাবে শাস্তি দাও। প্রকৃত ধর্ম্মাত্মা

আপনার পাপ দর্শনে যে যাতনা পান তাহা প্রকাশাতীত। এই যাতনাকে সম্ভবতঃ অন্তর্দহন—ভিতরের অগ্নি বলিলে প্রকাশ করা যায়, কিংবা ইহাকে তুলনা করা যাইতে পারে স্থানচ্যুত অস্থির সহিত যাহা স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত অবিরাম যন্ত্রণার কারণ হয়। সময় সময় এইরূপ আত্মা সান্ত্বনার আশায় মানুষের দিকে তাকাইতে প্রলুব্ধ হয় কিন্তু এই উপায়ে প্রকৃত শান্তিলাভ কখনও হয় না। যতদিন পর্য্যন্ত ঈশ্বর তাঁহার নিজের সময়ে এবং নিজের উপায়ে এই দুঃখ দূর করা উপযোগী বিবেচনা না করেন ততদিন ধীরভাবে সহ্য করাই শ্রেয়ঃ।"

এই সময়ে অভিজাতবর্গের এক নিমন্ত্রণ সভায় তিনি আহূত হইয়াছিলেন। দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে এই নিমন্ত্রণ তিনি স্বীকার করিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিবেক তাঁহাকে ধিক্কার দিল।

সেই বিলাসমন্দিরে সুখের আয়োজনের উপকরণের কোন ক্রটিই ছিল না। অন্য রমণীগণ উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হইতেছিলেন কিন্তু ম্যাডাম গেয়োঁর হৃদয় কোথাও আনন্দকণা খুঁজিয়া পাইল না। "আর সকলকে আমি সুখী করিলাম কিন্তু যাঁহাকে সুখী করা আমার সর্ব্বাপেক্ষা উচিত তাঁহাকেই অসন্তুষ্ট করিলাম। এই ভ্রান্ত-পদক্ষেপের জন্য আমাকে কত অশ্রুবর্ষণ করিতে হইয়াছিল। আমার প্রিয়তম অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দীর্ঘ তিনমাস কালের উপর তিনি আমাকে তাঁহার সহবাসের করুণা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। সম্মুখে ঈশ্বরের রুদ্রমূর্ত্তি ব্যতীত আমি আর কিছুই দেখিতে পাইতাম না।"

এই স্খলন শিক্ষাও দিয়া গেল। আত্মশক্তির প্রতি বিশ্বাস রহিল না। তিনি লিখিয়াছেন—"প্রভু নগররক্ষা না করিলে প্রহরীর

জাগরণ বৃথা 'প্রফেট' এর এই উক্তিতে আমার গভীর বিশ্বাস জন্মিল। আমি দেখিলাম, হে আমার প্রভু, তুমিই আমার বিশ্বস্ত রক্ষক ছিলে। তুমি আমার অন্তরকে সকল প্রকার শত্রুর বিরুদ্ধে অনবরত রক্ষা করিয়াছিলে। কিন্তু হায়! তোমা ব্যতীত আমি একান্তই দুর্ব্বল। আমার শত্রুগণ কত সহজে আমার উপরে জয়লাভ করিয়াছিল। আপনার জয়কে অপরে নিজের বিশ্বস্ততার ফল বলে বলুক,—আমি তাহাকে তোমার পিতৃস্নেহের ফল ব্যতীত আর কিছুই বলিব না। হে আমার মুক্তিদাতা ঈশ্বর, তোমারই নিকটে আমি সর্ব্ববিষয়ে ঋণী এবং এইরূপে তোমার নিকটে ঋণবন্ধনে বাঁধা থাকা আমার নিকটে এক অসীম আনন্দের কারণ।"

মহাশিক্ষা লইয়া তিনি পুনরায় সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বুঝিলেন সমস্ত হৃদয় দিয়া ঈশ্বরকে ভালবাসিতে হইবে—অর্দ্ধেক হৃদয় দিয়া তাঁহার পূজা করা হয় না।

১০

আত্মনিবেদনের প্রথম আনন্দ উচ্ছ্বাসের দিনে তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে বিগত পাপের ক্ষমা হইয়া গেছে। শুধু তাহাই নহে, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে পাপ করিবার সম্ভাবনাও তাঁহার নিকটে অসম্ভব বোধ হইয়াছিল। তরুণ প্রেমের উদ্দীপনা ধীর বিচারশক্তিকে নিষ্ক্রিয় করিয়া দিয়াছিল। ভগবানের যে প্রসাদ তিনি লাভ করিয়াছেন তাহা চিরদিন সকল সংগ্রামে তাঁহাকে জয় অর্জ্জন করিয়া দিবে মনে ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

ইহারই পরে যখন দেখিলেন যে তাঁহার মহত্তম কার্য্যগুলিও শুদ্ধ মহৎভাব প্রসূত নহে তখন কি মর্ম্মান্তিক বিস্ময়ই না তাঁহাকে আঘাত করিয়াছিল। দিনের পর দিন যতই প্রসাদ লাভ করিতে লাগিলেন,

আপনার হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন পাপ তিনি ততই আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। হায়! সকলেরই কি এই পরিণাম? চিরদিন পাপ করিব আর চিরদিন অনুতাপ করিব—হতভাগ্য মানবের ইহাই কি নিয়তি? এ সংসারে দুর্ব্বল মানুষের মুক্তির আশা সত্যই কি নাই? এইরূপ প্রশ্ন স্বভাবতঃই তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। এ প্রশ্নের মীমাংসা তিনি কাহার নিকটে পাইবেন?

সে সময়টা ফ্রান্সের পক্ষে ধর্ম্মযুগ ছিল না। ধর্ম্মশীল লোক তখন ছিলেন না এমন নহে। এই সময়েই ফ্রান্সের বহু নরনারী ব্যর্থ বিলাস কোলাহলে ক্লান্ত হইয়া নিভৃত নির্জ্জনতার আশ্রয় লইয়াছিলেন, ভক্তিহীনতার এই শুষ্ক যুগেই ফ্রান্সের মঠ মন্দির ও কারাকক্ষ হইতে কত ভক্ত হৃদয়ের ব্যাকুল প্রার্থনা উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল। ঘোর পতনের দিনে ভ্রষ্টাচার বিকৃত স্থানেও একদল চিহ্নিত নরনারী থাকেন। পার্শ্ববর্ত্তী লোকে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না, পৃথিবী তাঁহাদের সম্মান রক্ষা করিতে জানে না, শুধু যাঁহাকে তাঁহারা ভালবাসেন তিনিই তাঁহাদের উপরে কৃতার্থতা বর্ষণ করেন।

কিন্তু তথাপি ফ্রান্সের সে সময়কে ধর্ম্মের পক্ষে অনুকূল বলা যায় না। ম্যাডাম গেয়োঁর অন্তরের সংশয় দূর করিবার লোক মেলা তখন সহজ নহে।

এই সময়ে একজনের নিকট হইতে তিনি সাহায্য পাইলেন। ইনি জেনেবিব্ গ্র্যাঙ্গার্ (Genevieve Garnger)। ম্যাডাম গেয়োঁর স্বামীর দুই ভগিনী কিছুদিন এই সাধ্বী মহিলার শিক্ষাধীনে বাস করিয়াছিলেন। যে সাধুর নিকটে তিনি নবজীবনে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন তিনিই ইঁহার সন্ধান মিলাইয়া দেন। সেণ্ট জেনেবিব্ (St Genevieve) ম্যাডাম গেয়োঁর অবস্থা বেশ বুঝিতে পারিলেন

এবং তাঁহাকে অভয়দান করিলেন। সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরের হওয়া যে কত কঠিন তাহা নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি তাঁহার নিকটে বিবৃত করিয়া বলিলেন। কিন্তু কঠিন হইলেও, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, এই প্রলোভন পূর্ণ সংসারে থাকিয়াও সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হওয়া যায়। কোনো আত্মাকে, বিশেষতঃ ম্যাডাম গেয়োঁর ন্যায় আত্মাকে এই অবস্থা হইতে নিম্নে অবস্থিত দেখিতে তিনি একেবারেই ইচ্ছুক নহেন।

সেন্ট জেনেবিব্ (St Genevieve) এর উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য তাহার হৃদয় প্রস্তুত হইয়াছিল। জ্ঞানের তেজস্বিতা এবং ধর্ম্মের দীনতা এই নারীর জীবনে মিলিত হইয়াছিল। পৃথিবীর বেশী লোক তাঁহাকে জানিত না কিন্তু যিনি পৃথিবীর অধিরাজ তাঁহার সহিত ইঁহার অন্তরঙ্গতা জন্মিয়াছিল।

একটি বিশেষ ঘটনা এই সময় ম্যাডাম গেয়োঁকে বলদান করিয়া গেল। একদিন তিনি প্যারির নোট্রর্ ড্যাম চার্চ্চে (Notre Dame church) উপাসনা করিতে যাইতেছিলেন। পথে সে'ন নদীর সেতু পার হইবামাত্র এক অদ্ভুত ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার ফকিরের বেশ, বাক্য ও দেহ হইতে ব্রহ্মতেজ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। প্রথমে ম্যাডাম গেয়োঁ ভিক্ষার্থী ভাবিয়া তাঁহাকে ভিক্ষা দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—"এই ব্যক্তি এক আশ্চর্য্য ভাবে আমার নিকটে ঈশ্বরের কথা বলিয়াছিলেন। কেমন করিয়া, তাহা আমি জানি না, কিন্তু মনে হইতেছিল যেন তিনি কোন উপায়ে আমার চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন।"

ম্যাডাম গেয়োঁর ঈশ্বর প্রীতি তাঁহার নানাবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া তিনি তাঁহার চরিত্রের দুর্ব্বলতার দিকটাও

দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার অসার গর্ব্ব জীবনের নানা ত্রুটি দুর্ব্বলতা-গুলি তিনি একে একে বলিলেন। সর্ব্বশেষে বলিলেন যে জগদীশ্বর এমন হৃদয় চাহেন না যাহার সম্বন্ধে শুধু বলা যাইতে পারে যে তাহার পাপের ক্ষমা হইয়াছে। যে হৃদয় পুণ্যালোকে নির্ম্মল তাহাই তাঁহার বাঞ্ছিত। পাপকে অতিক্রম করিয়া যাওয়াও যথেষ্ট নহে, স্বভাবকে বশীভূত করিয়া পুণ্যময় ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বোচ্চ শিখরে অধিরোহণ করিতে হইবে।

এই অসাধারণ ব্যক্তিকে তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই—পরেও নহে। তাঁহার কথা তাঁহার হৃদয় মনকে এমন ভাবে আন্দোলিত করিয়া গেল যে মন্দিরে উপস্থিত হইযাই তিনি মূর্চ্ছিত হইযা পড়িলেন।

তিনি বুঝিলেন তাঁহাকে জাগ্রৎ করিবার জন্য ঈশ্বর নানা উপায়ে নানা দিক হইতে বারংবার আহ্বান করিয়া যাইতেছেন। বিগলিত হৃদয়ে তিনি বলিলেন—"যদি সম্ভব হয়, আজ হইতে—এই মুহূর্ত্ত হইতে আমি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হইব। আমার কোন অংশ আর সংসারের থাকিবে না।" নিজের শক্তির উপরে নির্ভর করিয়া এ সংকল্প তিনি করেন নাই, তাঁহার সমস্ত নির্ভর ঈশ্বরের দিকেই উন্মুখ হইযাছিল। সুতরাং জীবনব্যাপী ঝটিকার বিক্ষোভের মধ্যেও আর তাঁহাকে এ সংকল্প হইতে চ্যুত হইতে হয় নাই।

বাসনা এবং ইচ্ছা এক নহে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে মনে যে বাসনার উদয় হয় অনেক সময়ে তাহা ইচ্ছাশক্তিকে স্পর্শও করিতে পারে না। ম্যাডাম গেয়োঁ সমগ্র ইচ্ছার সহিত আপনাকে সমর্পণ করিলেন। তিনি যে গৃহীত হইয়াছেন তাহার প্রমাণ অচিরে আসিল।

খ্রীষ্টীয় ১৬৭০ অব্দের ৪ঠা অক্টোবর দুরন্ত বসন্ত ব্যাধি তাঁহার

সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিল। বন্ধুবান্ধব ভীত হইলেন। তাঁহার দেহ গলিত কুষ্ঠরোগীর আকার ধারণ করিল। যাঁহারা তাঁহাকে দেখিলেন তাঁহারাই বলিলেন যে এমন ভয়াবহ দৃশ্য তাঁহারা আর কখনও দেখেন নাই।

বাহিরে এই বিপ্লব কিন্তু তাঁহার অন্তর শান্তিতে অবিচলিত। এই অবস্থায় তাঁহার মনের সন্তোষ প্রকাশ করিবার ভাষা তিনি খুঁজিয়া পান নাই। দেহের লাবণ্য অহঙ্কারের এক কারণ। সেইজন্য তাঁহার যেন মনে মনে এই আশা হইল যে তিনি "এই দুঃখজনক বাহ্যরূপ হারাইয়া আন্তরিক মুক্তি" লাভ করিবেন। "এই অবস্থা আমার আত্মাকে এত সন্তোষ দান করিয়াছিল যে ইহার সহিত পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান রাজার অবস্থা বিনিময় করিতে আমার আত্মা চাহিত না।"

আত্মীয় স্বজন মনে করিলেন তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করা সম্ভব হইবে না।—"আমার বন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই আসিয়া আমার অবস্থায় দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করিলেন। শয্যায় শয়ন করিয়া আমি এক অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। প্রগাঢ় নীরবতায় ডুবিয়া আমি ঈশ্বরের গুণগান করিতাম। আমার যন্ত্রণা কিংবা ক্ষতির জন্য কেহ আমাকে কোনদিন অনুযোগ করিতে শোনে নাই। সকলই, যেন ঈশ্বরের স্বহস্ত হইতে, আমি কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিতেছিলাম। যাঁহারা দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বলিতে আমি দ্বিধা বোধ করি নাই যে তাঁহারা যাহাতে এত বিলাপের কারণ দেখিতেছেন তাহাতেই আমি আনন্দিত হইতেছি।"

পীড়ার সূত্রপাতে শ্বশ্রূর অবহেলায় তিনি মরণোন্মুখ হইয়াছিলেন। স্বামী তখন অত্যন্ত অসুস্থ সুতরাং তাঁহার ভার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর হস্তেই

পড়িয়াছিল। সঙ্কটজনক অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তবে চিকিৎসককে ডাকা হইল।

চিত্তবিক্ষেপের এত কারণ সত্ত্বেও তিনি একটুকুও চঞ্চল হন নাই। জীবন বা মৃত্যু উভয়ের প্রতিই তাঁহার মন সমভাবে নিস্পৃহ ছিল।

আরোগ্য লাভ করিয়া দর্পণে দেখিলেন মুখের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। বন্ধুগণ এক প্রকার প্রলেপ প্রেরণ করিয়া বলিলেন যে ইহা, প্রয়োগ করিলে বসন্তে ক্ষয়িত অংশ সকল সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে, ক্ষতচিহ্ন লুপ্ত হইবে। পূর্ব্বে ম্যাডাম গেয়োঁ এই ঔষধের আশ্চর্য্য গুণ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। ইহা পাইয়াই তিনি আপন দেহে ইহার ফল পরীক্ষা করিয়া দেখিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু বাধা পাইলেন। তাঁহার অন্তরের মধ্যে কে যেন বলিল—তোমার সৌন্দর্য্যই যদি আমার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তুমি পূর্ব্বে যেমন ছিলে সেইরূপ রাখিতেই তো পারিতাম।

সভয়ে তিনি ঔষধ একপার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করা তাঁহার পক্ষে প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহাতে ক্ষতচিহ্ন সকল আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। শরীরে বল পাইবামাত্র প্রকাশ্য পথে বাহির হইতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিলেন না। যে সকল স্থানে পূর্ব্বে আপনার গর্ব্বপরিতুষ্টির জন্য বেড়াইয়াছেন সেই সকল স্থানে গমন করিয়া গর্ব্বকে পদদলিত করিয়া দিলেন।

রোগের সময় যেরূপ, রোগমুক্তির পরেও সেইরূপ শ্বশ্রূর নির্য্যাতন চেষ্টা অক্লান্ত উদ্যমে চলিল। বাহিরের রূপ বিনষ্ট হওয়াতে স্বামীর মন একটু বিরূপ হইয়াছিল। পত্নীর বিরুদ্ধে কোন কথায় এখন তাঁহার মনোযোগ সহজেই আকৃষ্ট হইত, সুতরাং বিরুদ্ধ বাদিনীরা পূর্ণ উৎসাহে দেবীচরিত্রের কুৎসা শুনাইতে লাগিলেন। তিনি

বলিতেছেন—"আর সকলের পরিবর্ত্তন হইল কিন্তু ঈশ্বরের পরিবর্ত্তন হইল না। একমাত্র তুমি, হে আমার ঈশ্বর, সেই একই রহিলে। বাহিরে তুমি আমাকে আঘাত করিয়াছিলে, কিন্তু অন্তরে আশীষবর্ষণ করিতে বিরত হও নাই।"

তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের আচরণ তাঁহার পক্ষে শোক-জনক হইয়াছিল। প্রথম পুত্রের নিকটে নিরাশ হইয়া মাতৃহৃদয়ের সমস্ত আশা কনিষ্ঠকে লক্ষ্য করিয়া সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই স্নেহের ধনকে তাঁহার প্রভু লইয়া গেলেন। মাতা সুস্থ হইতে না হইতে সেই কঠিন ব্যাধিতেই শিশু চলিয়া গেল।

তিনি লিখিয়াগিয়াছেন—"এই আঘাত আমার অন্তরে ঘা মারিল। আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম।" কিন্তু যে হস্ত আঘাত করিতেছে তাহাকে তিনি চিনিয়াছেন, ভালবাসিয়াছেন, সুতরাং—"তাহার মৃত্যুতে একান্ত আহত হইলেও ইহাতে আমি ঈশ্বরের হস্ত এত স্পষ্টরূপে দেখিয়াছিলাম যে আমি অশ্রুবর্ষণ করি নাই। তাহাকে আমি ঈশ্বরের নিকটে নিবেদন করিয়া দিয়া জোব্‌এর ভাষায় বলিয়াছিলাম "ঈশ্বর দিয়াছিলেন তিনিই লইয়া গেলেন—তাঁহার নাম ধন্য হউক!"

ঈশ্বরের দণ্ডকে তিনি প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখিয়াছেন। যতই কঠোর হউক না কেন তাঁহার বিধানে তিনি আনন্দলাভ করেন।

এই সময়ে সর্ব্বপ্রথম তিনি তাঁহার কবিতা রচনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কবিতাগুলির মধ্যে তাঁহার বিশ্বস্ত হৃদয়ের ভাবগুলি অশ্রুপূত সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া রহিয়াছে।

১১

এত দুঃখ বেদনার মধ্যে হৃদয় একটিবার অনুযোগ করে নাই।

বাহিরে সুখের উপকরণ কিছু না থাকিলেও অন্তরে আনন্দের আয়োজন যথেষ্ট ছিল। তাঁহার প্রিয়তমের নিভৃত প্রেমসম্ভাষণে তিনি আনন্দে বিহ্বল হইতেন।

কিন্তু সকল সময়ে প্রেমের আলোকে পথ উজ্জ্বল রহিত না, অন্ধকারের মধ্যদিয়াও যাত্রা করিতে হইত। সময় সময় হৃদয় শুষ্ক হইয়া উঠিত। তখন তাঁহার মনে হইত তাঁহারই কোন অপরাধে বুঝি তাঁহার প্রভু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন।" সান্ত্বনা লাভ করিবার মত কিছু আর তিনি তখন খুঁজিয়া পাইতেন না, হৃদয় শোকে অবসন্ন হইতে থাকিত। বাহিরের সুখদুঃখের ন্যায় অন্তরের দুঃখসুখকেও যে আশীর্ব্বাদের মত মস্তকে ধরিতে হইবে, ধর্ম্ম পালন করিয়া যে স্বাভাবিক শান্তি ও আনন্দে মন পূর্ণ হয় তাহার স্থানও যে খুব উচ্চে নহে—এ সব কথা তখনও তাঁহার নিকটে তেমন স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। আনন্দের জন্য আমরা ঈশ্বরকে চাই না, তাঁহারই জন্য তাঁহাকে চাহি। অন্তরে আনন্দের প্লাবন বা শুষ্কতা যাহাই আসুক, আপনার আহত ইচ্ছার উচ্ছ্বাসকে তাঁহার ইচ্ছার নিকটে স্তম্ভিত করিয়া দিতে হইবে। এই নিরানন্দ যে অনন্তযাত্রার অপরিহার্য্য তাহা জানা থাকিলে সে সময় তাঁহাকে এত কষ্ট পাইতে হইত না।

এই সময়ের কোন কোন আচরণকে পরে তাঁহার অপরাধ বলিয়া মনে হইয়াছে। যে স্থানে ও যে সময়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ হইয়াছে সেই স্থান ও সেই সময় তাঁহার অত্যন্ত প্রলোভনের বস্তু হইয়া উঠিত। সেইরূপ স্থান ও সময় পাইলে তিনি আর সকল কর্ত্তব্যের কথা ভুলিয়া যাইতেন। সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরের উপলব্ধি তখনও পরিষ্কার হইয়া উঠে নাই। ঈশ্বর নির্জ্জনে বসিবার অবসর যদি না দেন, যদি কার্য্যভারই অর্পণ

করেন তাহা হইলে, প্রিয় বা অপ্রিয় হউক, তাঁহার বলিয়া সেই কার্য্য করিয়া গেলে যে তাঁহার উপাসনাই হয় ইহা বুঝিতে আরও আলোকের আবশ্যক হইয়াছিল।

নিভৃত-সাধনার আবশ্যকতা ও উপকারিতা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু ঈশ্বর যখন ইচ্ছা করেন যে আমরা সংসারে কর্ম্মরত থাকি তখন যদি সে কাজ ফেলিয়া তাঁহার সহবাসের আশায় নির্জ্জন স্থানে গমন করি, তাহা হইলে ঈশ্বর বাহিরে কর্ম্মের মধ্যেই রহিয়া যান—আমরা শূন্য নির্জ্জনতার মধ্যে প্রবেশ করি মাত্র। একথাও সময় সময় ভুলিয়া যাইতে হয়।

ঈশ্বরকে ডাকিবার সময়ে বাধা না পাইলে সকল বোঝাই তাঁহার নিকটে লঘুভার বোধ হইত,—কিন্তু সে সুযোগ প্রায়ই পাইতেন না। শ্বশ্রূ ও স্বামী বাধা দিতে ক্রুটি করিতেন না। তিনি প্রার্থনা করিতে গিয়াছেন বুঝিলেই স্বামী ঘড়ি ধরিয়া বসিতেন। অর্দ্ধঘণ্টার বেশী দেরী হইলে তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন।

কখনও কখনও তিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্য হইতে একটিমাত্র ঘণ্টার ছুটি স্বামীর নিকটে ভিক্ষা করিতেন। পৃথিবীর আমোদ আহ্লাদে কাটাইবার জন্য এই সময় চাহিতেছেন জানিলে তিনি, যতদূর সম্ভব অনুমতি দিতেন। কিন্তু পত্নীকে তিনি জানিতেন, কাজেই ম্যাডাম গেয়োঁর প্রার্থনা অপূর্ণ থাকিয়া যাইত।

তিনি বলিয়াছেন—"আমি অবশ্য স্বীকার করিব যে ধর্ম্মসম্বন্ধে আমার অপূর্ণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জন্য আমাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইত। প্রায়ই আমি আমার অর্দ্ধঘণ্টা অতিক্রম করিয়া ফেলিতাম আমার স্বামী রুষ্ট হইতেন—তাহার জন্য আমাকে কষ্ট পাইতে হইত।" শাসনের এই পাষাণ প্রাচীরকে ঈশ্বরের বিধান বলিয়া কেন

আনন্দে গ্রহণ করিতে পারেন নাই তাহা ভাবিয়া তিনি পরে আক্ষেপ করিয়াছেন।—"কত মাস কত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে পর ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে আমার অন্তরমধ্যে তাঁহার মন্দির রচনা করিলেন। সেই পবিত্র নিভৃতস্থানে আমি প্রার্থনা করিতে শিখিলাম। সেই সময় হইতে আমি আর বাহিরে যাইতাম না।"

ঈশ্বরের ইচ্ছা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া স্বামীর ও পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যে বহু ত্রুটি হইয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি মনে করিয়াছেন। পারিবারিক কোন সমস্যা মীমাংসার আবশ্যক হইলে পরিবারের সকলেই সে বিষয় মনে রাখিতেন, চিন্তা করিতেন, কথা কহিতেন। কিন্তু ম্যাডাম গেয়োঁর হৃদয় এতই পূর্ণ যে প্রিয়চিন্তা ব্যতীত আর কোন চিন্তাই সেখানে স্থান পাইত না। পুনরায় প্রশ্ন উঠিলে দেখা যাইত তিনি সে বিষয়ে কিছু জানেনই না। এই অবহেলার জন্য পরে তাঁহাকে তীব্র বেদনা অনুভব করিতে হইয়াছে।

ফ্রান্সিস্‌,ডি,লা কোঁব্ (Francis de la Combe) এর জীবনধারা এই সময় আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল। জেনেভা (Geneva) হ্রদ তীরবর্ত্তী টোনোঁ (Thonon) নগরে এই মহাপ্রাণ পুরুষের জন্মহয়। তিনি প্রথম জীবন হইতেই ধর্ম্মানুরাগী ব্যাকুল আত্মা ছিলেন। শিক্ষা তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভাকে উন্নততর করিয়াছিল। ঈশ্বরের কার্য্যে ইনি আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

১৬৭১ সালের জুন কিংবা জুলাই মাসে লা কোঁব্ ম্যাডাম গেয়োঁর ভ্রাতা ফাদার লা মোথ্ (Father La mothe) এর নিকট হইতে এক খানি পত্র লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফাদার লা মোথ্ পত্রে এই যুবককে বিশেষ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে ভগিনীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আলাপ পরিচয় বাড়াইবার স্পৃহা তখন ম্যাডাম

গেয়োঁর ছিল না। শুধু ভ্রাতার অনুরোধ রক্ষার্থে তিনি লা কোঁব্‌ এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধেই ইঁহাদের কথাবার্ত্তা হইল। ম্যাডাম গেয়োঁ বুঝিলেন যে ইনি পিপাসু, কিন্তু ধর্ম্মের অন্তঃপুরে ইনি প্রবেশ লাভ করিয়াছেন, না এখনও শুধু অন্বেষণ করিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। এই একটি অনুকূল আত্মাকে তাঁহার পথে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিতে ঈশ্বর ম্যাডাম গেয়োঁর কোন সহকারিতা গ্রহণ করেন কি না এই প্রতীক্ষায় তিনি উন্মুখ হইয়া রহিলেন।

লা কোঁব্‌ চলিয়া গেলেন, কিন্তু তৃষ্ণা তৃপ্ত হইল না। আরও দেখিবার, আরও শুনিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে আবার টানিয়া আনিল।

"ঈশ্বরকে লাভ করিবার পথ বাহিরে নহে, অন্তরে"—সেই দিন ম্যাডাম গেয়োঁ এই বিষয়ে কথা কহিলেন। লা কোঁব্‌ তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এই রমণী এমন কিছু পাইয়াছেন যাহার অভাবে তাঁহার নিজের হৃদয় হইতে শূন্যতার হাহাকার উঠিতেছে।

ম্যাডাম গেয়োঁর কথাগুলি তাঁহার মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইল। তিনি বারংবার স্বীকার করিয়াছেন যে সেইদিন হইতে তিনি আর এক জীবন লাভ করিলেন। ঈশ্বরের চরণে আপনাকে নিঃশেষে দান করিবার সংকল্প সেইস্থানে সেইমুহূর্ত্তেই তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। ম্যাডাম গেয়োঁও নিঃসন্দেহে বুঝিলেন, একটি অকৃত্রিম হৃদয় তাঁহার প্রভুর চরণে স্থির প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

ম্যাডাম গেয়োঁ বলিয়াছেন যে এইবার তাঁহার স্বামীর সহিত লা কোঁব্‌(La Combe)এর বেশ আলাপ হইয়া গেল। লা কোঁব্‌ যে শুধু

বুদ্ধিপ্রতিভাশালী ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার হৃদয় উচ্চ, মন উদার ছিল। তিনি দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার কথাবার্ত্তার মধ্যে সহজ প্রবাহ, সরল সৌন্দর্য্য ও তেজস্বিতা ছিল, সুতরাং ম্যাডাম গেয়োঁর স্বামীর নিকটে তাঁহার সঙ্গ প্রীতিকরই হইয়াছিল।

আর একবার প্যারিতে যাওয়া প্রয়োজন হইল। প্যারিতে সেই প্রলোভন সেই কোলাহল পূর্ব্বের ন্যায়ই বর্ত্তমান, কিন্তু ম্যাডাম গেয়োঁ আর পূর্ব্বের ন্যায় নাই। সেই সকল ক্ষুদ্রতা তাঁহাকে যে স্পর্শ করিবে এমন শক্তি আব তাহাদের নাই। তিনি এখন অনেক উর্দ্ধে, বিলাস-মলিনা প্যারি নগরীকে ভয় করিবার এখন আর তাঁহার কিছু নাই।

মিলনের মৌন-শান্তিতে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ। এই সময়ের কথা তিনি বলিযাছেন—"আমি প্রকৃতভাবেই বলিতে পারিতাম আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

তাঁহার জীবন এখন হইতে প্রলোভন সংগ্রাম বিবর্জ্জিত হইয়া চলিল এমন মনে করিলে ভুল করা হইবে। বশীকৃত বাসনা সুযোগ পাইলেই মাথা তুলিয়া উঠিত। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় তিনি সে সমুদয় জয় করিতে পারিতেন।

১২

১৬৭১ খৃষ্টাব্দ কাটিয়া গেল। ম্যাডাম গেয়োঁর জন্য নূতন আঘাত, নূতন বেদনা অপেক্ষা করিতেছিল। একদিন সংবাদ পাইলেন পিতা অত্যন্ত পীড়িত। তৎক্ষণাৎ পিতাকে দেখিবার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন, কিন্তু গিয়া তাঁহার মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন।

তাঁহার একমাত্র কন্যার বয়স এখন তিন বৎসর। এই বালিকা যেমন অতুল সৌন্দর্য্য লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিল তাহার অন্তরটিও

সেইরূপ সুকোমল ছিল। শিশুবয়সেই ধর্ম্মের প্রতি তাহার এক আশ্চর্য্য আকর্ষণ ছিল। মাতা যখন প্রার্থনা করিতেন, শিশুও তাঁহার পার্শ্বে প্রার্থনা করিতে বসিত। কখনও যদি ম্যাডাম গেয়োঁ তাহাকে ছাড়িয়া একাকী প্রার্থনা করিতেন, সে আকুল হইয়া ক্রন্দন করিত।

মাতাকন্যা যখন বিরলে থাকিতেন, গভীর চিন্তায় মাতার চক্ষু মুদিত হইয়া আসিত। কন্যা তখন মাতার কর্ণে বলিত - 'তুমি কি ঘুমাইতেছ?' তাহার পর বলিত—'না, তুমি প্রার্থনা করিতেছ।' অমনই মাতার পার্শ্বে ক্ষুদ্র জানু নত করিয়া শিশু প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিত। এই ধর্ম্মপ্রিয়তার জন্য তাহাকে পিতামহীর ভৎর্সনা শুনিতে হইত।

পিতার আদরের ধন, মাতার সান্ত্বনা এই বালিকা ১৬৭২ অব্দের জুলাই মাসে চলিয়া গেল।

সেণ্ট জেনেবিব (St. Genevieve) সংসারমরুতে তাঁহার আশ্রয়তরু-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার পরামর্শে ম্যাডাম গেয়োঁ আরাধ্য দেবতার সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। বিবাহ-পদ্ধতি এইরূপ -

"যীশুকে আমি আমার বলিয়া গ্রহণ করিলাম। তাঁহাকে পতি-রূপে বরণ করিতে অঙ্গীকার করিতেছি। অযোগ্যা হইলেও আমি আমাকে তাঁহার পত্নীরূপে সমর্পণ করিলাম। এই আধ্যাত্মিক বিবাহে তাঁহার নিকটে এই ভিক্ষা চাই যেন আমি তাঁহার সহিত এক হৃদয় হইতে পারি। আমি আমার বিবাহ-যৌতুকের অংশরূপে তাঁহার প্রলোভন সংগ্রাম দুঃখ ও লাঞ্ছনা গ্রহণ করিতেছি।

Jeanne M. B de La Mothe Guyon"

এইরূপে তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইবার পথের চারিদিকে কণ্টক রোপণ করিয়া দিতেছিলেন।

পরম হিতার্থিনী এই নারীও বিদায় গ্রহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। ম্যাডাম গেয়ঁার হৃদয়ে আঘাত লাগিল। মৃত্যুসময়ে এ জীবনের শেষ দেখা করিয়া লইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার আরও ক্ষোভ রহিল। সেণ্ট্ জেনেবিব্ও তাঁহার কথা বলিয়াই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন।

দুঃখের সময় তাঁহার সাক্ষাৎ যদি নাও মিলিত তথাপি তাঁহার চিন্তাই ম্যাডাম গেয়ঁাকে সাহায্য করিত। পরীক্ষায় পতিত হইলেই তিনি ভাবিতেন—এমন অবস্থায় সেণ্ট্ জেনেবিব্ কি করিতেন—আর তখন তাঁহার পথও তাঁহার সম্মুখে আলোকিত হইয়া উঠিত। তাঁহার শেষ পরামর্শ, শেষ উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিলেন না—এ আক্ষেপ ম্যাডাম গেয়ঁার প্রাণে রহিয়া গিয়াছিল। সাধ্বী সেণ্ট্ জেনেবিব্এর মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতেই তিনি বুঝিতেছিলেন যে ইঁহার জন্যই তিনি ঈশ্বরের উপরে পূর্ণ নির্ভর স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। বুঝিয়াছিলেন—"তাঁহার প্রতি আমার আকর্ষণ ও নির্ভর এত বেশী যে তাঁহা হইতে বঞ্চিত হওয়াই আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইবে।" মঙ্গলকর হইলেও আঘাত একটুও কম হয় নাই।

একবার তিনি স্বামীর সহিত ভ্রমণ করিতেছিলেন। এই ভ্রমণে তাঁহার বিশ্বাস বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়াছিল। নদীর তীরে বালুকারাশির মধ্যে তাঁহাদের গাড়ীর চাকা প্রোথিত হইয়া গেল। ভীত হইয়া সকলেই গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িলেন, কিন্তু "ঈশ্বর আমার চিন্তাকে এমন করিয়াই অধিকার করিয়াছিলেন যে বিপদ ঘটিয়াছে এ ধারণাই আমার মনে হয় নাই। যাঁহার প্রতি আমার মন নিবদ্ধ ছিল তিনিই আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। আমাকে এ বিষয়ে কোন চিন্তাই করিতে হয় নাই। ইহা সত্য যে

জলমগ্ন হইবার চিন্তা আমার মনকে ছুঁইয়া চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমার স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা হইলে তাহাই হউক ইহাতে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ও ইচ্ছুক—এই ভাব ব্যতীত সে চিন্তা আমার মনে আর কোনও ভাবের উদয় করিতে পারে নাই।"

বিপদের সম্মুখে এইরূপ নিশ্চিন্ত আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিতে পারেন। তাহার উত্তরে ম্যাডাম গেয়োঁ বলিতেছেন—"ইহা বলিতে আমি বাধ্য যে নিজের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করা অপেক্ষা ঈশ্বরের বিধানে শান্তভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বিনষ্ট হওয়াই শ্রেয়ঃ। কিন্তু--আমি কি বলিতেছি? ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিলে বিনাশ যে অসম্ভব। বিশ্বাসই মুক্তি। প্রত্যেক বিষয়ে ঈশ্বরের নিকট ঋণী থাকা ইহাই আমার সুখ, আমার আনন্দ। এই অবস্থায়, যে পরীক্ষা আমার নিকটে প্রেরণ করা ঈশ্বর উচিত বোধ করেন তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আমি পারি না।"

১৩

১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার চতুর্থ সন্তান—একটি পুত্র -জন্মগ্রহণ করে; ঈশ্বরপ্রাণা মাতার পবিত্র হৃদয়ের অসীম স্নেহলাভের যোগ্যতা লইয়া এই শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই সময়ে ম্যাডাম গেয়োঁর অন্তরও বিশেষ উন্নত ও দৃঢ় হইয়াছিল।

দুঃখে ভারাক্রান্ত হইয়া একদিন তিনি বিশেষ কোন মানুষের সাহায্য আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। উপদেশ দান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ম্যাডাম গেয়োঁ তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন। পত্র প্রেরণ করিবার পর বুঝিলেন কাজটি অন্যায় হইয়াছে। তাঁহার অন্তরে ধ্বনিত হইল—"তুমি আরাম অন্বেষণ করিতেছ? প্রভুর প্রদত্ত

ভারবহন করিতে তুমি কি অনিচ্ছুক ?—ভার গুরু হইলেই কি তাহা নামাইয়া রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইবে ?"

ম্যাডাম গেয়োঁ বলিয়াছেন, "মনের এই অবস্থায় আমি আমার অনুরোধ প্রত্যাহার করিয়া আর একখানি পত্র লিখিলাম। আমি লিখিলাম যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও বিধানের প্রতি সমুচিত লক্ষ্য না রাখিয়াই প্রথম পত্রখানি লিখিয়াছিলাম বলিয়া আমার ভয় হইতেছে। স্বার্থপর স্বভাবের দুর্ব্বল আশঙ্কা হইতেই ঐ পত্রের উৎপত্তি। ঈশ্বরের নিকটে বিশ্বাসী হওয়া যে কি তাহা তিনি জানেন, সুতরাং এই আশা আমি করিয়াছিলাম যে আমার এই অকপট ব্যবহারে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন না। ধার্ম্মিকরূপে তাঁহার উচ্চ প্রশংসা শুনিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে, আমার মনের ভাব তিনি বুঝিবেন এবং যে ভাব হইতে দ্বিতীয় পত্রখানি লিখিত হইতেছে, তিনিও সেই ভাবেই ইহাকে গ্রহণ করিবেন।"

পত্রখানি পাইয়া সেই ব্যক্তি নিজকে অপমানিত মনে করিলেন এবং এজন্য আক্রোশও অনুভব করিয়াছিলেন।

১৮

১৬৭৪ অব্দে তিনি যে অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছিলেন তাহাকে মহা দুঃখের অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মনে হইল আনন্দের স্বর্গলোক হইতে যেন তিনি পৃথিবীতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। জীবনকে মহাশূন্য বোধ হইতে লাগিল : এমন অন্ধকার তাঁহার জীবনে আর কখনও আসে নাই।

পূর্ব্বে যে আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ থাকিত, ভগবান তাহা কাড়িয়া লইলেন। বিশ্বাসের শান্তি ব্যতীত অপর কোন আনন্দ রহিল না। মন কিন্তু আনন্দের জন্য লুব্ধ, কেবলমাত্র বিশ্বাস করিয়া সে তুষ্ট

৪—

থাকিতে চায়না। তাই ম্যাডাম গেয়োঁ আপনাকে মহাদুঃখী মনে করিতে লাগিলেন।

এই আনন্দ-বঞ্চিত অবস্থাকে তিনি ঈশ্বরের করুণা-বঞ্চিত অবস্থা বলিয়া ভুল করিলেন। তাঁহার মনে হইল ঈশ্বর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহা হইলে, তাঁহার আর কি রহিল? তিনি যে একেবারেই কাঙ্গাল হইয়া পড়িলেন। এই তীব্র দৈন্যবোধ তাঁহার হৃদয়কে বিক্ষত করিয়া তুলিল।

আনন্দ অনুভব করা আর ঈশ্বরকে লাভ করা তো এক নহে। অনেক সময়ে আনন্দের আলোকে আমরা আনন্দদাতাকে স্পষ্ট দেখিতে পাই না, দাতা অপেক্ষা দানকে উচ্চ আসনে বসাই, প্রসাদের সম্মানরক্ষার ব্যস্ততায় জগন্নাথকে ভুলিয়া যাই।

ঈশ্বরের ইচ্ছাকে তিনি ভাল বাসিতেন—তাঁহার পক্ষে ইহা সময়ে সময়ে কঠোর কষ্টদায়ক হইলেও ভালবাসিতেন। সে ইচ্ছার নিকটে আপনাকে নত করিয়া দিয়া তাহার মন সান্ত্বনায় ভরিয়া উঠিত। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিতে যদি গভীর বেদনা সহিতে হয়, এবং বেদনা সহিয়া সে ইচ্ছা পালন করিবার পুরস্কার স্বরূপ শান্তির একটি ধারাও যদি অন্তরে নামিয়া না আসে তাহা হইলেও কি তিনি সেই ইচ্ছাকে ভালবাসিবেন? এই প্রশ্নের উত্তর তাঁহাকে দিতে হইবে।

তিনি বলিয়াছেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিয়া যখন আনন্দ পাওয়া না যায় তখন তাহা শুষ্ক কর্ত্তব্য পালনমাত্র হইয়া যায়, কিন্তু তাহা নিষ্ফল নহে। বিষাদ, শুষ্কতা যাহা কিছু আসে সকলই যে কল্যাণের জন্য, ঈশ্বর যে অবস্থায় রাখিয়াছেন তাহা অপেক্ষা ভাল অবস্থা যে হইতে পারিত না ইহা অনুভব করিতে না পারাই তো

দুঃখ। তাঁহার হস্তে নিঃসহায়ভাবে আপনাকে ছাড়িয়া দেওয়াই আনন্দ।

কিন্তু তখন তাঁহার মনে হইল যে তিনি সকলি হারাইয়াছেন। এ পথে পূর্ব্ববর্ত্তিগণের পদচিহ্ন তিনি পরম আগ্রহে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিলেন, অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের উপদেশ ভিক্ষা করিলেন।

হিতৈষিণী জেনেবিব্ গ্র্যাঞ্জার (Genevieve Granger) এর কথায় তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে মসিয়ার বারটোকে (Monsieur Bertot) আপনার স্পিরিচুয়াল ডিরেক্টর (Spiritual director) নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য তিনি প্যারি যাত্রা করিলেন। সকল কথা শুনিয়া তাঁহার ডিরেক্টার তাঁহাকে ধর্ম্ম-নিয়মসমূহ পালন ও ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ করিতে উপদেশ দিলেন—তাঁহার মনে বোধ হয় এই ধারণা ছিল যে ম্যাডাম গেয়োঁ ধর্ম্ম জগতের বাহিরের লোক, ধর্ম্মের সহিত তাঁহার কোন পরিচয়ই নাই।

এ বিধি যে তাঁহার পক্ষে খাটেনা ম্যাডাম গেয়োঁ তাহা তাঁহাকে জানাইলেন। বারটো (Bertot) মনে করিলেন অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহার ডিরেক্টার হইলে বুঝি অধিকতর সফলতা লাভ হইত। আপন ডিরেক্টার পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তিনি ম্যাডাম গেয়োঁকে পত্র লিখিলেন। বারটো (Bertot) এর উপরে ম্যাডাম গেয়োঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাঁহার মুখে একথা শুনিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি বলিয়াছেন—"আমি অপরাধী হইয়াছি সে কথা যে ঈশ্বর তাঁহার নিকটে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ রহিল না, আর আমি অন্তরের একাকিত্বের মধ্যে থাকিয়া যে এই ঘোর দুঃখ পাইতেছি, ইহাকে তিনি যে আমার অপরাধের এক বিশেষ চিহ্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহাতেও আমার সন্দেহ রহিল না।"

তাঁহার পূর্ব্বের কোন কোন বন্ধু তাঁহার বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইলেন। চতুর্দ্দিকে তাঁহার নিন্দা রটিত হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল তিনি এ সমুদয় নিন্দারই উপযুক্ত। তাঁহার প্রভু তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন অন্যের স্তুতিনিন্দা এখন আর তাঁহার কি করিতে পারে ?

"অপরের সদ্‌গুণের প্রতি আমি শ্রদ্ধার সহিত দৃষ্টিপাত করিতাম। চারিদিকে সকলের মধ্যেই আমি অল্পাধিক পরিমাণে সদ্‌গুণ দেখিতাম, কিন্তু আমার দুঃখের আবিলতায় নিজের মধ্যে আমি কোন গুণ দেখিতে পাইতাম না। কেহ একটি সদয় বাক্য বলিলে, বিশেষতঃ, কেহ কখনও আমার প্রশংসা করিলে আমি গভীর আঘাত পাইতাম। আমি নিজের মনে বলিতাম—'আমার দুঃখের কথা ইঁহারা কিছুই জানেন না, যে অবস্থা হইতে আমি পতিত হইয়াছি, তাহা ইঁহারা অতি অল্পই জানেন। পক্ষান্তরে, কেহ যখন আমাকে তিরস্কার করিতেন, অপরাধী বলিতেন তখন তাহা ঠিক ও ন্যায্য বলিয়া আমি স্বীকার করিতাম।"

বাহিরের কোন কার্য্যে তাঁহার গুণের পরিচয় যদি প্রকাশ হইয়া পড়িত, তাঁহার বিবেক তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রতারক বলিয়া ধিক্কার দিত।

তাঁহার বিরুদ্ধে যে সব কথার প্রচার হইতেছিল তাহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কোন বন্ধু পত্র লিখিলেন। সে সব বিষয়ে তিনি যে নির্দ্দোষ তাহা ম্যাডাম গেয়োঁ জানিতেন, কিন্তু তাঁহার সমর্থন করিবার প্রবৃত্তি নিস্তেজ, নিঃসাড় হইয়া পড়িয়াছিল, স্বপক্ষে কিছু বলিবার কোন আগ্রহই তাঁহার হৃদয় অনুভব করিল না।

দারুণ অবসাদের মধ্যে একদিন নিউ টেষ্টমেণ্ট (New Testa-

ment) এর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া তিনি এই কটি কথা পাইলেন —"আমার দয়াই তোমার পক্ষে যথেষ্ট, কারণ দুর্ব্বলতাতেই আমার বল পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।"

তাঁহার গুরু সেই সাধু সন্ন্যাসীও তাঁহার ধর্ম্মজীবনের এই পরিবর্ত্তনে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পত্র লিখিলেন। তাঁহার ভগ্নহৃদয় কি আঘাতই পাইল। অন্যস্থান হইতেও এইরূপ পত্র পাইলেন। ম্যাডাম গেয়োঁ বলিয়াছেন, তাঁহার দুঃখের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্য এই যে আয়োজন—ইহা যে পরমেশ্বরেরই আদেশে হইতেছে ইহাতে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। বন্ধুগণ তাঁহার তত্ত্বগ্রহণের জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন এজন্য তিনি ইঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিলেন এবং তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলেন। এই সকল ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিগণের নিকট হইতে এইরূপ বিরুদ্ধ ব্যবহার তাঁহার পক্ষে মর্ম্মান্তিক হইয়াছিল, "কিন্তু এ দুঃখ অপেক্ষাও গুরুতর দুঃখ আমার ছিল। তাহার তুলনায় এ দুঃখ কিছুই নহে—ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করিয়াছি এই চিন্তায় যে গভীর দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম তাহারই কথা বলিতেছি।"

১৫

অন্তর যখন এইরূপ অন্ধকার সমাচ্ছন্ন, সেই সময় তাঁহার স্বামীর পীড়া সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। বুঝা গেল—অন্তিমকাল নিকটে।

নারীজনোচিত ধৈর্য্যে আপনার ব্যথা লুকাইয়া ম্যাডাম গেয়োঁ সেবায় লাগিয়া গেলেন। তিনি অনুভব করিলেন যে এখন এমন সময় উপস্থিত যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন ব্যবধান আসিতে দেওয়া যাইতে পারে না। তাঁহাদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইতে আর এখন পারে না—স্বামীর মাতাও নহেন। দৃঢ়তার সহিত পূর্ণ

অধিকারে তিনি স্বস্থানে শুভপ্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। এখন যে মিলনের সময়! হৃদয়কে মুক্তালোকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে অমিল কোন জায়গায়। মহাবিদায়ের পূর্ব্বে চিরমিলনে সম্মিলিত হইবার অবসর আর তো ঘটিবে না। মিলিতজীবনের আর যে কয়টি দিন ইহজন্মে অবশিষ্ট আছে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। এই সংকল্প লইয়া আপনাদের অমিলনের বিষয়গুলি একটি একটি করিয়া তিনি স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত করিতে লাগিলেন। কারণ তাঁহাদের তো শুধুই পতিপত্নীর সম্পর্ক নহে, তাঁহারা যে দুইটি আত্মা, ঈশ্বরের দুই সন্তান।

স্বামীর প্রকৃতিতে ভালবাসা ও ঘৃণা দুইই অত্যন্ত প্রবল ছিল। অকস্মাৎ তাঁহার মনের ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত। তাঁহার নিকট হইতে নিষ্ঠুর ব্যবহারলাভ সত্ত্বেও ম্যাডাম গেয়োঁ বলিয়াছেন—"তিনি আমাকে খুব ভাল বাসিতেন। আমি পীড়িত হইলে তিনি সান্ত্বনাবিহীন হইয়া পড়িতেন।" তিনি বলিয়াছেন যে কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে অপ্রিয় কথা বলিলে স্বামী তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন ও অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। মনের সুস্থ অবস্থায় তিনি পত্নীর প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করিতেন, তাঁহারজন্য আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন এবং আপনার নির্দ্দয় ব্যবহারে অনুতপ্ত হইয়া ত্রুটিস্বীকার করিতেন। সে সময় পত্নী ব্যতীত আর কাহারও সাহচর্য্য তাঁহার বাঞ্ছনীয় বোধ হইত না। তিনিও বলিয়াছেন যে পত্নীর বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনিতে না হইলে তাঁহার জীবন আরও সুখকর হইতে পারিত এবং পত্নীও অধিকতর সুখী হইতে পারিতেন।

এ সকল কথা কহিয়া ম্যাডাম গেয়োঁ বলিয়াছেন, "দোষ তাঁহার নিঃসন্দেহ ছিল। আর আমার মনে হয় অধিকাংশ পুরুষ চরিত্রেই

কতকগুলি ত্রুটি, অসঙ্গত কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু নিষ্ঠুরভাবে বাধা না দিয়া, তাঁহাদিগকে এই সমুদয় বিষয়ে উত্যক্ত না করিয়া শান্তভাবে সহ্য করাই নারীর কর্ত্তব্য।"

স্বামিহৃদয়ে তাঁহার প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ থাকিলেও তাঁহাদের হৃদয়ের মিলন হইয়াছিল এমন কথা বলা যায় না। তাহার প্রধান অন্তরায় ছিল তাঁহাদের লক্ষ্যের বিভিন্নতা। একজনের লক্ষ্য ঈশ্বর, অপরের লক্ষ্য ছিল সংসার। এক জন ধর্ম্মকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন ও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আর একজন ধর্ম্মকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিলেও জীবনে তাহার অভিজ্ঞতা লাভ কিছুই হয় নাই।

শেষ অবস্থায় একদিন স্বামীর শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া ম্যাডাম গেয়োঁ বলিলেন যে, হয়তো এমন কাজ তিনি অনেক করিয়াছেন যাহা তাঁহার বিরক্তির কারণ হইয়াছে। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া তিনি কখনও স্বামীর মনে কষ্ট দেন নাই। সকল ত্রুটি অপরাধের জন্য তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার স্বামী সদ্য নিদ্রা হইতে উঠিয়াছিলেন। গভীর আবেগচিহ্ন তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "অন্যায় তোমার অপেক্ষা আমিই বেশী করিয়াছি। ক্ষমা চাহিতে হইবে আমাকেই। তোমায় লাভ করিবার যোগ্যতা আমার ছিল না।"

মৃত্যু তাঁহার দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছিল, পূর্ব্বে যাহা দেখিতে পান নাই এখন তাহা দেখিতে পাইলেন। এতদিন ধরিয়া তাঁহাদের শান্তিহরণ করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র চলিয়া আসিয়াছে তাহা তাঁহার মরণোন্মুখ চক্ষের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তিনি বুঝিলেন স্বামীস্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের দূরতা সৃষ্টি করিতে যে চেষ্টা করে তাহার ন্যায় শত্রু আর নাই।

শেষদিনকয়টি স্বামীর শিয়রে জাগিবার সুযোগ ম্যাডাম গেয়োঁ লাভ করিয়াছিলেন। শেষ চব্বিশদিন তিনি প্রায় স্বামীর শয্যাপ্রান্ত ত্যাগ করিয়া উঠেন নাই। শুধু শরীরের সেবা তিনি করিতেন তাহা নহে, আত্মার সেবাও অক্লান্ত যত্নে করিতেছিলেন। এ সব তিনি করিতেছিলেন—যখন তাঁহার নিজের হৃদয় গভীর ভয় এবং দুঃখে কাঁপিয়া মরিতেছিল।

ম্যাডাম গেয়োঁর প্রার্থনা, সমবেদনা ও সেবা এই মুমূর্ষু যাত্রীর হৃদয়ে কি মহাআশা ও আশ্বাস দান করিয়াছিল, কে বলিবে? সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে মৃত্যুশয্যায় এমন সঙ্গ লাভ করে!

সংসার যখন চারিদিক হইতে অন্ধকার হইয়া আসিল ধর্ম্মের স্নিগ্ধ আলোক তখন হৃদয়ে সান্ত্বনা পাত করিল। ধীরভাবে রোগ যাতনা সহিয়া স্বামী বেশ শান্তভাবে চলিয়া গেলেন। তাঁহার মৃত্যুদিন ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দের ২১ এ জুলাই।

অন্তরে বাহিরে কি ঝড়ই উঠিয়াছে! কয়েকবৎসরের মধ্যে কতশোক ম্যাডাম গেয়োঁকে সহিতে হইল! তাঁহার হৃদয়ের ন্যায় চেতনাবান, আবেগবান হৃদয়ের পক্ষে কি কঠোর আঘাত। কোন্ কন্যা তাঁহা অপেক্ষা পরিপূর্ণ হৃদয়ে পিতামাতাকে ভক্তি ভালবাসা দান করিয়াছেন? কোন্ পত্নী দাম্পত্যজীবনের দায়িত্ব এমন গভীর ভাবে অনুভব করিয়াছেন? সন্তানপ্রেমে তাঁহার অপেক্ষা কোমলতর হৃদয়ের অধিকারিণী কোন্ জননী? কিন্তু সকলেই একে একে তাঁহাকে একাকী রাখিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি অশ্রুপাত করিলেন, কিন্তু অনুযোগ করিলেন কি?

অনুযোগ করিবেন কি করিয়া? যে হস্ত আঘাত করিতেছে তাহার নিকটে তাঁহার মস্তক যে বাধ্যতায় চির অবনত! ঈশ্বরের

যাহা ইচ্ছা তাহা তো হইবেই, শত অভিযোগেও তাহার একবিন্দুর পরিবর্ত্তন হইবে না, সুতরাং তাহা মানিয়া লওয়াই শ্রেয়ঃ—তাঁহার আত্মসমর্পণ এই প্রকার ভাবপ্রসূত নহে। আনন্দে তিনি হৃদয় দান করিয়াছিলেন। সে বাধ্যতার কারণ হতাশবিরক্তি নহে।

বারবৎসর চার মাস বিবাহিত জীবন যাপনের পর আটাশ বৎসর বয়সে তিনি বিধবা হইলেন। এখন তাঁহার তিনটি সন্তান বর্ত্তমান—দুইপুত্র, এক কন্যা। পিতার মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে কন্যাটির জন্ম হইয়াছিল।

এখন কি করিতে হইবে তাহারই আদেশ প্রতীক্ষায় তিনি বিনম্র হৃদয়ে তাঁহার প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল আপনাকে একেবারে ধর্ম্মের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু, তিনি জানিতেন, সন্তানদের প্রতি কর্ত্তব্য তাঁহার সর্ব্বাগ্রে।

স্বামীর দীর্ঘকালব্যাপী অসুস্থতায় বিষয় সম্পত্তি অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়িয়াছিল। ম্যাডাম গেয়োঁকে সে সকল দেখিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইল। এ সব বিষয়ে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না, কিন্তু অগতির গতি যিনি তিনিই সহায় হইলেন।

তাহার স্বামীর জীবিতাবস্থায় প্রতিবেশী কয়েকব্যক্তির মধ্যে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। বিচারালয়ে যাইবার অগ্রে তাঁহারা মীমাংসার জন্য বিষয়টি তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। অন্যূন বাইশজন ব্যক্তি ইহার মধ্যে জড়িত ছিলেন। তাহাতে বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল। একাকী এ বিবাদের মীমাংসা করা সহজ নহে বলিয়া ম্যাডাম গেয়োঁর স্বামী সাহায্যার্থ আইনাভিজ্ঞ কয়েকজন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। এমন সময় তাঁহার মৃত্যু হইল।

ম্যাডাম গেয়োঁ তখন কাগজ পত্র প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহাবা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। বিষয়টির মীমাংসা না হইলে অত্যন্ত ক্ষতির আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা ম্যাডাম গেয়োঁকেই তাঁহার স্বামীর স্থান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। এমন অসম্ভব কথা অন্য সময় হইলে তিনি মনেও আনিতে পারিতেন না—কিন্তু এখন তাঁহারা বিপন্ন—এ ভার গ্রহণ করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে কি? তিনি লিখিয়া গিয়াছেন "বিষয়টি আমি ঈশ্বরের সম্মুখে রাখিলাম, এবং তাঁহার শক্তি ও জ্ঞানের উপরে নির্ভর করিয়া অনুভব করিলাম যে চেষ্টা করিয়া দেখাই আমার কর্ত্তব্য"

অনন্যকর্ম্মা হইয়া এই কাজ লইয়া তিনি আপনাকে গৃহের মধ্যে আবদ্ধ করিলেন। বিষয়টি বুঝিয়া লইতে ত্রিশদিনের দরকার হইয়াছিল। অবশেষে পরীক্ষা শেষ করিয়া আপনার মত তিনি লিপিবদ্ধ করিলেন। বিবাদটি এমন সুন্দররূপে মীমাংসিত হইয়াছিল যে সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন এবং চতুর্দ্দিকে তাঁহার ক্ষমতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। ম্যাডাম গেয়োঁ বলিতেছেন—"ইহাতে আমার প্রভুরই হস্ত ছিল। আমাকে জ্ঞানদান করিয়াছিলেন তিনিই। এইরূপ কার্য্য সম্বন্ধে আমি এত অনভিজ্ঞ ছিলাম ও আছি যে এ বিষয়ে কেহ কথা কহিলে আমার নিকটে তাহা আরবী ভাষার ন্যায় বোধ হয়।"

পরের কয় বৎসর তাঁহার জীবন বিরলে পরিবারের মধ্যে কাটিয়া গেল। তাঁহার অন্তরের একাকিত্ব এখনও দূর হয় নাই। এ দীর্ঘ অন্ধকারের বুঝি শেষ নাই, তাঁহার প্রভু আর বুঝি তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন না! তাঁহার মনে হইত ঈশ্বর যদিও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু তিনি কখনও ঈশ্বরকে ছাড়িতে পারিবেন না।

ঈশ্বরের ন্যায়পরতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে তিলমাত্রও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। কেন তিনি ত্যাগ করিবেন না? গ্রহণ করিবার মত আমার কি আছে? সম্ভবতঃ অশ্রুপ্লাবিত হৃদয়ে তিনি এই কথাই ভাবিতেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি শ্বশ্রূমাতার সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী খৃষ্টমাস দিনে শ্বশ্রূর নিকটে আসিযা তিনি বলিলেন, "মা, এইদিনে শান্তির সম্রাট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের মধ্যে শান্তিআনয়নের জন্যই তিনি পৃথিবীতে আসিযাছিলেন। তাঁহার নামে আমি আপনার নিকটে শান্তি ভিক্ষা করিতেছি।" শ্বশ্রূর হৃদয় ইহাতেও বিগলিত হইল না, কিংবা হইয়া থাকিলেও, তিনি তাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন না।

ইহার পর প্রশ্ন উঠিল শ্বশুর আলয় ছাড়িযা তাঁহাকে অন্যত্র গিয়া বাস করিতে হইবে কি না। কোন কোন বন্ধু তাহাই পরামর্শ দিলেন কিন্তু তাঁহার সন্দেহ হইল। ঈশ্বর যে ভার বহিতে দিয়াছেন তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইতেছেন না তো? তিনি শঙ্কিত হইলেন। ঈশ্বরই নিজের সময নিজের বোঝা নামাইয়া লইলেন। কয়েক সপ্তাহ পরেই, ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দের শীতকালে শ্বশ্রূমাতা জানাইলেন যে "তাঁহারা আর একত্র থাকিতে পারেন না।"

নীরবে তিনি স্বামিগৃহ ছাড়িয়া চলিলেন। সঙ্গে তিনটি সন্তান ও শিশুকন্যার ধাত্রী রহিল। চিরপরিচিত গৃহ ছাড়িবার সময তিনি অশ্রু ফেলিলেন, কিন্তু অনুযোগ করিলেন না।

এইখানে আমরা তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি। তাঁহার কার্য্যের বিচারভার আমাদের উপর নয়। সে বিচার তিনিই করিবেন যাঁহার দৃষ্টি আমাদের সকলের হৃদয়ের দুর্ব্বলতার

প্রতি সমভাবে জাগ্রৎ। বার বৎসরের অধিককাল ধরিয়া যে নারীর জীবন তাঁহার ব্যবহারে দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছিল তিনিও তাঁহার বিচার করিতে ইচ্ছা করেন নাই। ইহাতে তিনি ঈশ্বরের হস্ত দেখিয়া ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন তাঁহার অহঙ্কার ঘুচাইবার জন্যই মঙ্গলবিধাতা এই বিধান করিয়াছেন। অপরের কৃত অমঙ্গলদ্বারা তিনি তাঁহার মঙ্গলসাধন করিলেন এ রহস্য বুঝিতে না পারিলেও তাঁহার বিধানকে তিনি ভক্তি করিতেন—ভালবাসিতেন।

ক্ষুদ্র সংসার গুছাইয়া লইয়া আবার তিনি স্থির হইয়া বসিলেন। *নীরবে একান্তে জীবন কাটিতে লাগিল। তাঁহার প্রভু ব্যতীত অন্য কোন বিষয় দেখিতে বা জানিতে তাঁহার আগ্রহ ছিল না।* দেশের মহারাণী তখন নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন। কত লোকেই তাহাকে দেখিয়া আসিল। কিন্তু রাণীর এমন কোন আকর্ষণ ছিলনা যাহা ম্যাডাম গেয়োঁকে তাঁহার নিভৃত গৃহকোণ হইতে টানিয়া লইতে পারে।

তিনি কোলাহল হইতে বিদায় লইয়াছিলেন কিন্তু কর্ত্তব্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই। আপনার দুঃখশোকে তিনি বিস্মৃত হন নাই যে অপরেরও দুঃখ আছে, শোক আছে। যখন পতিহীনা আপনার দিকে ও পিতৃহীন সন্তানদের দিকে চাহিতেন তখন অপর শত বিধবা ও পিতৃহারার কথা তাঁহার মনে পড়িত। যে রোগক্লিষ্ট, যে হতভাগ্য, এ সংসারে যাহার কোন সহায় নাই তাহাকে আপন গৃহে আনিয়া মাতৃস্নেহে তিনি তাহার সেবা করিতেন।

এখন সন্তানদের শিক্ষার সময় আসিয়াছে। শিশু জীবনে শিক্ষার ত্রুটি হইলে জীবন ব্যাপিয়া কত ক্ষতি সহিতে হয়, আপন অভিজ্ঞতা হইতে তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন, আত্মজীবনীতে তিনি সন্তানশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

নিজেও তিনি শিক্ষায় অগ্রসর হইতেছিলেন। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থই ল্যাটিন ভাষায় লিখিত, তিনি ল্যাটিন শিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই শিক্ষায় পরজীবনে যে কত সুবিধা লাভ হইবে তাহা তখন তাঁহার কল্পনার অতীত ছিল।

জীবন অর্থই সংগ্রাম। যতদিন জীবন ততদিনই পাপের সহিত সংগ্রাম, প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম। সংগ্রামহীন, বিক্ষোভবিহীন জীবন আমরা আশা করিতে পারি না—তাহা আকাঙ্ক্ষার বিষয়ও নহে। তবে শুনিয়াছি এমন অবস্থা আছে যেখানে উপস্থিত হইলে আর সংগ্রাম করিতে হয় না। সেস্থান হইতে পতনের তো সম্ভাবনা নাই ই, উন্নতি আছে—অনন্ত উত্থান। ইহা 'সিদ্ধাবস্থা'। কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে জীবন অর্থ সংগ্রাম।

ম্যাডাম গেয়োঁর জীবন হইতে এখনও পাপের প্রলোভন চলিয়া যায় নাই। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইতে পারে এ চিন্তাও তাঁহাকে ক্লেশ দিত। চতুর্দ্দিকের অন্ধকারে তিনি হতাশ হইলেন। অন্তরে দুঃখের অবসান এখনও হয় নাই। ভগ্নহৃদয়ে তিনি ফ্রান্সিস কোঁবকে (Francis de la Combe) পত্র লিখিলেন। অনুরোধ করিলেন তাঁহার জন্য যেন তিনি প্রার্থনা করেন।

ফাদার কোঁব (Father Combe) তাঁহার অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারিলেন। ঈশ্বরের নিকটে অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া এই দুঃখ আসিয়াছে, ম্যাডাম গেয়োঁর এই বিশ্বাস. কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন অন্য প্রকার। ঈশ্বর তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার এ ধারণাও ভুল। তিনি বলিলেন ত্যাগ তো করেনই নাই, এই দুঃখ দিয়া ঈশ্বর তাঁহাকে আরও বেশী করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ঈশ্বর ব্যতীত যাহাতে অন্য কোন বস্তুর উপরে তাঁহার নির্ভর স্থাপিত না হয় তাহার জন্যই

এই ব্যবস্থা। সেই মহানিষ্ঠুর যে এমন করিয়া সকল আশ্রয় ভাঙ্গিয়া দিতেছেন তাহাতে তাঁহার অসীম প্রেমই দেখা যাইতেছে। এই মত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবার সাধ্য তখন না থাকিলেও ম্যাডাম গেয়োঁর শঙ্কিতচিত্ত ইহাতে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল।

২২এ জুলাই তাঁহার জীবনের বিশেষ স্মরণীয় দিন। বিশ বৎসর বয়সে এই দিনে সাধুর কথা শুনিয়া তাঁহার মহাপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তাই এই দিন তাঁহার নিকট চিরদিনই বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

জুলাই এর মধ্যভাগে তিনি ফাদার কোঁবকে(Father Combe) দ্বিতীয় পত্র লিখিলেন। তাহাতে লিখিলেন যে ২২এ জুলাইর পূর্ব্বে পত্রখানি পেঁছিলে তিনি যেন সেদিন তাঁহার জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করেন। গন্তব্যস্থান বহুদূরে হইলেও ২২এ জুলাইর পূর্ব্বেই পত্র পৌঁছিয়াছিল।

২২এ জুলাই আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ বিশেষ করিয়া প্রার্থনা করিবার দিন। কিন্তু আজ শুধু প্রার্থনারই দিন নহে—প্রাপ্তিরও শুভদিন আজ। আজ আর ভিক্ষা চাহিয়া রিক্তহস্তে ফিরিতে হইল না, দাতা যাহা দিলেন ভিখারীর পাত্র তাহাতে পূর্ণ হইয়া গেল। সাত-বৎসরব্যাপী বিরহ-শুষ্কতার আজ অবসান হইল। এই দীর্ঘকাল কি অন্ধকারই না তাঁহার দৃষ্টিকে আবিল করিয়া রাখিয়াছিল। আজ মুহূর্ত্তেই সমুদয় অপসারিত হইয়া গেল। প্রসাদ আলোকে তিনি দেখিলেন যে এতদিন যাহা ভাবিতেছিলেন তাহা সমস্তই ভুল। তিনি মনে করিতেছিলেন তিনি সকলই হারাইয়াছেন, এখন দেখিলেন ক্ষয় কিছুরই হয় নাই, বরং বৃদ্ধি হইয়াছে। বুঝিলেন, এতদিন যাহাকে বঞ্চনা বলিয়া মনে করিতেছিলেন তাহা বঞ্চনা নহে—করুণা, ক্ষতি নহে প্রাপ্তি।

অন্তরের সকল ক্ষোভ, সমস্ত গ্লানি দূর হইয়া গেল। অবর্ণনীয় শান্তিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। সমস্ত বস্তু প্রকৃত আলোকে তাহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল। অপূর্ব্ব পুলকে তিনি সর্ব্বভূতে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরে সর্ব্বভূত দর্শন করিলেন।

১৭

গভীর শান্তিতে তিনি নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। এখন আর তাঁহার আকাঙ্ক্ষা করিবার কিছু নাই, হারাইবার কিছু নাই, ভয় করিবার কেহ নাই। ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই তাঁহার ইচ্ছা।

জীবনে কোন দুঃখ ছিল না তাহা নহে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, সে সকলের উপরে স্থির শান্তি বিরাজ করিত।

এখন তিনি কি করিবেন? যে ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন তাহা যে যথেষ্ট নহে, তাঁহার যে আরও কাজ করিবার আছে একথা তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছিলেন। একবার মনে হইল আশ্রমবাসিনী সন্ন্যাসিনীগণের নিকটে থাকিয়া তপস্যায় জীবন কাটাইবেন। সেখানে ঈশ্বরসাধনার কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না। জেনেবিব্ গ্র্যাঞ্জার ও আপন সাধ্বী ভগিনীকে এপথের আদর্শ-রূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু তাঁহার মাতার কর্ত্তব্য অসমাপ্ত রহিয়াছে। ভগবান ঠিক সময়েই তাঁহাকে ঠিক কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন ভাবিয়া তিনি স্থির হইয়া রহিলেন।

ক্রমে ঈশ্বরের ইচ্ছা অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে নূতন পথ দেখাইয়া দিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল গৃহ ছাড়িয়া তাঁহাকে দূরে দূরান্তে চলিয়া যাইতে হইবে। প্যারির একজন ধর্ম্ম যাজকও সমুদয় বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিলেন। তাঁহার সহিত কখনও ম্যাডাম গেয়োঁর আলাপ ছিল না। পরেও তাঁহাকে

আর কখনও দেখেন নাই। তাঁহার কথার উত্তরে ম্যাডাম গেয়োঁ বলিলেন যে সন্তানদিগকে সমুচিত শিক্ষাদান ভিন্ন তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের আর কি ইচ্ছা হইতে পারে? তিনি বলিলেন, তাহা আমি জানি না। ঈশ্বর যদি তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহা হইলে পৃথিবীতে এমন কিছুই থাকা উচিত নহে যাহা সে ইচ্ছা পালন করিতে বাধা দেয়। তাহা পালন করিবার জন্য সন্তানও পরিত্যজ্য।

এইবার সকল বাঁধন ছিঁড়িয়া যায় বুঝি। গৃহের মধ্যে তাঁহাকে আর ধরিতেছে না তাই সেই সীমাবদ্ধ আশ্রয়ের শীতল ছায়া হইতে টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে মুক্ত প্রান্তরের তপ্ত রৌদ্রের মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিবার আয়োজন চলিতেছে। তিনি বুঝিলেন ফ্রান্সের পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী জেক্স (Gex) তাঁহাকে যাইতে হইবে ইহাই তাঁহার প্রভুর ইচ্ছা। সেখানে তাঁহার জন্য কার্য্য অপেক্ষা করিতেছে। জেনেভার বিশপ ডারাঁটোঁ (D'Aranthon)র অনুমোদন এবং ফাদার কোঁব্‌এর পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তিনি জেক্স যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। যাত্রার পূর্ব্বে প্যারি ও নিকটস্থ স্থান সমূহে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ম্যাডাম গেয়োঁ সেবার তৃষ্ণা মিটাইয়া লইতে ত্রুটি করিলেন না।

ঠিক হইল পুত্রদ্বয়কে যোগ্যব্যক্তির তত্ত্বাবধানে প্যারিতে রাখিয়া যাইবেন। কন্যা সঙ্গেই থাকিবে। এই খানেই বিশেষ পরীক্ষা। অপরের হস্তে সন্তানের ভার ফেলিয়া চলিয়া যাইতে মাতৃহৃদয় কাতর হইয়া উঠিল, কিন্তু অবশেষে ঈশ্বর প্রেমই জয়লাভ করিল। ঈশ্বর তাঁহাকে বাহিরে ডাকিয়াছেন, সে আহ্বানবাণী তাঁহার কর্ণে আসিয়াছে। আর কি কোন বাঁধন তাঁহাকে ঘরের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে? সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া গেল—তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। যাত্রার পূর্ব্বে অনেক বার দ্বিধা আসিয়াছিল, কিন্তু যাত্রা করিয়া, তিনি যে ঈশ্বরেরই

ইচ্ছা পালন করিতেছেন সে বিষয়ে তাঁহার মনে আর সংশয় মাত্র রহিলনা।

১৯

১৬৮১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্যারি হইতে তিনি যাত্রা করিলেন। বাধা প্রাপ্তির আশঙ্কায তাহাকে যথাসম্ভব গোপনে যাত্রা করিতে হইল। বাধাপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও ছিল। তাঁহাব প্রতি তাঁহার ভ্রাতা লা, মোথ্ এর তেমন সদ্ভাব ছিল না এবং প্যারির আর্চ্চ বিশপের উপরে তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এই আর্চ্চ বিশপ ফ্রান্সের রাজার উপরে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূল্য তখনকার দিনে অল্পই ছিল।

এই সব কারণে ম্যাডাম গেয়োঁ গোপনে সেন নদীবক্ষে নৌকা যোগে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে তাঁহার শিশু কন্যা, সিষ্টার গার্নিয়ে (Sister Garnier) নাম ধারিণী এক ধর্ম্মপ্রাণা রমণী ও তাঁহার দুই দাসী ছিলেন। যে পরিচারিকা তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে ও কারালয়ে আমরণসঙ্গিনী ছিলেন তিনি সম্ভবতঃ এই দুই জনের মধ্যে একজন।

ম্যাডাম গেয়োঁর বয়স এখন ৩৪ বৎসর। গৃহের আশয় তাঁহার লুপ্ত হইয়া গেল। এ যাত্রার পরিণাম যে কি, কোন্ বেদনা সহিতে, কোন্ আনন্দ বহিতে যে তিনি চলিয়াছেন তাহা তিনি জানেন না। তিনি শুধু তাঁহার প্রভুর ডাক শুনিয়াছেন।

নদীবক্ষে তিনি নীরবে ঈশ্বর মনন করিতে লাগিলেন। বিষাদ তাঁহার হৃদয়কে ছায়াছন্ন করিয়া আসিতেছিল। শিশু কন্যা নিকটে বসিয়া লতাপল্লব দিয়া কতকগুলি ক্রস্ রচনা করিয়া মাতার বসনে সংলগ্ন করিয়া দিল। ম্যাডাম গেয়োঁ প্রথমে কন্যার কার্য্য লক্ষ্য করেন নাই, যখন লক্ষ্য করিলেন তখন দেখিলেন যে ক্রস্‌এ তিনি

আচ্ছন্ন। সিষ্টার গার্ণিয়ে বালিকার নিকট ক্রস্ এর অংশ ভিক্ষা করিলেন। বালিকা বলিল—"না, সমস্ত আমার মার জন্য।" সিষ্টার গার্ণিয়ে বালিকার নিকট হইতে একটিমাত্র ক্রস্ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

শিশুর এই আচরণে ম্যাডাম গেয়োঁ ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন যে আহ্বান তাঁহাকে ঘরের বাহির করিয়াছে তাহা তাঁহাকে দুঃখের কণ্টকাকীর্ণ-পথে লইয়া যাইবে। তাঁহার সে পথ সুখকর ও সহজ হইবে না।

ক্ষণকাল পরে বালিকা পত্রপুষ্পেরচিত একটি মুকুট মাতার মস্তকে পরাইয়া দিয়া বলিল—ক্রস্ এর পরে তুমি জয়মুকুট লাভ করিবে।

তীরে বৃক্ষের শ্যামলতা দেখিতে দেখিতে তিনি চলিলেন। কত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, পাখীর কাকলি শোনা যাইতেছে, বৃক্ষতলে গৃহস্থের কুটীর। গৃহকর্ত্তা ওই নদীতীরের পথ দিয়া গৃহে যাইতেছে। ম্যাডাম গেয়োঁর হৃদয় নিঃশ্বাস না ফেলিয়া পারিল না—গৃহ বলিতে তাঁহার আর কিছু নাই—তিনি গৃহহারা। হায়।।

৯০

শুভবাসর ২২এ জুলাই এবার তাঁহার পথের মধ্যে পড়িল। চারি দিক হইতেই এদিনের স্মৃতি তাঁহার নিকটে পুণ্যময়। প্রথম নব-জীবন লাভ এইদিনে, তাঁহার আধ্যাত্মিক বিবাহও এই দিনেই হইয়া-ছিল এবং তাহারপর সাত বৎসরের দীর্ঘ অন্ধকারের পরে এইদিনেই তিনি তাঁহার প্রভুর প্রসন্নমুখ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

২১ এ জুলাই তিনি আঁসিতে (Anneci) অবতরণ করিলেন, ২২এ জুলাই ফ্রান্সি ডি (St. Francis de sales) সাল এর সমাধিক্ষেত্রে যাপন করিলেন।

তাঁহার পূর্ব্বতন ডিরেক্টার ডার্বাটোঁ বারটোর মৃত্যুর পর বিশপ কর্ত্তৃক ফাদার কোঁব্ তাঁহার স্পিরিচুয়াল ডিরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ফাদার কোঁব্ এ কার্য্যের যোগ্য ব্যক্তি। এই নিয়োগে ম্যাডাম গেয়োঁ সুখী হইয়াছিলেন।

জেক্সএ তিনি সমাদরে গৃহীত হইলেন। নির্ব্বাধ শান্তিতে দিন কাটিতে লাগিল। অনেকদিনই মধ্যরাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইত। ঈশ্বরানুভূতির আনন্দ আর তাঁহাকে ঘুমাইতে দিত না। প্রিয়তমের সহবাসের বিমল আনন্দে তাঁহার নিভৃত রাত্রি কাটিয়া যাইত।

সহরের কোলাহল হইতে দূরে কর্ম্মক্ষেত্রের সম্মুখে আসিয়া তিনি দাড়াইয়াছেন। কোন্ কাজ করিবেন তাহার কোন হিসাব তিনি করিয়া আসেন নাই। দুঃখী, আর্ত্ত, অজ্ঞের সেবায় তিনি এখন আপনাকে ব্যাপৃত করিয়া রাখিলেন। তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া জেনেভার বিশপ ডার্বাটোঁ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন।

কিন্তু শুধু এই কার্য্যের জন্য ভগবান তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনেন নাই। বৃহত্তর, কঠিনতর কার্য্য তাঁহাকে করিতে হইবে। অন্তরের ধনকে বাহিরে সন্ধান করিবার রীতি তখন সমাজে প্রচলিত। মুক্ত নর-নারী বিশ্বাসের অত্যন্ত সহজ পথটি হারাইয়া আচার অনুষ্ঠান নিয়মসংযম, ব্রত উপবাসের জটিলতার মধ্যে ঘুরিয়া মরিতেছিল। নির্দ্দিষ্ট দান, নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মদ্বারা পাপমুক্তি হয় এই বিশ্বাসে এই বাহ্যক্রিয়ার পথেই যাত্রীদলের জনতা হইয়াছিল। ইহাদিগকে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে,—সেই মহাকার্য্য ম্যাডাম গেয়োঁর। বাহ্য-অনুষ্ঠান-সর্ব্বস্ব সমাজের অন্ধবিশ্বাসের উপরে আঘাত করিতে

হইবে এবং চিরাগত সংস্কারের ক্রুদ্ধ প্রতিঘাত তাঁহাকে বুক পাতিয়া লইতে হইবে। তাঁহার প্রতি তাঁহার প্রভুর এই আদেশ। আজ্ঞা-শিরোধার্য্য করিয়া ম্যাডাম গেয়োঁ কার্য্যভার মাথায় তুলিয়া লইলেন। মুক্তকণ্ঠে সকলকে ডাক দিয়া তিনি বলিলেন—বিশ্বাসই মুক্তি।

তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া এই যে কথা কয়টি বাহির হইল—এই সরল সহজ অন্তরতম কথা কয়টি বাহিরে কি বিস্ময়চাঞ্চল্যই সৃষ্টি করিল। হিতৈষিগণ সভয়ে তাঁহাকে সাবধান হইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার প্রথম জীবনের গুরু সেই Franciscan সাধু বলিলেন যে এখন যদি সাবধান না হন তাহা হইলে নির্য্যাতনের দুঃখ ব্যতীত আর কিছু আশা করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হইবে না।

কিন্তু তাঁহার পথ তাঁহার নিকটে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। সে পথ হইতে তিনি ফিরিতে পারেন না—যতই লাঞ্ছনা আসুক্।

ফাদার লা কোম্ একমাত্র তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেও তিনি এবং ম্যাডাম গেয়োঁ একই পথের যাত্রী। তাঁহাকে অন্তরের পথে অগ্রসর করিয়া লইতে ম্যাডাম গেয়োঁ সাধ্যমত শক্তি ব্যয় করিতেন।

ফাদার কোঁব্-এর আহ্বানে কয়েক দিনের জন্য তিনি টোনোঁ গমন করিয়াছিলেন। লেমান্ (Leman) হ্রদ পার হইবার সময় প্রবল ঝড় উঠিল। মেঘে চারিদিক অন্ধকার, ক্ষুদ্র তরীখানি তরঙ্গের উপর বারম্বার আহত হইতেছে, নৌচালকগণ ভীত হইল। ম্যাডাম গেয়োঁ কিন্তু ইহাতে ভয় করিবার কিছুই দেখিলেন না। অন্ধকার ও আলোক তাঁহার নিকটে সমান হইয়া গিয়াছিল। শান্তচিত্তে তিনি পরিণাম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র যাত্রীদল সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিল।

টোনোঁতে তিনি ১২ দিন উর্স্যলিন কন্‌ভেণ্টএ যাপন করিয়াছিলেন। ভগবানের প্রতি নির্ভর করাই যে মানবের পরমগতি এ বাণী শুনাইতে তিনি এখানেও ভুলিয়া যান নাই।

এখানে তিনি এক সাধু সন্ন্যাসীর দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। ইনি য়্যান্‌সেল্ম্‌ (Anselm) নামে পরিচিত। ১৯ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া তিনি কঠোর বৈরাগ্যে জীবন যাপন করিতে থাকেন। ফাদার কোঁব্‌ এবং ম্যাডাম গেয়োঁকে তিনি বলিয়াছিলেন যে ঈশ্বরের প্রসাদে তাঁহারা উভয়ে বহু আত্মাকে ঈশ্বরের পথে আনিবার সহায় হইবেন। কিন্তু অগ্রে তাঁহাদিগকে বহুল দুঃখ বহন করিতে হইবে।

২১

বারদিন পরে তিনি পুনরায় জেক্স্‌ এ ফিরিয়া আসিলেন। যে সত্য লাভ করিয়াছেন তাহা অপরকে দান করিবার জন্য তিনি এবং ফাদার কোঁব্‌ একত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এক দরিদ্রা রমণীর ধর্ম্ম-খ্যাতি এই সময়ে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। বাহ্যধর্ম্ম বর্জন করিয়া আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম দান করিবার জন্য ভগবান এই নারীকে ম্যাডাম গেয়োঁর নিকটে আনয়ন করিলেন। বহু সংগ্রামের পর এই ক্ষেত্রে ম্যাডাম গেয়োঁর চেষ্টা সফল হইয়াছিল।

আরও কত স্থানে তাঁহার চেষ্টা সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। ইহা তাহার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত।

কিন্তু বেশীদিন পথ নিষ্কণ্টক রহিল না। এই অভিনব মতের প্রতি লোকের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ফাদার কোঁব্‌ এর প্রকাশ্য এক বক্তৃতাও বিস্ময় ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। বিশপ ডারাঁটোঁ শঙ্কিত হইলেন। ম্যাডাম গেয়োঁর ধর্ম্মপ্রতিভা স্বীকার করিতে

তিনি দ্বিধা করিতেন না কিন্তু তিনি বুঝিলেন এই নারীকে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন স্থানের সীমার মধ্যে কার্য্য করিতে দিতে তিনি আর পারেন না। এ স্থানে আগমন করিতে যে তিনি সম্মতি দান করিয়া ছিলেন তাহা শুধু সাধারণভাবে ধর্ম্মকার্য্য করিবার জন্য—মত প্রচার করিবার জন্য নহে।

তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিবার জন্য বিশপ এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করিলেন। ম্যাডাম গেয়োঁর নিকটে তিনি এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন যে তাঁহার সম্পত্তি বা সম্পত্তির একাংশ জেক্স্ এর কোন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে দান করিয়া তিনি নিজে তাহার কর্ত্রী (Prioress) হউন। আশ্রমনেত্রীর কার্য্য তাঁহার সময় ও শক্তিকে অধিকার করিয়া থাকিবে, বাহিরে আর তাঁহার প্রভাব বিস্তারিত হইতে পারিবে না—এ আয়োজনের উদ্দেশ্য ইহাই। এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা ম্যাডাম গেয়োঁর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। যে সম্পত্তি তাঁহার নামে আছে তাহা ধর্ম্মার্থে ব্যয় করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু কে তাঁহার অন্তরে বলিল—ঈশ্বর তাঁহাকে যাহার জন্য এ স্থানে লইয়া আসিয়াছেন এ ব্যবস্থা দ্বারা সে কার্য্য পূর্ণ হইবে না।

কিন্তু বিশপ ডারাঁটোঁ বদ্ধ পরিকর। তিনি ফাদার কোব্‌কে বলিলেন যে ম্যাডাম গেয়োঁ তাঁহার যেরূপ বাধ্য তিনি যদি তাহার ডিরেক্টাররূপে তাঁহাকে এই কাজ করিতে আদেশ করেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই করিবেন।

ফাদার কোঁব্ বলিলেন, সেই জন্যই আমি তাহা করিতে পারি না। বিশ্বাস যেখানে আছে সেখানে সেই বিশ্বাসের অপব্যবহার যাহাতে না হয় সে জন্য বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। ম্যাডাম

গেয়োঁ আমার প্রতি যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার যে আধ্যাত্মিক ভার আমি প্রাপ্ত হইয়াছি তাহারই সুযোগ লইয়া তাঁহাকে এ কার্য্যে বাধ্য—আমি করিব না।"

বিশপ বলিলেন যে তাহা হইলে তিনি ফাদার কোঁব্‌কে পদচ্যুত করিবেন।

উত্তরে লা কোঁব্‌ যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে -তাহাই হোক। যাহা অন্যায় বলিয়া বিশ্বাস করি তাহা করিতে পারি না বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা অপেক্ষা এবং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত—পদচ্যুত তো তুচ্ছ কথা।

ম্যাডাম গেয়োঁর অবস্থা নিরাপদ নয় বুঝিয়া ফাদার কোঁব্‌ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পত্র লিখিলেন। বিশপের সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছে তাহা সমস্তই জানাইলেন। ম্যাডাম গেয়োঁ কিন্তু অবিচলিত চিত্তেই আপন কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। রোগীর সেবা, দুঃস্থের অভাবমোচন, অজ্ঞের শিক্ষাবিধান—এ সকল কাজ তো তাঁহার ছিলই, কিন্তু সর্ব্বোপরি তাঁহার কর্ত্তব্য জীবন্ত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের মৃত অবয়ব এই দুয়ের পার্থক্য মানুষকে বুঝাইয়া দেওয়া।* তখন ধার্ম্মিকতা ছিল, ধর্ম্ম ছিলেন না। এই ধর্ম্মকে আনিতে হইবে, রাখিতে হইবে। ইহারই জন্য ম্যাডাম গেয়োঁর এ পৃথিবীতে আসা ইহার জন্য কণ্টকময় পথে বিচরণ করিয়া চরণকে রক্তাক্ত করা। সে শোণিতচিহ্ন আজও পৃথিবী হইতে মুছিয়া যায় নাই।

* বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে হিন্দুধর্ম্মের যে অবস্থা হইয়াছে, রোমান ক্যাথলিক সমাজেও এক সময়ে সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। যতই পাপ কর না কেন, বিশেষ অনুষ্ঠানদ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায় এই বিশ্বাস থাকিলে মানুষের জীবন যেরূপ হইতে পারে, সে সমাজেও তাহাই হইয়াছিল। আর শুধু হিন্দুসমাজ কেন বর্ত্তমান কালে সকল ধর্ম্ম সমাজের গতিই বহির্ম্মুখী।

বালিকাবয়সে বিদ্যালয়বাসকালে তিনি দৈবক্রমে আপন কক্ষে একখানি বাইবেল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই দিন হইতে বাইবেল তাঁহার প্রাণের প্রিয়। এখন কেহ যাহাতে বাইবেল পাঠ হইতে বঞ্চিত না হয় তিনি সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এই তাঁহার আর এক অপরাধ। *

জেগ্য এ পৌঁছিবার পরেই বিশপ ডারাঁটোঁ ম্যাডাম গেয়োঁর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সে সময় তিনি অন্তরের ধর্ম্মের কথা তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন। কথাগুলি বিশপের হৃদয়ের গভীর স্থানকে স্পর্শ করিয়াছিল। তিনিও অকপটে আপনার মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, নিজের ভ্রান্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহার পরে যতবার ম্যাডাম গেয়োঁ এ বিষয়ে কথা কহিয়াছেন তিনি শ্রদ্ধার সহিত তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু হৃদয় স্বীকার করিলে কি হয়, কার্য্যে তিনি তাহা স্বীকার করিতে পারিবেন না। করিলে, তাঁহার বিশপের কর্ত্তব্য করা হইবে না, চার্চ্চের বিরুদ্ধে কাজ করা হইবে। ম্যাডাম গেয়োঁ যাহা বলিতেছেন, চার্চ্চের সনাতন নিয়মের সহিত তাহার মিল নাই। সুতরাং চার্চ্চকে রক্ষা করিবার জন্য ম্যাডামগেয়োঁকে দমন করিতেই হইবে।

বিশপ ডারাঁটোঁর মনেও সন্দেহ আসিত। লোকে যখন বলিত যে বিশপ এত দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি যে অসভ্যদ্বারা তিনি আপনাকে

* ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরের যেমন বেদ পাঠে অধিকার ছিল না, রোমান ক্যাথলিক সমাজে বাইবেল পাঠেও তেমনি পুরোহিত মণ্ডলীর নিজস্ব অধিকার ছিল। জনসাধারণে তাহা পাঠ করিবার কোন আবশ্যকতা অনুভূত হইত না।

চালিত হইতে দিতেছেন, তখন তাহার মন হইতে ম্যাডাম গেয়োঁর অন্তরের প্রভাব অপসারিত হইয়া যাইত। এই নারীর সহিত আলাপের পর তিনি কতবার আপনাকে উচ্চতর, অভিজ্ঞতর বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু অপরের কথায় তাঁহার অস্থিরসংকল্প-চিত্ত সকলই ভুলিয়া যাইত।

কেহ কেহ অবলারমণীর এত প্রভাব সহিতে না পারিয়া ঈর্ষা পরায়ণ হওয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি অনেকের অনেক কর্ম্মের বিরুদ্ধে কথা বলিয়াছেন এজন্য কেহ কেহ তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই এবং কেহ কেহ সত্যই তাঁহার মতকে রোম্যান-ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া মনে করিতেন। ইঁহাদের প্রভাবে বিশপ ডার্বাটো ক্রমে তাঁহার বিরুদ্ধদলে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

ইহার উপরে ফাদার কোম্বের আচরণ এবং তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ তাঁহাকে আরও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। এই অবস্থায় তিনি ম্যাডাম গেয়োঁকে অবসর বিহীন এবং অর্থসম্বন্ধে পরাধীন করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইলেন। ইহার পর হইতে তিনি ঠিক শত্রু না হইলেও বন্ধু আর রহিলেন না। এইরূপে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় একাকিনী নারী নানা বিপদের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহাকে সকলে ধর্ম্মদ্রোহী বলিতে লাগিল। ব্যক্তিগত নানা অসুবিধা ও উপদ্রব আসিয়া দেখা দিল।

কিন্তু বাহিরে যতই হারাইতে লাগিলেন, অন্তর তাঁহার ততই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। আপনার অন্তরে বর্দ্ধিত শক্তি অনুভব করিয়া তিনি নিজেই বিস্মিত হইলেন, অপরেও তাহা লক্ষ্য করিল। অসহায়ের সহায় যিনি তিনি তাঁহার কোন অভাবই রাখিলেন না।

২২

ম্যাডাম গেয়োঁ দেখিলেন চারিদিকে অন্ধকার সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, "আমি ঈশ্বরে ও তাঁহার বাক্যে আশ্রয় এবং সান্ত্বনা লাভ করিলাম।"

একদিন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন চিত্রিত যীশুমূর্ত্তির ন্যায় ফাদার কোঁব্ একটি ক্রস্এ বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার চারিদিকে ভীষণ জনতা। তাহার পর দেখিলেন, যে দণ্ড প্রথমে শুধুই ফাদার কোঁব্ এর বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহা হইতে তিনিও বঞ্চিত হইলেন না—লাঞ্ছনা অপমানে তাঁহারও প্রাপ্য অংশ রহিয়াছে।

বিশপ ডারাঁটোঁ ম্যাডাম গেয়োঁর বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছেন এ সংবাদ প্রচার হইতে বিলম্ব হইল না। শত্রুর দল বাড়িতে লাগিল।

জেয়্ এর একজন বিশিষ্ট ধর্ম্মযাজক ম্যাডাম গেয়োঁর বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র একটি দলগঠন করিয়া নিজে তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

ম্যাডাম গেয়োঁর অবস্থাকে যথাসম্ভব কষ্টকর করিয়া তোলা ও তাঁহাকে জেয়্ হইতে বিতাড়িত করাই এই দলের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল। ধর্ম্মযাজকের ক্রোধের কারণ এই যে ম্যাডাম গেয়োঁ অসহায়া এক সুন্দরী বালিকাকে তাঁহার অসদভিপ্রায় হইতে উদ্ধার করিয়া ধর্ম্মপথে আনয়ন করিয়াছিলেন।

ইঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁহার কুৎসা রটনা করিতে লাগিলেন। ম্যাডাম গেয়োঁ সমস্তই জানিতেন কিন্তু তিনি এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিলেন।

যে আশ্রমে তিনি বাস করিতেছিলেন সেখানকার কর্ত্রী ও অধিবাসিনীগণ ক্রমে তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধ আচরণ দিন দিনই অত্যন্ত কষ্টকর হইতে লাগিল। তাঁহার

শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল ছিল, সেই জন্য তাঁহার ও কন্যার কার্য্য করিবার জন্য দুইজন পরিচারিকার সাহায্য তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। আবশ্যক হইলেই ম্যাডাম গেয়োঁ আশ্রমের কার্য্যের জন্য আপনার দাসীদিগকে প্রেরণ করিতেন। ইহাতে অবশেষে এই হইল যে নিজের অত্যাবশ্যক কার্য্য গুলির জন্যও তিনি আর তাঁহার পরিচারিকাদিগের সাহায্য পাইতেন না, অপটু শরীর লইয়াই তাঁহাকে স্বহস্তে সকল কর্ম্ম করিতে হইত।

উপদ্রব নানা উপায়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। পূর্ব্ব কথিত চরিত্রহীন সেই ধর্ম্ম যাজকটি তাঁহার পত্রাদি খুলিয়া পড়িতেন। রাত্রিবেলায় গবাক্ষপথে বিকট মূর্ত্তি সকল দেখা দিত, ভয়ানক শব্দ শোনা যাইত, জানালার কাচ ভাঙ্গিয়া পড়িত। তিনি বলিয়াছেন এত উপদ্রবেও তাঁহার অন্তরের সমাহিত শান্তি চঞ্চল করিতে পারে নাই।

জেক্স্‌এ তাঁহার বন্ধন ছিল। যে বালিকাকে তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন আত্মনিবেদনের পথে সে দিন দিন অগ্রসর হইতেছিল, এবং তাঁহার প্রতি তাহার ভালবাসাও ততই বাড়িতেছিল। এইরূপে আরও অনেক বন্ধন তাঁহাকে জেক্স্‌এ বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। তথাপি প্রার্থনা ও চিন্তার পর তাঁহার মনে হইল যে জেক্স পরিত্যাগ করিবার সময় আসিয়াছে।

সম্ভবতঃ ১৬৮২ অব্দের বসন্ত আগমনে তিনি কন্যা ও পরিচারিকা দ্বয়সহ জেক্স্‌ ত্যাগ করিলেন। টোনোঁতে ফাদার কোঁব্‌এর পরামর্শ ও সাহায্য পাইবেন এবং সেখানে হয়তো নির্য্যাতন কম এবং কার্য্য বেশী হইতে পারিবে এই আশায় তিনি টোনোঁ যাত্রা স্থির করিলেন। নূতন স্থানে নূতন কার্য্য করিতে, নূতন সংগ্রাম সহিতে

তিনি চলিলেন। জেনেভা হইতে ১৬ মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে টোনোঁ সহর। ম্যাডাম গেয়োঁ সেখানকার উর্স্যলিন কন্‌ভেন্টের অধিবাসী হইলেন।

ম্যাডাম গেয়োঁ যে দিন টোনোঁ পৌঁছিলেন তাহার পরদিনই ফাদার বোঁব্‌এর আওষ্ট (Aost) যাত্রা করিবার কথা। যাত্রার পূর্ব্বে তিনি সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। নূতন স্থানে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ক্রূর দৃষ্টির মধ্যে নির্য্যাতিতা নারীকে একাকিনী ফেলিয়া যাইতে তাঁহার হৃদয়ে ব্যথা লাগিল। কিন্তু আর উপায় নাই। আওষ্ট হইতে তাঁহাকে রোমে যাইতে হইবে। সম্ভবতঃ সেখানে কিছুদিন থাকিতেও হইবে।

ম্যাডাম গেয়োঁ তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন—"পিত, আপনি চলিয়া যাইতেছেন ইহাতে আমি কোন ক্লেশ পাইতেছি না। ঈশ্বর যখন মানুষের মধ্য দিয়া সাহায্য প্রেরণ করেন, তাহার জন্য আমি কৃতজ্ঞ থাকি। যখন তিনি মানুষের সান্ত্বনা ও সাহায্য প্রত্যাহার করা উচিত বোধ করেন, আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকি। এই পরীক্ষার দিনে আপনার উপস্থিতিকে আমি যেরূপ মূল্যবান মনে করি, সেইরূপ ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা হয় যে আর কখনও আপনার সাথে আমার সাক্ষাৎ হইবে না, তাহাতেও আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট।" তাঁহার মনের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ফাদার বোঁব্‌ সুস্থমনে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

আপনাকে সমর্থন করিবার জন্য ম্যাডাম গেয়োঁর মনে অসহিষ্ণু চঞ্চলতা ছিলনা। জেক্স্‌এ তিনি অশেষ প্রকারে ক্ষতি সহিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের বিরুদ্ধে গোপনে গোপনে কুৎসা রটিত হইয়া ছিল। সমস্ত ভার ঈশ্বরের হস্তে রাখিয়া ম্যাডাম গেয়োঁ

নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি জানিতেন সত্য যাহা তাহার পক্ষে দাঁড়াইবার লোকের অভাব হইবে না। ঈশ্বর সকল ব্যবস্থাই করিবেন—শুধু যদি তাঁহার হস্তে সমস্ত ভার দেওয়া যায়। মানুষের কাজ 'বিচলিত হওয়া নহে', তাহার কাজ 'সহ্য করা।'

তিনি ভাবিয়াছিলেন, টোনোঁ কয়েক সপ্তাহ একান্তে যাপন করিবেন। শরীর ও মন উভয়েরই বিশ্রাম আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু ক্ষুধিত নরনারী শীঘ্রই তাঁহাকে খুঁজিয়া লইল। এইরূপ নরনারীকে জননী গেয়োঁ তাঁহার 'সন্তান' বলিতেন। বাস্তবিকই তিনি 'জননী' ছিলেন। ইঁহার মাতৃত্ব শুধু মানবের অসহায় শৈশবের প্রতি স্নেহ সেবাদানে পর্য্যবসিত হয় নাই; পরিণত জীবনের দুর্দ্দিন অন্ধকারের মধ্যে ইঁহার মাতৃহৃদয় উদ্বিগ্নচিন্তায় জাগিয়া বসিয়া থাকিত, মাতার ন্যায়ই তিনি কল্যাণহস্তে সন্তানের সম্মুখে প্রদীপ ধরিয়া থাকিতেন। তিনি যেখানে গিয়াছেন, দেখিয়াছেন তাঁহার সন্তানগণ ক্ষুধিতচিত্তে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

এই সময়ের কথা তিনি বলিয়াছেন—"আমার অন্তরের নির্ভরশীলতা ও শান্তি অত্যন্ত অধিক ছিল। কয়েকদিন আমি আমার নির্জ্জন ক্ষুদ্র কক্ষটিতে একাকী নির্বিঘ্নে ছিলাম। ঈশ্বর সম্ভাষণ ও সম্ভোগের পূর্ণ অবসর আমি পাইয়াছিলাম।" কিন্তু জননী যিনি তাঁহার একাকী বিরলে ভোগ করিবার সুযোগ নাই। অবিলম্বে প্রার্থী আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। ঈশ্বরের সহিত মিলন তাঁহার নিকটে অত্যন্ত মূল্যবান হইলেও, ঈশ্বরের আদেশে সে মিলনসুখ ভঙ্গ করিতে তিনি বাধ্য হইতেন। ক্ষুধিত সন্তান দ্বারে আসিয়া এই মিলন সুখে বাধা দিলে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে বাধা তিনি মানিয়া লইতেন। তিনি বলিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার এই শিক্ষা হইল যে—কর্ম্মের নিজের কোন

মূল্য নাই, যে ভাব হইতে কর্ম্ম করা হয় তাহাই বিচার করিয়া কর্ম্মের মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে।

তিনি ধৈর্য্যের কহিত সকল প্রশ্নেরই উত্তর দিতেন, সকলকে উপদেশ দান করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে যদি যথার্থ ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি থাকিতেন, ম্যাডাম গেয়োঁ তাঁহাদিগকে হাতে ধরিয়া বিশ্বাসের সরল পথে লইয়া আসিতেন।

কিছুদিন পরে বিশপ ডারাটোঁ কার্য্যোপলক্ষে টোনোঁতে আসিলেন। পুনর্ব্বার তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। জেয়্ এ ফিরিয়া গিয়া আশ্রমের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিবার জন্য বিশপ তাঁহাকে পুনরায় বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ম্যাডাম গেয়োঁ এই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন "আপনি ধর্ম্মাচার্য্য। ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও গ্রাহ্য করিয়া আর কাহারও প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যেন আপনি কোন কথা না বলেন।" বিশপ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, তাহার পর বলিলেন, "আপনি যখন এরূপ বলিতেছেন তখন আপনাকে একাজ করিতে আমি পরামর্শ দিতে পারিনা। যাহাকে ধর্ম্মের আহ্বান বলিয়া মনে হয় তাহার বিরুদ্ধে চলিবার স্বাধীনতা আমাদের নাই। আমাদের মধ্যে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার পরে শুধু ইহাই বলিতে পারি যে, আমার ইচ্ছা আপনি যথাসাধ্য জেয়্ এর আশ্রমকে সাহায্যদান করুন।" ম্যাডাম গেয়োঁ স্বীকার করিলেন। প্যারী হইতে টাকা আসিল। মাত্র শত Pistoles পাঠাইয়া দিয়া তিনি জানাইলেন যে যতদিন বিশপ ডারাটোঁ কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে থাকিবেন ততদিন ইহা তাঁহার বার্ষিক দান।

তাঁহার নিকট হইতে যাইবার পর অপরের প্রভাব আবার বিশপ ডারাঁটোঁকে বিচলিত করিল। পুনর্ব্বার তিনি জানাইলেন যে

ম্যাডাম গেয়োঁর জেক্স্-এ যাওয়াই কর্ত্তব্য ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাঁহার প্রভাব এবং কর্ত্তৃত্ব সঙ্গতরূপে যতদূর প্রয়োগ করা যাইতে পারে তদ্দ্বারা তিনি তাঁহাকে এ কাজ করিতে আদেশ করিতেছেন।

উত্তরে ম্যাডাম গেয়োঁ বলিলেন যে, এখন বিশপ মানুষের প্রভাবে পড়িয়া "মানুষ" রূপে কথা কহিতেছেন ইহা মনে করিবার তাহার কারণ আছে। যখন তিনি উচ্চতর ভাব হইতে ঈশ্বরেরদিকে চাহিয়া কথা কহিতেছেন বলিয়া মনে হইয়াছিল তখন তাহার অনুসরণ করিয়া চলা তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন।

বিচ্ছেদ পূর্ণমাত্রায় হইল। রোম্যান ক্যাথলিক চার্চ্চকে তিনি প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন তাহারই শত্রু বলিয়া তিনি এখন ঘোষিত হইলেন।

ফাদার লা কোঁব্-এর থাওই যাবার পরেই টোনোতে নব আন্দোলনকে বাধা দিবার জন্য চেষ্টা হইতেছিল এবং তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা হইতে লাগিল। ম্যাডাম গেয়োঁর কর্ণেও অনেক কথা পঁহুছিত। তিনি জানিতেন সে সকলই মিথ্যা। লোকে বলিল যে ফাদার কোঁব-এর বাক্যেই ম্যাডাম গেয়োঁ জেক্স্-এর কার্য্য গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্যরূপ বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি আপনাকে জেক্স্-এ নিয়োজিত করেন নাই।

একজন বলিলেন—"ঠিক বিশপের মত এই যে আপনার সেখানে যাওয়া উচিত। এ বিষয়ের বিচার ভার তাঁহারই হস্তে থাকা উচিত নহে কি? এই রকমের বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা যে কি তাহা বিশপ অপেক্ষা ভাল জানিতে কে পারে?" এই রূপ প্রশ্নে সসম্মান মনোযোগ

প্রদান ব্যতীত অন্য উত্তর তিনি দান করিতেন না। এ সম্বন্ধে ঈশ্বরের ইচ্ছা তিনি এত সুস্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন, যে তাঁহার মনে সংশয় লেশমাত্র ছিল না।

তিনি নিভয়ে আপন কার্য্য করিয়া যাইতেছিলেন। টোনোঁতে এই আধ্যাত্মিক আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিল। কত হৃদয়ে মহা পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। যে সকল লোক তাঁহার নিকটে আসিত তাহাদিগকে তিনি তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত, (২) ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকিলেও আগ্রহহীন, পাপেপুণ্যে একরকম করিয়া জীবন কাটাইয়া দেওয়া—ইহার ঊর্দ্ধে যাহাদের আকাঙ্ক্ষা উত্থিত হয় না, (৩) ধর্ম্মের জন্য তৃষিত।

ধর্ম্মকাঙ্ক্ষাবিহীন যাহারা এবং সম্ভবতঃ যাহারা কতকগুলি কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গক্রয় করিয়া লইবে এই আশা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে তাহাদিগকে তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন যে সত্যকে হারাইয়া কতকগুলি অসত্যের কল্পনা লইয়া তাহারা বাস করিতেছে।

ধর্ম্মের প্রতি যাহাদের একটুও শ্রদ্ধা আছে তাহাদের ধর্ম্মস্পৃহাকে বলশালী, শ্রদ্ধাকে সমুন্নত করিবার চেষ্টা তিনি করিতেন এবং যাহারা তৃষিত হৃদয় তাহাদিগকে তদুপযোগী উপদেশ দান করিতেন।

বাহিরের উচ্চ এবং সুমার্জ্জিত গুণাবলী ধর্ম্ম নহে, অন্তরের আবেগময় ভাব প্রবণতাও ধর্ম্ম নহে, সদাকাঙ্ক্ষা, শুভইচ্ছা থাকিলেই যে সম্পূর্ণ ঈশ্বরের হওয়া হইল এমনও নহে। ঈশ্বরের হওয়া যায় শুধু আপনার ইচ্ছাকে তাঁহার চরণে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন করিয়া। এই কথাটি তিনি বুঝাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন।

ধর্ম্মশীল বলিয়া যাঁহাদের খ্যাতি চতুর্দ্দিকব্যাপ্ত তাঁহারাও তাঁহার নিকটে আসিতেন। তাঁহারা নিজেরাও আপনাদিগকে বিশেষ পুণ্যাত্মা

বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। বাহিরে তাঁহাদের অনেক গুণ ছিল যাহা উল্লেখ যোগ্য ; কিন্তু অন্তরের দীনতা কোথায় ? সমস্তই না দিলে যে কিছুই পাওয়া যায় না !

এক শ্রেণীর লোক তাঁহার নিকটে আসিতেন যাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল তাঁহার কথার মধ্য হইতে ছিদ্র ধরিয়া লইয়া তাহারই সমালোচনা করা। কে কোন্ উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছেন তাহা তাঁহাদের মুখের ভাব দেখিলেই ম্যাডামগেয়োঁ বুঝিতে পারিতেন। ছিদ্রান্বেষীর নিকট বলিবার তাঁহার কিছুই ছিল না। চেষ্টা করি-লেও তিনি তাঁহাদের সম্মুখে কথা কহিতে পারিতেন না। তিনি অনুভব করিতেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে তিনি এমন কথা কহেন। হতাশ ও বিরক্ত হইয়া তাঁহারা চলিয়া যাইতেন। তাঁহার মৌনভাবকে তাঁহারা নির্ব্বুদ্ধিতার ফল বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহার নিকট যাঁহারা উপদেশপ্রার্থী হইয়া আসেন তাঁহাদের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতেন।

একবার এই শ্রেণীব কযেকজন লোক তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যাইবামাত্র ত্রস্তউদ্বেগে একব্যক্তি আসিয়া বলিলেন যে সদুদ্দেশ্যে ইঁহারা তাঁহার নিকট আসেন নাই। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে এমন কথা তাঁহারই বাক্যের মধ্য হইতে সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে ইঁহারা প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের সহিত কথা না বলিবার জন্য তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিতে তিনি আসিতেছিলেন, কিন্তু কোন মতেই ঠিক সময়ে আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই। ম্যাডাম গেয়োঁ বলিলেন—তোমার আগমনের পূর্ব্বেই ঈশ্বর এই মঙ্গল উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়াছেন। এমনই আমার মনের অবস্থা ছিল যে তাহাদের সহিত আমি একটি কথাও বলিতে সমর্থ হই নাই।"

ম্যাডাম গেয়োঁ সাধারণ প্রচারক বা প্রকাশ্য বক্তার পন্থা অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার প্রচার চেষ্টা, নারী প্রকৃতির হ্রী ও শ্রীকে বিন্দুমাত্র আঘাত করে নাই। উপদেষ্টা ও ধর্ম্মার্থীর মধ্যে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক রচিত হইত। আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের সেই নিবিড়তার মধ্যে বসিয়া তাঁহারা পরস্পরের সহিত কথা কহিতেন, একান্তে দুজনে প্রার্থনা করিতেন, দূরে থাকিলে পত্রের মধ্য দিয়া যোগ রক্ষা করিতেন। ইহার ফল যে কি সুপ্রচুর হইত তাহা বলা যায় না। অল্পদিনের মধ্যে বহু সংখ্যক টোনোঁ বাসী তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িল।

চতুর্দ্দিকে সমাদর প্রাপ্ত হইলেও তিনি ভুলিয়া যান নাই যে পরীক্ষা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তিনি জানিতেন, জগতের দুঃখের ভার দূর করিতে যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদিগকেই অগ্রে দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

টোনোঁর এতগুলি আত্মাকে ঈশ্বরের জন্য উন্মুখ দেখিয়া আনন্দে তাঁহার মন বিহ্বল হইল। এই সব ব্যাকুল আত্মার মধ্যে ১২। ১৩ বৎসর বয়স্কা বালিকারাও থাকিত। সমস্তদিন ইহাদিগকে জীবিকার্জ্জনের জন্য পরিশ্রম করিতে হইত। কিন্তু এমনই তাহাদের নিষ্ঠা যে কার্য্যের মধ্যেও তাহারা ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকিত না। যখন সকলে একত্রে কাজ করিত তখন তাহাদের মধ্যে একজন পাঠ করিত অপর সকলে শুনিত। হস্তে তাহারা কাজ করিত, অন্তরে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিত। তাহাদের জীবনে যে নির্ম্মলতা যে সরল নম্রতা আসিয়াছিল তাহা দেখিলে মনে হইত যেন তাহারা এ যুগের মানুষ নহে। একত্রে প্রার্থনা, পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ইহাদের জীবনকে প্রফুল্ল করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু এ মিলনের

শান্তি বেশীদিন রহিল না। উৎপীড়ন আসিয়া তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল।

ম্যাডাম গেয়োঁ এক রজকপত্নীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সে পঞ্চসন্তানের জননী। হতভাগিনীর কষ্টের অন্ত ছিল না। স্বামী দারুণ ক্রোধী; পত্নীকে প্রহার করিয়াই তাহার বাহুর সমুদয় শক্তি নিঃশেষিত হইত। দারিদ্র্য-পীড়িত সংসারের সমস্ত কার্য্য ও সংসারের উপকরণ সংগ্রহ—এ দুই ভারই পড়িয়াছিল দুর্ব্বলা নারীর উপরে। ধর্ম্মজীবন লাভের পর হইতে ইনি পরম ধৈর্য্যে সকল ভার বহিতেছিলেন। তিনি জীবনে গভীরভাবে ধর্ম্ম উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অনুক্ষণ ঈশ্বরের চক্ষের সমক্ষে তিনি আপনাকে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থনার মধ্যে আশ্চর্য্য ভাব ছিল।

ম্যাডাম গেয়োঁর বহু শিষ্যের মধ্যে দুইজন দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহাদেব মধ্যে একজন দোকানদার, অপরের কার্য্য ছিল তালা প্রস্তুত করা। দুজনেই গভীর ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বাভাবিকরূপেই পরস্পরের মধ্যে দুশ্ছেদ্য বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত রজকীর কঠোর সংগ্রামের কথা শুনিয়া তাঁহাদের মন ব্যথিত হইল' কোনওরূপে তাঁহার সাহাষ্য করিবার জন্য তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। স্থির হইল তাঁহারা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইয়. আসিবেন। কিন্তু তাঁহার নিকটে গিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, যে পুস্তক হইতে তাঁহারা যাহা শুনাইতেছেন, এই রমণী পূর্ব্বেই ঈশ্বরের নিকট হইতে তাহা জানিয়াছেন। তখন তাঁহারাই ইঁহার উপদেশ প্রার্থী হইলেন।

অবিলম্বে এই নারীর প্রতি সমাজের বিশিষ্টব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ইঁহার সাধনপ্রণালী প্রচলিত ধর্ম্ম নিয়মের সীমা

অতিক্রম করিয়াছে দেখিয়া তাঁহারা আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহারা বলিলেন যে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তিনি অত্যন্ত স্পর্দ্ধার কার্য্য করিয়াছেন। প্রার্থনাকরা পুরোহিতের কার্য্য, স্ত্রীলোকের নহে। প্রার্থনা পরি-ত্যাগ করাইবার জন্য তাঁহারা তাঁহাকে ভয়প্রদর্শন করিলেন।

রমণী বলিলেন যে তিনি এমন কোন কার্য্যই করেন নাই যাহা খৃষ্টের অনুমোদিত নহে। খৃষ্টের উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়া দিলেন যে সকলকেই প্রার্থনা করিবার অধিকার তিনি দান করিয়াছেন, সে অধিকার শুধু পুরোহিতসমাজের নিজস্ব নহে। প্রার্থনা তাঁহাকে কত সাহায্য করে। ধর্ম্মের সান্ত্বনা ব্যতীত দুঃখ বহন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না।

তাঁহার পূর্ব্বজীবনের কথাও তিনি উল্লেখ করিলেন—সে জীবন কি শোচনীয় ছিল। কিন্তু এখন—ঈশ্বরের সহিত তাঁহার পরিচয়ের পর হইতে—তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন তিনি ঈশ্বরকে সমস্ত হৃদয় মন দিয়া ভালবাসেন। প্রার্থনা ছাড়িলে তাঁহাকে এই আধ্যাত্মিকজীবন হারাইতে হয়, সুতরাং প্রার্থনা ত্যাগ করিতে তিনি পারেন না। তিনি বলিলেন যে প্রার্থনাশীল ধর্ম্মানু-রাগী কয়েকটি জীবনের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে উদাসীন কয়েকটি জীবনের তুলনা করিয়া দেখা হউক, এবং দেখাইযা দেওয়া হউক যে প্রার্থনাপরায়ণতাকে নিন্দা করিবার কি আছে।

এইবাক্য বিরোধীগণের মনকে আরও উত্তেজিত করিয়া তুলিল। অত্যাচারের পীড়ন কিন্তু রমণীকে বিচলিত করিতে পারে নাই।

এই উপায়ে চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া তাঁহারা অন্য উপায় অব-লম্বন করিলেন। আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম-সম্পর্কীয় সমস্ত গ্রন্থের উপর

তাঁহাদের রোষ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রকাশ্য পথের মধ্যে তাঁহারা স্বহস্তে সেই সকল পুস্তক দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ম্যাডাম গেয়োঁ বলিয়াছেন, এই কার্য্য করিয়া আপনাদের কৃতিত্বের গর্ব্বে তাঁহারা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বিশপ ডারাটোঁর জীবন-চরিতে প্রকাশিত একখানি পত্রে লেখক বলিতেছেন, "এই বিষয়ের পাঁচখানি গ্রন্থ আমরা দগ্ধ করিয়াছি। আর বেশী হস্তগত করিবার আশাও নাই, কারণ এই জাতীয় পুস্তকের পাঠকপাঠিকাগণের গুপ্ত সমিতি আছে এবং তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে বরং তাহারা স্বহস্তে পুস্তকগুলি পুড়াইবে, তথাপি আমাদের হস্তে পড়িতে দিবে না।"

২৩

অসুস্থাবস্থায় একবার এক চিকিৎসকের সহিত ম্যাডাম গেয়োঁর ধর্ম্মালাপ হইয়াছিল। ধর্ম্মজীবনের মাহাত্ম্য সসম্মানে স্বীকার করিয়া চিকিৎসক বলিলেন যে কার্য্যব্যস্ততার জন্য তিনি ধর্ম্ম-বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করিতে পারেন না। ম্যাডাম গেয়োঁ বলিলেন যে মানবের কর্ত্তব্য কার্য্যের সহিত ঈশ্বরপ্রেমের তো কোন বিরোধ নাই; ভগবান আমাদিগকে যে কাজ দিয়াছেন তাহাকে আমরা আমাদের ধর্ম্মবিমুখতার কারণ বলিতে পারি না। ম্যাডাম গেয়োঁর কথায় এই কর্ম্মবিব্রতের জীবনে নূতন আলোক অবতীর্ণ হইয়াছিল।

একজন পুরোহিত কেবলমাত্র পদ্ধতিনির্দ্দিষ্ট প্রার্থনা আবৃত্তি করিয়া তৃপ্ত হইতে না পারিয়া নিজে স্বাধীনভাবে প্রার্থনা করিতেন। এই অপরাধে প্রকাশ্যপথে তাঁহাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করা হয়। এইরূপ নানা অত্যাচারের স্রোত বহিয়া চলিল।

এই পীড়ন হইতেও কল্যাণ উৎপন্ন হইত। কখনও কখনও পীড়নকারীগণের মধ্যেই কেহ আপন কৃত কার্য্যের নৃশংসতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চমকিয়া উঠিতেন। তখন তাঁহাদের অনুতাপনম্র পরিবর্ত্তিত হৃদয় সম্পূর্ণ ভিন্ন পথেই ধাবিত হইত। তাঁহারা নব ধর্ম্মান্দোলনের উৎসাহী সাধক হইয়া উঠিতেন।

সুযোগ হইলেই ম্যাডাম গেয়োঁ নিকটস্থ গ্রাম সমূহে তাঁহার কার্য্য করিবার জন্ম যাইতেন। একবার এইরূপ কার্য্যের পর জলপথে ফিরিবার সময় তাঁহারা বিষম ঝটিকার মধ্যে পতিত হইয়াছিলেন।

রোম হইতে ফিরিয়া আসিয়া ফাদার কোঁব্ টোনোঁতে একটি হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিলেন। স্থানীয় মহিলাগণ এই কার্য্যে তাঁহার সহায় ছিলেন। ম্যাডাম গেয়োঁ আনন্দের সহিত এই পুণ্যকর্ম্মে যোগ দান করিলেন। এই দয়াবতী মহিলাগণ রোগী ও তাহাদের অনাথপরিবারবর্গকে সাহায্য দান করিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই শুশ্রূষালয় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিল। তিন জন ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা এই কার্য্যে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়াদিলেন।

১৬৮২ এপ্রিল মাসে ম্যাডাম গেয়োঁ টোনোঁতে আগমন করিয়া ২ বৎসরের কিছু অধিককাল বাস করিয়াছিলেন। গুরুতর পীড়ার জন্ম তাঁহার স্থান পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইল। হ্রদ হইতে কয়েক মাইল দূরে একটি বাড়ীতে তিনি গমন করিলেন। সেই স্থানটি স্বাস্থ্যকর হইলেও, বাড়ীটি তাঁহার বাসের উপযোগী ছিল না। কিন্তু নানারূপ অসুবিধা সত্বেও এই ক্ষুদ্র দরিদ্র জনোচিত ভবনে ম্যাডাম গেয়োঁ যেমন শান্তি ও সন্তোষে বাস করিয়াছিলেন এমন আর কোন স্থানে ঘটে নাই।

এই স্থানে আসিয়াও তাঁহার প্রভাবের হ্রাস হইল না। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীগণ টোনোঁতে তাঁহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রতিপদেই পরাজিত হইয়াছেন, ফাদার লা কোঁব্ রোম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন—সেখানে ধর্ম্মদ্রোহিতার অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থাপিতই হয় নাই। চতুর্দ্দিক হইতে বিফল হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদল আক্রমণের নূতন পন্থা খুঁজিতে লাগিলেন। ফাদার কোঁব্ এখন আসিয়া ম্যাডাম গেয়েঁার সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই মিলনে যে শক্তি উৎপন্ন হইল তাহাকে দমন করিতেই হইবে।

বিরোধীবর্গ বিশপ ডার্রাটেঁার নিকটে অভিযোগ করিলেন যে ম্যাডাম গেয়োঁর প্রবর্ত্তিত প্রণালী দ্বারা চার্চ্চ বিপদ্গ্রস্ত হইতেছেন, তিনি যদি বিশপরূপে ইহার দমন চেষ্টায় কঠোর হস্ত প্রয়োগ না করেন তাহা হইলে বিশপের কর্ত্তব্য করা হইবে না।

বিশপ ডার্বাটেঁা আর নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারেন না। নূতন আন্দোলনে বাধাদান করিবার জন্য তিনি তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন পুরোহিতবর্গের মধ্যে আদেশ প্রচার করিলেন। শুধু তাহাই নহে—তিনি প্রকাশ করিলেন, ম্যাডাম গেয়োঁ এবং ফাদার লা কোঁব্কে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। ম্যাডাম গেয়েঁা বিশপের নিকটে পত্র লিখিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না।

ম্যাডাম গেয়েঁার কর্ম্মচেষ্টা ও তাহার সফলতা দেখিয়া শত্রুগণ আক্রোশে দগ্ধ হইতেছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে নিত্য নূতন অপবাদ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। নির্যাতনের কোন উপায়ই বাকী রহিল না। তাঁহার পরোপকার, তাঁহার বহুবিধ সৎকার্য্য, লোকের নিকটে তাঁহাকে প্রিয় করিয়া তুলিতেছে দেখিয়া বিশপ ডার্রাটেঁার অসন্তোষ বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন যে ম্যাডাম গেয়েঁা সকলকেই

আপনার দলে টানিয়া লইতেছেন। তাঁহার মত যদি তাঁহার মনেই আবদ্ধ থাকিত তাহা হইলে কথা ছিল না, কিন্তু এখন আর তিনি সহ্য করিতে পারেন না। ম্যাডাম গেয়োঁই শুধু নির্যাতিতা হইতে-ছিলেন এমন নহে, তাঁহার বন্ধুজনও লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইতেছিলেন।

জনকোলাহল হইতে দূরে কন্যাটিকে লইয়া দুই একজন পরি-চারিকার সহিত তিনি একান্তে বাস করিতেছিলেন। সেই সামান্য ভবনে পরম শান্তিতে দিন কাটিয়া যাইতেছিল। কিছুকাল এই খানেই যাপন করিবেন মনে করিয়া তিনি তদনুরূপ আয়োজন করিয়া-ছিলেন। কিন্তু এই বাধাহীন শান্তি বেশীদিন রহিল না। এখানেও উপদ্রব আরম্ভ হইল।

সকাল বেলায় উঠিয়া তিনি দেখিতেন, রাত্রিতে কে তাঁহার বাগানে প্রবেশ করিয়া লতাপল্লব বিশৃঙ্খল বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া গিয়াছে। সমস্ত রাত্রি তাঁহার বাড়ীর চতুর্দ্দিকে কোলাহল করিয়া লোক ঘুরিয়া বেড়াইত, ভয় দেখাইত যে বাড়ী ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে; প্রস্তরের আঘাতে জানালা ভাঙ্গিয়া দিত। আরও কত প্রকারে তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হইত তাহা গণনা করা কঠিন।

এই সময়ে বিশপ ডারাঁটোঁর নিকট হইতে এই আজ্ঞা আসিল যে ম্যাডাম গেয়োঁকে ঐ স্থান ছাড়িয়া যাইতে হইবে। তাঁহার মন এ সংবাদে কোনরূপ চাঞ্চল্য অনুভব করে নাই।

এইরূপে পুরোহিত, আচার্য্য ও সাধারণ লোকমণ্ডলী তাঁহার বিরুদ্ধে মিলিত হইয়াছেন ইহাতে তিনি ঈশ্বরের অভিপ্রায় দেখিতে পাইলেন। তিনি বুঝিলেন তাঁহার প্রভু তাঁহাকে অন্যত্র যাইতে ইঙ্গিত করিতেছেন। কিন্তু কোথায়? কোথায় তিনি যাইবেন? তাহা তিনি

জানেন না। সমস্ত চিন্তার ভার ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া তাঁহার মন অচঞ্চল শান্তিতে সমাহিত রহিল।

তিনি বলিতেছেন, "হে মহান,—আমার প্রেমের একমাত্র আস্পদ, তোমার যেটুকু কার্য্য করিতে আমরা সমর্থ হই তাহার জন্য, এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারে যে এইরূপ শান্ত অটল অবস্থা লাভ—ইহা ব্যতীত আর কোন পুরস্কার যদি না-ও থাকিত তবে তাহাই কি যথেষ্ট হইত না? * * * অটল অবস্থা বলিতে আমি ইহা বলিতেছি না যে যে অবস্থা হইতে বিচ্যুতি, পতন আর হইতে পারে না * *। পূর্ব্বের অবস্থার সহিত তুলনাতেই ইহাকে অটল বলিতেছি। সম্পূর্ণ ঈশ্বরার্পিত এইরূপ আত্মা দুঃখ-পীড়িত হইতে পারে, কিন্তু দুঃখ তাহাকে বাহিরে বাহিরে স্পর্শ করিয়া যায়, তাহার অন্তরকে মথিত করিতে পারে না। স্বার্থপরতা হইতে মুক্ত, ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত যুক্ত যে জীবন—তাহার ক্ষতি কেহই করিতে পারে না।"

লা কোম্বেও সমভাবে পীড়ন করা হইয়াছিল। নূতন ধর্ম্ম-প্রচারে তিনি ম্যাডামগেয়োঁর সহিত যুক্ত—তাঁহার বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ ইহাই। তিনিও বিশপকে পত্র লিখিলেন। তাঁহার পত্রের মর্ম্ম এই,—

"আপনার ইচ্ছানুসারে আমি আপনার অধিকারস্থ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিলাম, শুধু যে আপনার আদেশে যাইতেছি তাহা নয় কিন্তু ঈশ্বরের বিধান অনুসারেই আমার বিদায়ের সময় আসিয়াছে, সেই জন্য যাইতেছি। এই ব্যাপারে আপনি যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছেন তাহা স্বীকার করি, কিন্তু এই যন্ত্রদ্বারা কাজ করিতেছেন কে তাহা আমি ভুলি নাই। ঈশ্বরের আদেশে আমি আসিয়াছিলাম, ঈশ্বরের আদেশেই যাইতেছি।

"নূতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার মত আপনি জানেন, পূর্ব্বে তাহা আপনাকে বলিয়াছি এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া তখন আমার এই একান্ত কামনা ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে এই ধর্ম আপনার জীবনে সার্থকতা লাভ করুক।

"যে নিপীড়ন সহিয়াছি তাহার বিরুদ্ধে আপনার সপক্ষে কিছুই বলিব না। কিন্তু ইহা বোধ হয় আমি বলিতে পারি যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীগণ এমন বিষয়ের বিচারভার আপনাদের হস্তে লইয়াছেন যে বিষয়টি তাঁহারা বোঝেন নাই, কোনদিন যাহার সম্বন্ধে চিন্তা করেন নাই। তাঁহাদিগের বাক্যই বিশপ শুনিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগকে সে বিষয়ে কিছুই বলা হয় নাই। আমাদের সান্ত্বনা এই যে ঈশ্বরই এ সব ঘটিতে দিয়াছেন—ইহাই সকল অনুযোগবাণীকে স্তব্ধ করিয়া দেয়।

"আপনার অধীন চার্চ্চ হইতে যাহা নির্ব্বাসিত হইল সেই আধ্যাত্মিকতার জীবনকে তিনি (ম্যাডামগেয়োঁ) অন্যত্র লইয়া যাইবেন। আধ্যাত্মিক জীবন ব্যতীত, হৃদয়ের ধর্ম্ম ব্যতীত চার্চ্চের মূল্য কি? এবং চার্চ্চের জন্য পরিশ্রমেরই বা মূল্য কি? আপনি কেন এই সকল হইতে দিতেছেন? এই নূতন আন্দোলনের সমর্থনকারীগণ কেন নির্ব্বাসিত হইতেছেন? আমার অন্তর বলিতেছে যে আপনার আত্মার জন্য এবং যাহাদের আত্মার ভার আপনার হস্তে ন্যস্ত, তাহাদের মঙ্গলের জন্য আমি আমার জীবন দিতে পারি—কেন আপনি আপনার নিষেধবাণীর দ্বারা আমাকে আঘাত করিতেছেন? অন্তরে পরমেশ্বর যে কৃপা বর্ষণ করেন তাহা আপনি এবং আপনার ভিতর দিয়া অপর সকলে পূর্ণরূপে জানিতে পারুন—ইহা আমার বহু বৎসরের একাগ্র প্রার্থনা। আমি এখন অন্য স্থানে গমন করিতেছি।

সময় এবং স্থানের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু আমার হৃদয়ের গভীর প্রার্থনা চির-অপরিবর্ত্তিত। একদিন সে প্রার্থনার উত্তর পাইব বলিয়া আমি এখনও বিশ্বাস করি।"

অপরের ত্রুটি সহ্য করা পূর্ব্বে ম্যাডামগেয়োঁর পক্ষে কঠিন হইত। এখন তিনি সে সকলই সহজে সহ্য করিতে পারেন। দুঃখীর জন্য তাঁহার হৃদয় এখন সমবেদনায় অপূর্ব্বরূপে ব্যথিত।

অগ্রসর বলশালী আত্মা অপেক্ষা ধর্ম্মজীবনে নূতন প্রবেশার্থীর দোষ ত্রুটি তিনি অধিক ক্ষমার চক্ষে দেখিতেন। তাহাদিগকে তিনি সান্ত্বনার বাক্য শুনাইতেন, তাঁহার হৃদয় তাহাদের জন্য করুণায় ভরিয়া উঠিত। কিন্তু যাহারা অগ্রসর তাহাদিগের সহিত তাঁহার ব্যবহার দৃঢ়তর ছিল। তাঁহাদের চরিত্রের ত্রুটি তাঁহাকে অত্যন্ত আঘাত করিত, তাহার জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিতে হইত।

শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা দুর্ব্বলদিগের সহিত কথায় তিনি অধিকক্ষণ কাটাইতে পারিতেন। তিনি বলিয়াছেন যে ঈশ্বরের আজ্ঞায় সমস্তদিন নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণের সহবাসে যাপন তাঁহার নিকটে লোভনীয় কিন্তু শুধু আপন ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া একটিঘণ্টার নিমিত্তও সর্ব্বোত্তম ব্যক্তিবর্গের সহবাস লাভ করা বাঞ্ছনীয় নহে। ঈশ্বর যখন ইচ্ছা করেন যে আমরা নিভৃতে আমাদের ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে মহীয়ান করি, তখন যদি আমরা বড কাজ করিবার আকাঙ্ক্ষায়, ধর্ম্মবীর হইবার ইচ্ছায় চঞ্চল হইয়া উঠি, তাহা হইলে তাঁহার দয়া উপলব্ধি করিতে পারিব না। ঈশ্বরের নিয়মে সেণ্ট্ পল্ এক সময়ে তাম্বু নির্ম্মাণ করিতেন, সেই নিয়মেই তিনি অন্য সময়ে এথেন্সে Mars পর্ব্বতের উপরে ধর্ম্মবাণী প্রচার করিতেন। এই উভয় কার্য্যে সমভাবেই তিনি ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন।

২৪

১৬৮৩ অব্দে ম্যাডামগেয়োঁ তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের অভিজ্ঞতা, গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। ক্লান্ত হইয়া কিছুদিন তিনি বিশ্রামের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সময় তাঁহার ঈশ্বরের সহিত পূর্ণ যোগের আনন্দ-অবসর ঘটিযাছিল। তিনি লোক সঙ্গ ত্যাগ করিলেও লোকে কিন্তু অল্পদিনের জন্যও তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে চাহিত না।

কোন্ উপাযে ঈশ্বরের কাজ করিতে পারেন চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল, শারীরিক অসুস্থতার সময তিনি লেখনীকে ঈশ্বরের মহিমা প্রচারে নিযুক্ত করিতে পারেন। বহু চিন্তা ও পরীক্ষার পর তিনি ইহাকে ঈশ্বরেরই ইচ্ছা বলিযা বুঝিলেন। আপনাকে এই গুরুতর কার্য্যের অযোগ্য মনে করিলেও তখন আর কোন দ্বিধা করিযা তিনি বিলম্ব করিলেন না। তিনি 'Spiritual Torrents' নামক গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"এই উদ্দেশ্যে যখন লেখনী ধরিলাম তখন প্রথম কোন্ কথাটি লিখিব তাহা আমি জানিতাম না। বিষযটি আমার নিকটে অন্ধকার এবং রহস্যাবৃত ছিল, ক্রমে সমুদযই আমার মনের সম্মুখে প্রকাশিত হইতে লাগিল। উপযোগী চিন্তাসকল প্রচুররূপে এবং সহজ ভাবে আসিতে লাগিল। মুক্তি এবং শক্তি অনুভব করিয়া অন্তরের বিশ্বাসতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি একখানি সমগ্র পুস্তক লিখিতে সমর্থ হইযাছিলাম।"

ঈশ্বর হইতে আত্মার উৎপত্তি। পৃথিবীতে আসিযা নির্ম্মলতা হারাইলেও তাহার সেই মহাসাগরে ফিরিযা যাইবার ও চিরমিলনে মিলিত হইবার একটি সহজ প্রবণতা আছে।

যে ঈশ্বর হইতে এই আত্মা উৎপন্ন এবং যাহার সাদৃশ্যে ইহা গঠিত তিনি পবিত্র। যিনি পবিত্র, পবিত্রতা ব্যতীত অন্য কিছু তাঁহার প্রিয়

হইতে পারে না। পতিত আত্মা ঈশ্বরের কৃপায় যতই নির্ম্মল হয় এবং তাহার চরিত্র যে পরিমাণে ঈশ্বরের সাদৃশ্য লাভ করে ঠিক সেই পরিমাণে তাহার ঈশ্বরের সহিত মিলন প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হয়।

কিন্তু এই ফিরিবার প্রণালী বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন প্রকারের। সকল নদী একই গতিতে প্রবাহিত হয় না। কোন নদী প্রথমে ক্ষীণা, ক্রমে ধীরে ধীরে সে প্রবলতা লাভ করে। পথের মধ্যে কখনও বাধা আসে, কিন্তু বাধাকে অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার সে আপন স্বভাব প্রাপ্ত হয়। কিছুদিন পরে হয়তো বা সে অদৃশ্য হইয়া যায়, হয়তো কোন শুষ্ক মরুভূমি তাহার ক্ষীণ ধারাটিকে শুষিয়া লয়, কিংবা অন্য কোন নদীর প্রবল ধারার সহিত বা কোন হ্রদবক্ষে সে আপন গতিকে হারাইয়া ফেলে। সাগরে যাওয়া তাহার আর হয় না।

অন্য কোন নদী তাহা অপেক্ষা শক্তিশালী। বাণিজ্যধনে পূর্ণ ক্ষুদ্র বৃহৎ কত যান তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু অবশেষে সেও কোন উপসাগরে আপনার জলরাশি নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দেয়।

অন্য এক প্রকারের নদী আছে—সাগরে না আসিয়া সে থামে না। যাত্রাপথে কত বিঘ্নের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু বর্দ্ধিত বলে তরঙ্গাঘাতে সমুদয় বাধা ঠেলিয়া সে চলিয়া যায়। কত রত্নের ভার সে বক্ষে বহন করে কিন্তু তাহার গতি কখনও স্থগিত হয় না। তীরে কত বৃক্ষকে পুষ্পিত করিয়া তোলে কিন্তু তাহাদিগকে সুগন্ধে ও সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল রাখিয়া সে চলিয়া যায়। অনন্তের সহিত মিলন না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার শান্তি নাই, শ্রান্তি নাই। অবশেষে সকল বারির বারি যে মহাবারিনিধি তাহাতে আপনার জল মিশাইয়া দিয়া

সে কৃতার্থ হয়,—সে তাহারি অংশীভূত হইয়া পড়ে। বিশাল পোত সকল তাহার বক্ষে ভাসমান, বিশ্বের বাণিজ্যসম্পদ্ তাহার উপরে ভ্রাম্যমান।

তাঁহার 'Torrents' গ্রন্থে তিনি এই কথাগুলি সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

'একীভূত ইচ্ছা' এবং 'শুধু অনুগত ইচ্ছা' এ দুইকে তিনি পৃথক বলিয়াছেন। যেমন পুত্র আর ভৃত্য। ভৃত্য যাহা করে তাহা সে করিতে বাধ্য বলিয়া করে। তাহার ইচ্ছা প্রভুর ইচ্ছার বাধ্য। পুত্র যাহা করিতে বাধ্য তাহা সে শুধু করে তাহা নহে—করিতে ভালবাসে। তাহার ইচ্ছা শুধু বাধ্য অনুগত নয়, তাহা পিতার ইচ্ছার সহিত সম্মিলিত, একীভূত।

কিন্তু এই সম্মিলন লাভ করিতে হয় কিরূপে? জীবনকে স্বার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঈশ্বরকে তাহার কেন্দ্র করিলেই তাহা লাভ করা যায়। সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাতে নির্ভর স্থাপন করিলে এবং ঈশ্বর তাঁহার নিজের সময়ে, নিজের উপায়ে যাহা দেন তাহাই গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিলে সে জীবন লাভ করা যায়। মানুষ যখন এইরূপ জীবন লাভ করে তখন যে বন্ধনে সে জড়িত তাহার শক্তি বুঝিতে পারে। এই বন্ধন তাহাকে সংসারের ধূলায় লুটাইয়া রাখিয়াছে। যতই ইহা হইতে সে মুক্ত হইবে ততই বিশ্বাসে শক্তিশালী হইবে এবং ঈশ্বরের সহিত মিলনের উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিবে।

বিশ্বাসের প্রথম অবস্থায় মানুষ ঈশ্বরকে লক্ষ্যপথে রাখিয়া জীবন যাপন করে সত্য, কিন্তু সে জীবন পূর্ণ নহে। তখন সে ঈশ্বরকে ভালবাসে কিন্তু ঈশ্বরের দানকে দাতার অপেক্ষা অধিকতর প্রীতির

চক্ষে দেখে ঈশ্বরের বিধানকে সাধারণতঃ স্বীকার করিলেও এবং ভালবাসিলেও, দুঃখের বেশে যখন সে বিধান আসিযা দেখা দেয, তখন তাহার চাঞ্চল্য ও বিদ্রোহ প্রকাশিত হইযা পড়ে। ঈশ্বরের কার্য্য করিবার জন্য তাহার আগ্রহ-চাঞ্চল্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য কি এবং কোন্ সময়েই বা সেই কার্য্য করিতে হইবে—এবিষযে তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিযা থাকিবার মত শান্তনম্রতা তাহার থাকে না।

দ্বিতীয অবস্থায,—জীবন যখন উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়—তখন সে এই দোষগুলি হইতে মুক্ত হয়, কিন্তু তথাপি অন্য ক্রটি থাকে। তখন সে অনেক পরিমাণে মানুষের উপরে নির্ভর করিযা চলে; বিরুদ্ধ সমালোচনা তাহাকে ক্ষুণ্ণ করে, প্রশংসায় সে বল লাভ করে। কিন্তু এ অবস্থাও ঈশ্বরেরই ব্যবস্থা। তিনি একে একে সকল আশ্রযই ভাঙ্গিযা দেন, অবশেষে মানুষ সেই এক আশ্রযের শরণ লয।

এই সকল অবস্থা ম্যাডাম গেয়োঁ প্রধানতঃ নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই বর্ণনা করিয়াছেন।

টোনোঁ ত্যাগ করিযা নানাকারণে টিউরিন্ যাত্রা স্থির হইল। টিউরিন্ পিড্মণ্ট (Piedmont) এর রাজধানী, জেনেভা হইতে ৩৫ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে দরিযা (Doria) এবং পো (Po) নদী সঙ্গমে আল্প্সের পাদমূলে অবস্থিত।

গৃহহীন, আশ্রযহীন, স্থান হইতে স্থানান্তরে বিতাড়িত। আবার পথে বাহির হইলেন। বন্ধুগণের নিকটে তাঁহার জন্য একটু আশ্রয় স্থান ছিল না, তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহারা লজ্জিত ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে সাধারণ অভিযোগ উত্থিত হইবার সময় তাঁহারা প্রকাশ্যেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেন। আশ্রয় "আমার আত্মীয

পরিজনের মধ্যেও ছিল না। তাঁহাদের অনেকেই আপনাদিগকে আমার শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিতেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারাই আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিপীড়িত হইতাম। অপর কেহ কেহ আমাকে ঘৃণা ও ভয়ের চক্ষে দেখিতেন। সকলে পরিত্যাগ কবিলে জোব (Job) এর যে অবস্থা হইয়াছিল আমার অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছিল। কিংবা হয় তো ডেভিড্‌এর সহিত আমি বলিতে পারিতাম— "তোমারি জন্য আমি গঞ্জনা সহ্য করিয়াছি। লজ্জা আমাব মুখকে আবৃত কবিয়া ফেলিয়াছে, আমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে আমি অপরিচিত, সহোদরগণের নিকট পর। আমি সকলেব উপেক্ষিত, মানবের অভিসম্পাৎ।"

ফাদাব লা কোঁব্‌ তাঁহার যাত্রার সঙ্গী ছিলেন। অপব একজন ধর্ম্ম প্রচারক ও ১৪ বৎসর বয়স্ক একটি বালকও এই দলে মিলিত হই-লেন। ম্যাডাম গেয়োঁর সঙ্গে কন্যা ও পরিচারিকা ছিলেন। ফ্রান্সে গৃহত্যাগেব সময হইতে এই পরিচারিকা তাঁহাব অনুবর্ত্তিনী। তাঁহার আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের ইনি একজন শিষ্যা। ম্যাডাম গেয়োঁকে তিনি জননীব ন্যায় মনে কবিতেন এবং চিরজীবন তাঁহার শ্রম ও দুঃখেব অংশ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। মুক্তির পথ মুক্ত থাকিলেও তিনি দীর্ঘ কারাবাসেব সময়ও ম্যাডাম গেয়োঁকে পরিত্যাগ করেন নাই।

টিউরিন্‌এ আশ্রয়স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। মারশিয়নেস্ অব্ প্রুনে (Marchioness of Prunai) তখন টিউবিন্‌এ বাস কবিতেছিলেন। শুধু পদমর্য্যাদায় নহে মানসিক শক্তি ও ধর্ম্মভাবেও এই নারী সমুন্নত ছিলেন। তাঁহার জীবনটি দুঃখ ছায়াছন্ন ছিল। তরুণ বয়সে বিধবা হইয়া রাজভবনের কোলাহল ত্যাগ করিয়া তিনি একান্তে শান্তজীবন যাপন কবিতে ছিলেন।

দূর হইতে ম্যাডাম গেয়োঁর কথা শুনিয়া তাঁহার মন বেদনায় ভরিয়া উঠিতেছিল। টোনোঁতে তাঁহার পীড়া ও কষ্টের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার নিকটে আসিয়া বাস করিতে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে এক পত্র লেখেন। দ্বিতীয় পত্রে ফাদার কোঁবকেও আসিবার জন্ম আগ্রহের সহিত অনুরোধ করেন।

সেই পীড়িত অত্যাচারিত অবস্থায় এই সহৃদয় আহ্বানকে তাঁহারা ঈশ্বরের ইঙ্গিত বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। পৃথিবীর অভিশাপ এবং বিশ্বপতির আশীর্ব্বাদ লইয়া তাঁহারা টোনোঁ ত্যাগ করিলেন।

টিউরিন্‌এ মারশিয়োনেস্ (marchioness) তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন। ফাদার কোঁব্ সেস্থানে অল্পদিনই রহিলেন। বার্সেল (vercell) এর বিশপের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তিনি ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী এক সহরে গমন করিলেন।

ম্যাডাম গেয়োঁ বুঝিলেন টিউরিন্ তাঁহার স্থায়ী কর্ম্মক্ষেত্র নহে, ইহা তাঁহার আশ্রয় ও বিশ্রাম স্থান। তথাপি আপন কার্য্য হইতে এখানেও বিরত রহিলেন না। দুইজন ধর্ম্ম প্রচারককে তিনি শুধু বাহ্যকর্ম্ম হইতে নিরস্ত করিয়া আন্তরিক সাধনের পথে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রথমে এই আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের প্রবল ঘৃণা ছিল। তাঁহাদের মধ্যে একজন ম্যাডাম গেয়োঁর বিরুদ্ধে বহু নিন্দা প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনাদের ভ্রান্তি বুঝিবার পর তাঁহারা সম্পূর্ণ নূতন জীবন লাভ করিলেন।

ম্যাডাম গেয়োঁর লেখনী অবিচ্ছেদে চলিতেছিল। প্যারীতে, জেক্স্‌এ, টোনোঁতে, টিউরিন্‌এ আশ্রমে, কারাগারে, স্বদেশে, বিদেশে কোথাও আর তাহার বিরতি হয় নাই। তাঁহার পত্র লেখারও অন্ত

ছিল না। তাঁহার পত্র লাভের সৌভাগ্যগৌরব হইতে ধনী, দরিদ্র, ধর্ম্মহীন, ধার্ম্মিক কোন শ্রেণীর লোকই বঞ্চিত হন নাই।

ধর্ম্মশিক্ষকদের বিষয় তিনি বলিয়াছেন যে তাঁহারা যখন মানুষের দৃষ্টিকে শুধু আচার নিয়ম পালনের প্রতিই আকর্ষণ করেন তখন তাহার ফল অতি অল্পই হয়। কৃষক হলচালনা করিতে করিতে ঈশ্বরের সহিত যোগ অনুভব করুক, কর্ম্মক্লান্ত শিল্পী ঈশ্বরেই বিশ্রাম লাভ করুক ও তাঁহা হইতে অক্ষয় ফল সংগ্রহ করুক। পাপ নির্ব্বাসিত হইবে, ধর্ম্মসমাজ নূতন হইয়া উঠিবে, প্রভু যীশু শান্তিতে সর্ব্বত্র রাজত্ব করিবেন। হায়, অন্তরের ধর্ম্মের প্রতি অবহেলা বশতঃ কি বর্ণনাতীত ক্ষতিই সহিতে হইতেছে। যাহারা এই গুপ্ত ধনের সন্ধান পাইয়াও প্রতিবেশীর নিকট হইতে তাহা লুকায়িত রাখিয়াছে, ঈশ্বরের নিকটে তাহাদিগকে কি ভয়ঙ্কর জবাবই দিতে হইবে।

ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে প্রবেশার্থী এক যুবককে তিনি একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহা হইতে উদ্ধৃত করা গেল,—

"যে মহান, গুরুতর, দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্যে তোমার আহ্বান আসিয়াছে সে কাজ করিতে গেলে প্রদর্শনের ভাবকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, অর্থাৎ, উপদেশ দান কালে তোমার মেধা, তোমার শিক্ষা, তোমার বাগ্মিতা প্রকাশেরই উদ্দেশ্য যেন কখনই তোমার মনে না থাকে। আড়ম্বরহীন নিতান্ত সহজ ভাবে ধর্ম্মোপদেশ দান করিও।

"কেমন করিয়া উপদেশ দান করিবে তাহার চেয়ে আরও বড় কথা—কি উপদেশ দান করিবে। কেমন করিয়া উপদেশ দিবে সে বিষয়ে যেমন, কি উপদেশ দিবে সে বিষয়েও তেমনি সতর্ক থাকিবে। স্বর্গরাজ্যের বিষয় ব্যতীত আর কিছুই বলিও না, এবং এই রাজ্যকে সুদূরের বস্তু বলিয়া বর্ণনা করিওনা—ইহা নিকটের। দূরে

নয়, পরে নয়—এখানেই এখনই তাহাকে লাভ করিতে হইবে, উপলব্ধি করিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিও হৃদয়ের প্রতি। শুধু বাহিরের বিধি নিষেধের শাসন না মানিয়া লোকে যদি অন্তরে বিশ্বাসভরে স্বর্গরাজ্যের অন্বেষণ করে তবে তাহা লাভ করা সুনিশ্চিত।

"সতত স্মরণ রাখিও যে মানবাত্মা উদ্দিষ্ট হইয়াছিল জীবন্ত ঈশ্বরের অধিষ্ঠানমন্দির হইবার জন্য। মানবহস্তগঠিত মন্দির অপেক্ষা অনন্তকালস্থায়ী এই মন্দিরমধ্যে বাস করিতে ঈশ্বর অধিক আকাঙ্ক্ষা করেন। এ মন্দিরের নির্ম্মাতা তিনি স্বয়ং। আমরা যদি এ মন্দিরে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিই, তিনি ইহার চির-পুরোহিত হইয়া অধিষ্ঠান করেন। মানবহৃদয়ে আসিয়া বসতি করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়া আছেন—শুধু মানুষেরও যদি সেই আকাঙ্ক্ষা থাকে! মানুষেরও কিছু করিবার আছে। তাহাদিগকে স্থির, প্রার্থনাপরায়ণ এবং সংসারবন্ধন-মুক্ত হইতে শিক্ষা দাও।

"উপদেশকে যদি যথার্থই ফলপ্রদ করিতে চাও তাহা হইলে তোমার উপদেশ যেন প্রেম ও ঈশ্বরের আনুগত্য প্রসূত হয়। যাহা বলিবে তাহা যেন তোমার অন্তরের অভিজ্ঞতা হয় এবং বিশ্বাস-পরায়ণ পবিত্র হৃদয় হইতে যেন তাহা উৎসারিত হইয়া আসে। আর ইহা যদি হয় তাহা হইলে, আমি মনে করি, তোমার উপদেশে বিরোধের ভাব থাকিবে না। বিরোধ-ভাব পরিত্যাজ্য। বিরোধ-পরায়ণ ব্যক্তি যখন মনে করিতেছেন যে তিনি সত্য উচ্চারণ করি-তেছেন, তীব্র সাম্প্রদায়িকতা বশতঃ তখনও মিথ্যা বলিবার সম্ভা-বনাই তাঁহার অধিক। আমি যতদূর বুঝিতে পারি, হৃদয়কে শুষ্ক ও সংকীর্ণ করিবার পক্ষে বিরোধের ন্যায় আর কিছু নাই।

"আর একটি কথা বলিতে আমি পারি কি? তুমি তোমার

সময়ের একাংশ (ক্ষুদ্র অংশ নহে) নিভৃতে ঈশ্বরের সহিত যোগে কাটাইবে। ইহা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়, বিশেষতঃ তোমার কর্ম্মের প্রথম অবস্থায়। অগ্রে তোমার আপন আত্মা ঈশ্বর-ভাবে পূর্ণ হউক, তবেই সেই পরম পরিপূর্ণতা অপরকে দান করিবার মত অবস্থায় তুমি আসিবে—তৎপূর্ব্বে নহে। নিজের যাহা নাই, মানুষ তাহা অপরকে দান করিতে পারে না। কিংবা যাহার প্রসাদলাভ অল্প-পরিমাণে ঘটিয়াছে সে যদি অপরকে তাহা হইতে দান করিতে যায় তাহা হইলে তাহার নিজের পক্ষে অত্যাবশ্যক অংশই অপরকে বিলাইয়া দেওয়া হয়। সেই মহানির্ঝরের সহিত অগ্রে সে যুক্ত হউক, তৎপরে শূন্য না হইয়া নিয়ত সে দান করিতে পারিবে।

"কেবলমাত্র ঈশ্বরের মহিমা অন্বেষণ যখন বক্তার লক্ষ্য থাকে এবং যখন তিনি শুধু ঈশ্বরের ভাবদ্বারা পরিচালিত হন তখনকার ফল কি আশ্চর্য্য—কি আনন্দের! এই ভাবে উপদেশ দান করিও তোমার নিজের ও অপরের কল্যাণ হইবে। এইরূপ দানে নিঃস্ব না হইয়া তুমি উত্তরোত্তর ঈশ্বরদ্বারা পূর্ণ হইতে থাকিবে। তাঁহার মহিমাবর্দ্ধন ব্যতীত যখন আমাদের আর কোন আকাঙ্ক্ষা না থাকে, যখন আপনার দিকে না তাকাইয়া তাঁহার দান অপরকে বিতরণ করিতে থাকি তখন আমাদিগকে প্রচুররূপে দান করিতে তিনি ভালবাসেন।

"কিন্তু লোকে যখন অন্য উদ্দেশ্য লইয়া উপদেশ দান করে তাহার ফল কি দুঃখজনক হয়! তাহারা মুখে ঈশ্বরের স্তুতি করে, কিন্তু তাহাদের হৃদয় তাঁহা হইতে বহুদূরে। ইহাতে অপরের ক্ষতি অপেক্ষা তাহাদের নিজেদের ক্ষতিই অধিক।

"এই প্রার্থনা লইয়া আমি শেষ করি যে এসব বিষয়ে ঈশ্বর তোমাকে উপদেশ দান করুন।—শুধু তাহাই নহে, এমন স্থানে তোমায় প্রতিষ্ঠিত করুন যেখানে ঈশ্বরের মহিমা এবং তোমার নিজের স্বার্থ এক।"

স্বপ্নে একদিন তিনি দেখিলেন যে সম্মুখে মহাসাগর বিস্তৃত। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জলরাশি গর্জ্জন করিতেছে। সমুদ্রের মধ্যে দুরধিগম্য একটি দ্বীপ। সে দ্বীপে উত্তরণ সহজসাধ্য নহে, কারণ জলের উপরিভাগ হইতে তীর অত্যন্ত উচ্চে। দ্বীপের মধ্যস্থল উন্নত ও সৌন্দর্য্যমণ্ডিত। কে তাঁহাকে সেইদিকে লইয়া যাইতেছিল। শুনিলেন স্থানটির নাম লেবানন (Lebanon)। সিডারবৃক্ষের বন ও নানারূপ বৃক্ষের শ্যামলতার মধ্য হইতে কুটীরগুলি দেখা যাইতেছে। ইচ্ছা থাকিলেই সেখানে প্রবেশ করা যায়। বিশ্রামের আসন সেখানে প্রস্তুত। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য হইতে এখানকার সৌন্দর্য্যের ভিন্নতা অনেক। এ সৌন্দর্য্য স্বর্গীয়—পবিত্রতায় পূর্ণ। বৃক্ষশাখায় পাখী গান গাহিতেছে—অদৃশ্য শত্রুর নিষ্ঠুর লক্ষ্যের আশঙ্কায় তাহারা সচকিত নহে। মেষশিশু এবং ব্যাঘ্র একত্রে বিচরণ করিতেছে।

এমন সময় তিনি দেখিলেন যে তাঁহার প্রভু ভগবান যীশু সেইস্থানে উপস্থিত। তিনি নিকটে আসিলেন—তাঁহার হাত ধরিলেন—কথা কহিলেন। দিকে দিকে ব্যাপ্ত অসীম জলরাশি, বিষম আবর্ত্ত, পর্ব্বতের বাধা ও তাহার মধ্যে সংগ্রামপরায়ণ কয়েকটি মানুষের দিকে তাঁহার প্রভু তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। লোকগুলি দ্বীপেরদিকে আসিতেছিল। বোধ হইতেছিল কেহ কেহ তরঙ্গসংঘাতে নিতান্ত বিব্রত ও অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি অতলজলে মগ্ন হইয়া কেহই মরিতেছে না। তাঁহার দেবতা বলিলেন

যে বিশেষ করিয়া ইহাদিগকেই তাঁহার সমবেদনা ও সাহায্য দান করিতে হইবে।

এই স্বপ্নে তাঁহার মন সান্ত্বনায় পূর্ণ হইল। কম্পিতচরণ, স্খলিতপদ অসহায়ের দুর্ব্বল হাতখানা ধরিয়া লইবার কাজই যে তাঁহার, এ বিশ্বাস তাঁহার মনে দৃঢ় হইল। স্বপ্নের স্মৃতি বহু দিন তাঁহার জীবনকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছিল।

২৬

টিউরিন্ চিরদিনের কার্য্যক্ষেত্র নহে তাহা তিনি জানিতেন। তথাপি এই কয়মাস তিনি কাজ করিয়াছেন এবং সে কার্য্য নিষ্ফলও হয় নাই। কিন্তু এক বাধা ছিল—ইটালীয় রীতিনীতি ও ভাষা। তাঁহার স্বদেশ প্রচলিত রীতিনীতি ও ভাষা হইতে তাহা এতই ভিন্ন যে অসুবিধায় পড়িতে হইত। বোধ হয় এই কারণে কিংবা অন্য কারণে তিনি দেখিলেন যে তাঁহার মন পুনরায় তাঁহাকে মাতৃভূমি ফ্রান্সের দিকে টানিতেছে। ফ্রান্সে তিনি জন্ম লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মনে হইল, সেই স্থানই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র ও দুঃখের অশ্রুপাতের ভূমি হইবে ইহাই বুঝি বিধাতার নির্দ্দেশ।

ইটালী এসময় তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। বাহ্যানুষ্ঠানের কঠিন শৃঙ্খলে সে দেশবাসীর হস্তপদ দৃঢ়বদ্ধ। ফ্রান্সের অবস্থা প্রায় সেইরূপ হইলেও তুলনায় তাহার বন্ধন একটু শিথিল।

এ ক্ষেত্রে অন্যের চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। মাইকেল ডি মলীনোস্ (de molinos) তাঁহার অকলঙ্ক চরিত্র ও শুভ্র জীবনখানি লইয়া ইটালীতে ধর্ম্ম-শিক্ষক ও সংস্কারকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। স্পিরিচুয়ালগাইড্ (Spiritual guide) নামক পুস্তকে তিনি তাঁহার

ধর্ম্মমত প্রকাশ করিয়া লিখিয়া ছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় এই পুস্তকখানির ২০টি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের মত অনেক বিষয়ে ম্যাডাম গেয়েঁার মতের অনুরূপ। বাহ্যানুষ্ঠান প্রধান ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া তিনি বিশ্বাসের পথকেই পরম পন্থা, বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইটালীর নানা অংশের ধার্ম্মিকব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক তাঁহার মত সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু এ অবস্থা বহুদিন স্থায়ী রহিল না।

সমাজের সজাগদৃষ্টি ইঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। শত শত ব্যক্তির সহিত মলীনোস্ কারারুদ্ধ হইলেন। কারাবন্দীগণের মধ্যে জ্ঞানী গুণী মানী ব্যক্তির অভাব ছিল না। কাউণ্ট (Count) এবং কাউণ্টেস্ ভেস্পিনিয়ানি (Countess Vespiniani) ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন। বিচারকসমক্ষে ধর্ম্মপ্রাণা কাউণ্টেসের নির্ভীক সতেজ উক্তি, সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। তিনি বলিযা ছিলেন যে পুবোহিতের নিকটে পাপ স্বীকাব * করিযা বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা তিনি প্রতারিত হইযাছেন। এখন, সম্মুখে অপমানকর মৃত্যুভয সত্ত্বেও, তিনি কহিতেছেন—আর কখনও তিনি কোনও পুরোহিতের নিকটে পাপ স্বীকার করিবেন না। একমাত্র ঈশ্বরের নিকটে তিনি আপনার কথা ব্যক্ত করিবেন।

বিচারকর্ত্তৃগণ এই অদ্ভুত সাহসে হতবুদ্ধি হইলেন। তাঁহাদের ন্যায় উচ্চপদস্থ ব্যক্তির প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করিতে সাহস না করিয়া তাঁহারা অপর কয়ব্যক্তিসহ কাউণ্ট ও কাউণ্টেস্‌কে মুক্তি দিলেন। যাঁহার অনিন্দ্য জীবন এবং গভীর ধর্ম্মভাব এই আন্দোলনের

* রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা একটি অত্যাবশ্যক ধর্ম্মানুষ্ঠান।

মূলে তিনি অবশ্যই মুক্তি লাভ করেন নাই। মলীনোস্ এর পুস্তক বিধিমত পরীক্ষিত হইল এবং বিচারে স্থির হইল তিনি অপরাধী। সে পুস্তক যাঁহার নিকটে পাওয়া গেল তাঁহাকেই বিশেষ পরীক্ষা করা হইল। মলীনোস্কে রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কোন ফল হয় নাই। বহুবৎসর তিনি মনের শান্তিতে শান্ত-ভাবে কঠোর কারাবাসে যাপন করিয়াছিলেন। অবশেষে কারা কক্ষেই তাঁহার আত্মা চিরমুক্তি লাভ করে।

ম্যাডাম গেয়োঁ সে সময়ে এ আন্দোলনের কথা বিশেষ কিছু না জানিলেও তিনি বুঝিলেন যে এখানে কার্য্য সার্থক হইবে না।

১৬৮৪ অব্দে তিনি টিউরিন্ হইতে ফ্রান্স উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। টিউরিন্ হইতে শত মাইল উত্তরপশ্চিমে (Grenoble) গ্রেনোব্‌ল্ একটি বিখ্যাত সহর। এখানে তাঁহার এক ধর্ম্মপরায়ণা বন্ধু বাস করিতেন। তাঁহার আগ্রহে ম্যাডাম গেয়োঁ গ্রেনোব্‌ল্ এ অবতরণ করিয়া কিছু দিন সেখানে যাপন করিলেন। কন্যাকে পরিচারিকাসহ এক কন্‌ভেণ্টে প্রেরণ করিয়া তিনি নিজে একজন দরিদ্র বিধবার বাড়ীতে একখানি কক্ষ ভাড়া করিয়া রহিলেন।

ম্যাডাম গেয়োঁ কাহার সহিত অগ্রে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন না, বা আলাপ করিতেন না। তাঁহার রীতিই ছিল ভিন্ন প্রকারের। তিনি মনে করিতেন ধর্ম্ম লইয়া বিলাইবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইবার আবশ্যক নাই, তাহাতে বিশ্বাসের অভাব প্রমাণিত হয়। প্রতীক্ষা করা চাহিয়া থাকা, প্রার্থনা করা, কাজ করিয়া যাওয়া এই তাঁহার আদর্শ।

গ্রেনোব্‌ল্ এর একটি নির্জ্জন কক্ষে তিনি তাঁহার প্রিয়তমের সহবাসে দিন যাপন করিতেন। সে সহরের একটি মাত্র পরিবার

ব্যতীত কাহারও সহিত তাঁহার আলাপ ছিল না, কেহ তাঁহাকে জানিত না। কিন্তু "ম্যাডামগেয়োঁ আসিয়াছেন" এ সংবাদ শীঘ্রই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং কয়েকদিনের মধ্যে সহরের প্রধান ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। ধর্ম্মভ্রষ্টারূপে তিনি স্থান হইতে স্থানান্তরে তাড়িত হইয়া ফিরিলেও, প্রকৃত ধর্ম্মাত্মার হৃদয় তাঁহার নিকটে শ্রদ্ধা প্রীতিতে নত হইতে কখনও কুণ্ঠিত হয় নাই। তাঁহারা শুধুই শ্রদ্ধা ও সমবেদনা প্রকাশ করিতে আসিতেন তাহা নহে, অনেকে তাঁহার নিকট উপদেশ প্রার্থী হইয়া আসিতেন। ম্যাডাম গেয়োঁর কথায় তাঁহাদের অন্তরে দিব্যালোক আবির্ভূত হইত। তাঁহারা অপরের নিকটে তাঁহার কথা বলিতেন, এইরূপে দর্শনার্থীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

"নিকট, দূর, চারিদিক হইতে লোকেরা আসিত। পুরোহিত, বৈরাগী সন্ন্যাসী, সংসারী ব্যক্তি, কুমারী, সধবা, বিধবা, সকলে একে একে আমি কি কহিতেছি শুনিতে আসিতেন। তাঁহারা এতই আগ্রহ অনুভব করিতেন যে কোন কোন দিন সকাল ৬টা হইতে সন্ধ্যা ৮টা পর্য্যন্ত ঈশ্বরের কথা কহিতে আমি সম্পূর্ণ ব্যাপৃত থাকিতাম।" তিনি যাহা বলিতেন তাহা যে পূর্ব্ব হইতে চেষ্টা চিন্তা করিয়া ঠিক করিয়া রাখিতেন তাহা নহে, বলিবার সময় হইলে যেন ঈশ্বরের নিকট হইতে শুনিয়া শুনিয়া তিনি বলিয়া যাইতেন। "ঈশ্বর আমার সঙ্গে ছিলেন। যাঁহারা আসিতেন তাঁহাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা ও অভাব বুঝিবার ক্ষমতা তিনি আমাকে আশ্চর্য্যরূপে দান করিতেন। অনেক আত্মা এই সময়ে ঈশ্বরের নিকটে নত হইয়াছিল। তাহাদের সংখ্যা যে কত তাহা ঈশ্বরই জানেন। মনে হইত কাহারও কাহারও

পরিবর্ত্তন যেন মুহূর্ত্তেই হইয়া যাইতেছে। * * প্রভুর এই কার্য্য বাস্তবিকই আশ্চর্য্য।"

অনেকে আসিয়া তাঁহার নিকটে শিশুরন্যায় আপনাদের হৃদয় মুক্ত করিয়া দিয়া দুঃখ দুর্ব্বলতা অক্ষমতা অসঙ্কোচে সকলই ব্যক্ত করিত। তিনি ঈশ্বরের নিকটে বল ভিক্ষা করিয়া লইতেন, তাহারপর একত্রে সংগ্রামের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেন। ইহাতে বিস্ময়কর ফললাভ হইত।

এই সব ঘটনায় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি জাগ্রৎ হইয়া উঠিল। একজন নারীর এত প্রভাব তাঁহাদের পক্ষে বিরক্তিকর।—

"ঈশ্বরের দিক হইতে না দেখিয়া শুধু কাজ গুলিকেই তাঁহারা দেখিয়া ছিলেন। যে যন্ত্র ইচ্ছা করেন ঈশ্বর তাহাই ব্যবহার করেন। যন্ত্রের প্রতি অবজ্ঞাবশতঃ যন্ত্রের মধ্য দিয়া যে কল্যাণ ও করুণা আসিতেছে তাঁহারা তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতেও ভুলিয়া গিযাছিলেন।" কিন্তু তাঁহার সহিত কথা কহিবার পর বিরোধী গণের মধ্যেও অনেকের পরিবর্ত্তন হইত। একজন বলিয়াছেন যে, তাঁহার উপদেশ যতই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই মনের মধ্যে অতৃপ্তির আগুন জাগিয়া উঠিল। তিনি কি করিবেন বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। লেখাপড়া, বিধিবদ্ধ প্রার্থনার আবৃত্তি ও অন্য সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। ম্যাডাম গেয়োঁ তাঁহার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার কল্যাণের জন্য সচেষ্ট হইলেন। ঈশ্বরের করুণাধারা অবতীর্ণ হইল। গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ ভূমি যেমন বক্ষ পাতিয়া দিয়া বর্ষাধারাকে গ্রহণ করে তাঁহার তৃষিত আত্মা সেইরূপ আগ্রহে ম্যাডাম গেয়োঁর উপদেশবাণী গ্রহণ করিতে লাগিল। সকল কর্ত্তব্য তাঁহার নিকটে সহজ ও আনন্দের হইয়া উঠিল।

তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ কত নরনারী তাঁহার উপদেশ প্রার্থী হইয়া আসিতেন। এই সময় তিনি "A short method of prayer" নামক পুস্তক রচনা করেন। বিশেষ করিয়া এই নবজীবন প্রাপ্ত আত্মা সমূহের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী, ধর্ম্মযাজক, সৈনিক, সংসারী নরনারী সকল শ্রেণীর লোকই ছিলেন। এই অন্তরের ধর্ম্মের পথে যাঁহারা একবার আসিতেন প্রায়ই তাঁহারা চিরজীবনের জন্যই আসিতেন। শত পরীক্ষা তাঁহাদের দৃঢ়তাকে বিচলিত করিতে পারিত না।

এই সমস্ত ঘটনা ১৬৮৫ সালের। আর একটি বিশেষ ঘটনা এই সময় ঘটে। সেই সহরের কন্‌ভেন্ট্‌ বাসিনী এক সন্ন্যাসিনী ৮বৎসর ব্যাপিয়া ঘোর বিষাদের মধ্যে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার যে কি হইয়াছে কেহ জানিত না, কেহ বুঝিত না। তিনি নিজেও বুঝিতে পারিতেন না, কিন্তু অন্তরের দুরপনেয় বিষাদ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল।

ম্যাডাম গেয়োঁ তাঁহাকে জানিতেন না, কোনদিন সে কন্‌ভেণ্টে পদার্পণ করেন নাই। আহ্বান না আসিলে তিনি কখনও কাহারও নিকটে যাইতেন না। সর্ব্ববিষয়ে ভগবানের দ্বারা চালিত হইবার জন্য তিনি অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন, আপনা হইতে কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না।

একদিন সূর্য্যাস্তের পর গ্রীষ্ম কালের একটি দীর্ঘ দিনের অবসানে সেই কন্‌ভেন্ট্‌এর কর্ত্রীর নিকট হইতে আহ্বান আসিল। সেখানে গিয়া ম্যাডাম গেয়োঁ শুনিলেন সেই শোকার্ত্তা ভগিনীর জন্যই তাঁহাকে ডাকিয়া আনা হইয়াছে। হতভাগিনী আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য আকুল আগ্রহ এবং বাহিরের আচার নিয়ম পালন, কৃচ্ছ্রসাধনদ্বারা তাঁহাকে লাভ করিবার চেষ্টা রমণীকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। ধর্ম্মের জন্য কোন কঠোর সাধনই তিনি অবশিষ্ট রাখেন নাই, কিন্তু তাহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে এই উপায়ে তাঁহাকে লাভ করা অসম্ভব। অথচ শিশু-কাল হইতে এই পথে চলিতেই তিনি অভ্যস্ত। এতদ্ভিন্ন অন্য পথ যে আছে তাহা তিনি জানেনও না—মনে করিতেও পারেন না, অথচ তাঁহার হৃদয় বলে যে এপথ প্রকৃত পথ নয়। বাহিরের সহিত অন্তরের এই সংগ্রামে তিনি ক্ষত বিক্ষত হইতে ছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি ম্যাডাম গেয়োঁর সাহায্য প্রার্থনা করিতে পরামর্শ দান করিলেন।

সকল কথা শুনিবার পর বিষয়টি আরও ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য তিনি আপনার হৃদয় দেবতার নিকট নিবেদন করিলেন। হৃদয়ে তাঁহার আলোক অবতীর্ণ হইল। সেই আলোকে সব পরিষ্কার হইয়া গেল। তখন তিনি কি বলিলেন, কি করিলেন তাহা কেবল তিনিই জানেন, কিন্তু শোকার্ত্তার দীর্ঘ দুঃখের অবসান ঘটিল। বাহিরের যোগ্যতাদ্বারা বাহিরের ক্রিয়াকর্ম্মের আড়ম্বরদ্বারা যে ঈশ্বরকে ক্রয় করা যায় না, তাঁহাকে পাইতে হইলে যে তাঁহারই উপরে নির্ভর করিতে হয়—এ সব কথা শুনিয়া তিনি মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। তাঁহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সকলের বিস্ময়ের বিষয় হইল।

টোনোঁর ন্যায় গ্রেনোব্‌লুএ ও ম্যাডাম গেয়োঁর চেষ্টায় একটি হস্পিটাল (hospital) এর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাহার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট আয় ছিল না, ঈশ্বরের উপর নির্ভরই তাহার একমাত্র ভবসা।

এ বিষয় লইয়াও শত্রুগণ নিন্দা রটাইতে ছাড়েন নাই। তাঁহারা বলিতেন যে আপন সন্তানগণকে বঞ্চিত করিয়া ম্যাডাম গেয়োঁ তাহাদের প্রাপ্য অংশ এই সকল কার্য্যে ব্যয় করিতেছেন। ইহা কিন্তু ঠিক নয়। ম্যাডাম গেয়োঁ বলিয়াছেন যে, হস্পিটাল এর ব্যয় কোন মানুষের ভাণ্ডারের উপর নির্ভর করিত না, সেই ভাণ্ডার হইতে তাহার সকল অভাব মোচন হইত, যে ভাণ্ডার অক্ষয়।

২৭

গ্রেনোব্‌ল্‌ এর ৮ মাইল উত্তরে গ্রঁড্‌ সারট্রুজ (Grande Chartreuse) এর সুবিখ্যাত মঠ। ১০৮৪ অব্দে কলোন্‌ (Cologne) নিবাসী ব্রুনো (Brouno) দুর্গম পর্ব্বতের উপরে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথিবীর কোলাহল, সংসারের বিক্ষোভ এই নির্জ্জন স্থানে আসিয়া পৌঁছিতে পারিবে না এই তাঁহার আশা ছিল।

নিয়মানুসারে আশ্রমে রমণীর প্রবেশাধিকার ছিল না। সেই দুর্গম স্থানে গমন করা রমণীর পক্ষে সুসাধ্যও নহে। প্রায় ৪০ জন সন্ন্যাসী এখানে ধর্ম্মসাধন ও জ্ঞানালোচনায় মগ্ন হইয়া ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পণ্ডিত ব্যক্তি। আশ্রমে সুবৃহৎ পুস্তকাগার ছিল। সাদাসিধা জীবন যাপন ও সুমহৎ চিন্তা ইহাই এই আশ্রম বাসীগণের জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। শাকান্ন ভোজন করিয়া সুগভীর চিন্তায় ইঁহাদের জীবন অতিবাহিত হইত।

ম্যাডাম গেয়োঁ সেই দুরধিগম্য স্থানে আশ্রম দর্শন করিতে গেলেন। আশ্রমবাসী ফাদার ইনোসেনসিয়াস সন্ন্যাসীদলের সহিত আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। বিশ্বাস সম্বন্ধে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা হইল। ম্যাডাম গেয়োঁ নম্রভাবে আপনার মত ব্যক্ত করিলেন।

বিশ্বাসকেই সর্ব্বোচ্চস্থান দান করিতে এই সাধকদল প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহারা কঠোর তপস্যা করিতেন। বৎসরের ৮ মাস তাঁহাদের উপবাস ব্রতে কাটিত, অবশিষ্টকাল নিরামিষ আহার করিতেন। কৃচ্ছ্র সাধনকেই ভগবৎ লাভের উপায় বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন।

ম্যাডাম গেয়োঁ চলিয়া যাইবার পরেই ফাদার ইনোসেনসিয়াস তাঁহার মতের সত্যতা সম্বন্ধে তীব্র সংশয় প্রকাশ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ম্যাডাম গেয়োঁর প্রতিপক্ষগণের মধ্যে একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করিলেন।

অন্যান্য স্থানের ন্যায় গ্রেনোব্‌ল্‌ এও নির্যাতন আরম্ভ হইতে বিলম্ব হইল না। যে মহিলা বন্ধুর অনুরোধে ম্যাডাম গেয়োঁ এখানে আসিয়াছিলেন তিনিও তাঁহার যশোব্যাপ্তিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়িলেন। কেহ বলিতে লাগিলেন যে তিনি আপন সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন—যে কাজে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ওকাজ তাঁহার নহে। পথ ভ্রষ্ট আত্মাসমূহকে অন্বেষণ করিয়া আনা—একাজ কি দুর্ব্বলা নারীর?

ম্যাডাম গেয়োঁ বলিয়াছেন, কাহার হৃদয়ে কোন্‌ উদ্দেশ্য লুক্কায়িত তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন। ঈশ্বরের মহিমা প্রচার যাঁহাদের উদ্দেশ্য তাঁহারা তাঁহার কার্য্য অনুমোদন করিতেন এবং কার্য্যের ফল দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন, যাঁহাদের অভিপ্রায় স্বার্থ-সিদ্ধি তাঁহারা ম্যাডাম গেয়োঁর প্রতি অবজ্ঞাবশতঃ কল্যাণকে তুচ্ছ করিতেন এবং গোপনে সকলকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিতেন।

অত্যাচার বর্দ্ধিত হইয়া চলিল, তিনিও আপনার কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। জনমণ্ডলী যখন তাঁহার কথা শুনিবার জন্য সম্মিলিত

হইত তখন সময় সময় তাঁহার হৃদয় নীরবে প্রার্থনায় মগ্ন হইয়া পড়িত। এই অবস্থায় তাঁহার নিমীলিত চক্ষু অথবা উৰ্দ্ধদৃষ্টি, জোড়হস্ত শান্ত নিমগ্নভাব, অন্তর্জ্যোতির্ম্ময়ী মুখচ্ছবি দেখিয়া মনে হইত যে বাক্য উচ্চারণের অতীত স্থানে ইঁহার অন্তরাত্মা অবস্থিতি করিতেছে। যে বিশাল গভীরতার মধ্যে তিনি মগ্ন হইয়া গিয়াছেন, সেখানকার ভাষা কণ্ঠস্বরে ব্যক্ত হয় না। এই স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য, এই মূর্ত্ত্যশান্তির সম্মুখে সকল হৃদয় প্রণত হইয়া পড়িত। ক্ষণকালের জন্যও সাংসারিক ভাবকে সে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইত।

ম্যাডাম গেঁয়ো টোনোঁ অবস্থানকালে "Spiritual Torrents" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, গ্রেনোব্‌ল্‌ এ "Commentaries on the Bible" লিখিতে আরম্ভ করেন। বাইবেল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে হিব্রুভাষায় জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ সুবিধা তাঁহার ছিল না। ল্যাটিন তিনি একরূপ জানিতেন। তাহা হইতেই বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন।

রাত্রিবেলায় নিদ্রার সময় কমাইয়া সেই সময়ে তিনি লিখিতেন। তিনি বলিয়াছেন "এই পুস্তক রচনার সময় আমার প্রভু আমার নিকটে এমন ভাবে উপস্থিত থাকিতেন ও এমন করিয়া আমাকে শাসনাধীনে রাখিতেন যে তাঁহারই আজ্ঞায় আমি লিখিতে বসিতাম, তাঁহারই আজ্ঞায় লেখা ছাড়িয়া উঠিতাম। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে লেখা চলিল। আমার মধ্যে আলোক বর্ষণ হইতে লাগিল। আমি দেখিলাম এমন প্রচ্ছন্ন রত্ন রাজি আমার অন্তরে রহিয়াছে পূর্ব্বে যাহার সম্বন্ধে আমার ধারণাই ছিল না।"

এই গ্রন্থের একাংশ মাত্র গ্রেনোব্‌ল্‌ এ লিখিত হইয়াছিল। নরপতি ডেভিড্‌ এর বিষয় লিখিবার সময়, তিনি বলিয়াছেন,

"আমি তাঁহার আত্মার সহিত আশ্চর্য্য যোগ অনুভব করিতাম। মনে হইত যেন তিনি আমার নিকটে বর্ত্তমান।"

তাঁহার টেবিলের উপরে "A short method of prayer" এর পাণ্ডুলিপি দেখিয়া তাঁহার এক সিভিলিয়ান বন্ধু তাহা পড়িতে চাহেন। ইনি একজন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। পুস্তক পাঠে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তিনি বন্ধুগণকে তাহা পড়িতে দেন। তাঁহারই একান্ত আগ্রহে এই পুস্তক মুদ্রিত হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহার ৫।৬ টি সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যায়। ম্যাডাম গেয়োঁ বলিয়াছেন যে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উপরে ঈশ্বরের মহান আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু বিরুদ্ধ মতাবলম্বীগণের মধ্যে ইহা সেইরূপই উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল।

২৮

সেই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে প্রার্থনা সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই—

সেণ্ট্ পল্ অবিচ্ছেদে প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন, খৃষ্ট বলিয়াছেন—আপনার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি জাগাইয়া রাখ এবং প্রার্থনা কর। কিন্তু এই প্রার্থনা কি? ইহা নিশ্চয়ই নির্দ্দিষ্ট বাক্য উচ্চারণ করিয়া যাওয়া অপেক্ষা বেশী কিছু। যে অবস্থায় মানুষের হৃদয় ঈশ্বরের সহিত বিশ্বাসে ও প্রেমে যুক্ত থাকে, হৃদয়ের সেই অবস্থাটিই প্রার্থনা।

এই রূপ হৃদয়সম্পন্ন ব্যক্তির জীবন সর্ব্বদাই প্রার্থনাময়। সকল শ্রেণীর মানুষই সকল কালে সকল অবস্থার মধ্যে প্রার্থনা করিতে পারেন। সুতরাং প্রার্থনা এবং ধর্ম্ম, অভিন্ন।

ক্ষুধিত আত্মাসমূহ, ক্ষুধাতৃপ্তির কিছু তোমরা খুঁজিয়া পাইতেছনা—এস—তৃপ্তিলাভ করিবে। দুঃখভারাক্রান্ত হতভাগ্যগণ, এখানে

এস—আরাম পাইবে। রোগপীড়িত, চিকিৎসকের নিকটে আগমন কর। ভীত হইওনা—ব্যাধিতে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ আচ্ছন্ন—সকলই তাঁহাকে দেখাও—আরোগ্য লাভ করিবে। সন্তানগণ, তোমাদের পিতার নিকটে আগমন কর—তাঁহার প্রেমের বাহু তোমাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া লইবে। হতভাগ্য পথভ্রষ্ট মেষদল, পরিচালকের নিকটে ফিরিয়া এস। পাপীগণ, পরিত্রাতার নিকটে আগমন কর। সকলেই এস কেহ পড়িয়া থাকিয়ো না—যীশুর আহ্বান তোমাদের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। শুধু সে-ই আসিও না যাহার হৃদয় নাই—হৃদয়হীনকে আহ্বান করা হয় নাই, কিন্তু কে সত্য সত্যই হৃদয়বর্জ্জিত ?

যাহারা অজ্ঞ, ধর্ম্মপথে অনভিজ্ঞ তাহাদের সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—ইঁহারা সম্ভবতঃ "Lord's prayer" ব্যতীত আর কিছু জানেন না—তাহা দিয়াই আরম্ভ হউক। প্রথমে বল, 'হে আমাদের পিতা !' তাহার পর চুপ কর, নীরব সম্ভ্রমে শুদ্ধ হইয়া থাক, চিন্তাকর, উপলব্ধি কর কথাগুলির অর্থ কি, বুঝিতে চেষ্টা কর কি অসীম তাঁহার আকিঞ্চন আমাদিগকে পুত্রত্বে বরণ করিবার জন্য।

তাহার পর বল, 'তোমার রাজ্য আগমন করুক।' আর কিছু বলিবার পূর্ব্বে এই বাক্যের গভীর ভাব হৃদয়ঙ্গম কর, সেই মহিমাময় রাজার শাসনতলে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়া দিতে চেষ্টা কর।

তৎপরে বল, 'স্বর্গে যেমন, তেমনই এই পৃথিবীতে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।' ঈশ্বরের সম্মুখে প্রণত হইয়া পড়—ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা কর যে তাঁহার ইচ্ছা—তাঁহার অখণ্ড ইচ্ছা তোমাদের অন্তরে সাধিত হউক—তোমাদের দ্বারা চিরপূর্ণ হউক। ঈশ্বরকে ভালবাসিলেই

তাঁহার ইচ্ছা আপনার মধ্যে পূর্ণ করা হয়, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা পালন করিবার জন্য বললাভের প্রার্থনা ও তাঁহাকে যেন সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া ভালবাসিতে পারি এই প্রার্থনা একই। যতই পাপী যতই অযোগ্য—হওনা কেন প্রার্থনা করিবার সময় ধীর হইও শান্ত হইও। তোমাদের কেহ মুক্তিদাতা চালক নাই এভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিও না। ভয় পাইও না, বিশ্বাস হারাইও না, ঈশ্বর নির্দ্দয় নহেন—তাঁহার অঙ্গীকার তিনি পালন করিবেন।

ধর্ম্মপথে নূতন যাত্রীর সম্বন্ধে ;—

প্রার্থনার কথা বারংবার আবৃত্তি করিও না। খৃষ্ট বলিয়াছেন,—'প্রার্থনা করিবার সময় বৃথা পুনরাবৃত্তি করিও না—পৌত্তলিকেরা ওরূপ করে, কারণ তাহারা মনে করে যে বহু কথনের জন্য তাহাদের বাক্য শ্রুত হইবে। Lord's praya দিয়া আরম্ভ কর। ধীরে—শান্তভাবে—বিশ্বাসের সহিত উচ্চারণ করিয়া যাও। একবার শেষ করিয়া পুনর্ব্বার বলিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিও না—আবৃত্তির সংখ্যার উপরে প্রার্থনার ফল নির্ভর করে না। প্রত্যেক প্রার্থনাব পরে থামিও।

ঈশ্বরের কোন মূর্ত্তি কল্পনা করিও না। তাঁহার ভাব চিত্র বা মূর্ত্তিতে কিছুই প্রকাশমান হয় না। যীশু কহিয়াছেন, ঈশ্বর আত্ম-স্বরূপ, আত্মা দিয়াই, সত্য দিয়াই তাঁহার পূজা করিতে হইবে।

শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের জন্য—

যাঁহারা অপেক্ষাকৃত জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, অর্জ্জিত জ্ঞান তাঁহাদিগকে এই পথে সহায়তা করিতে পারিবে। পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যগুলি ইঁহাদের প্রতি বিশেষ প্রযোজ্য। তাঁহারা যেন ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ পাঠ করেন —ধীরে ধীরে প্রার্থনাপূর্ণ অন্তরে যতক্ষণ না সত্যগুলি আত্মগত

হয় ততক্ষণ পাঠ করেন। পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ চিন্তন আবশ্যক। নিভৃতে বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে ঈশ্বরের সহিত তোমার যে সম্বন্ধ তাহা অনুভব করিতে চেষ্টা কর আপনাকে তাঁহার একেবারে সম্মুখে স্থাপন কর। মনকে প্রথমে এই মহৎ চিন্তায় ব্যাপৃত করিতে হইবে যে ঈশ্বর সৎ—তিনি সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, ঈশ্বর আমাদের পিতা—তাঁহার নিকটে আমরা সর্ব্ববিষয়ে ঋণী। এই মহাসত্যগুলির উপরে মন শান্তভাবে বিশ্বাসের সহিত অবস্থিতি করুক। শান্ত নম্র হইয়া থাক, সকল ইন্দ্রিয়কে সকল চিন্তাকে পরিধি হইতে সঙ্কুচিত করিয়া কেন্দ্রে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত কর। এইরূপে ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাক—তীব্র আকাঙ্ক্ষার সহিত অপেক্ষা করিও কিন্তু প্রাণ যেন উত্তেজনাপূর্ণ না থাকে।

উচ্চতর অভিজ্ঞতা প্রাপ্তি,—

প্রথমে আত্মার ঈশ্বরোপলব্ধি-শক্তি অল্পই থাকে। ঈশ্বরকে সে পিতৃসম্বোধন করে কিন্তু শঙ্কাকম্পিত চিত্তে। ক্রমে কিছুদিন পরে সে বল লাভ করে। পূর্ব্বে পাপাচারীরূপে ঈশ্বরের নিকটে আসিতে তাহার ভয় হইত, ঈশ্বরের সহিত মানবের মিলন যে কিরূপে হইতে পারে তাহা অল্পে অল্পে এখন সে দেখিতে পায়।

* * * *

এই অগ্রসর অবস্থায় আত্মা এই মহাসত্য বুঝিতে আরম্ভ করে যে, তাহার প্রেমকে স্বার্থবিমুক্ত করিতে এবং তাহার ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত সম্পূর্ণ মিলাইয়া লইতে হইবে। যে ভৃত্য কেবলমাত্র পুরস্কারের আশায় কার্য্য করে সে নিজকে সকল পুরস্কারের অযোগ্য করিয়া তোলে। 'ঈশ্বর' এবং 'ঈশ্বরের দান' এক নহে ইহা বুঝিতে হইবে। তাঁহার ইচ্ছার মধ্যেই তিনি বর্ত্তমান।

তিনি যখন তোমাকে অন্তরে বাহিরে দুঃখ প্রলোভনদ্বারা আঘাত করিতে থাকেন, যখন তোমাকে সম্পূর্ণ শুষ্কতার মধ্যে নিক্ষেপ করেন তখন তিনি যাহা করান তাহাই করিয়া যাও, যাহা করিতে দেন তাহাই সহ্য কর, কিন্তু সকল বিষয়েই তাঁহাতে নির্ভর রাখিও এবং সহিষ্ণু থাকিও। নম্রভাবে, 'আমি নিজে কিছুই নই এই বোধের সহিত, ব্যগ্র, শান্ত অনুরাগসহ, বাধ্য ও প্রশান্ত অন্তর লইয়া তোমার প্রেমাস্পদের পুনরাগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইযা থাক। এইরূপে প্রমাণ কর যে তোমার নিজের স্বার্থময় সুখ তোমার লক্ষ্য নহে, তুমি কেবল ঈশ্বর ও ঈশ্বর প্রীতির সন্ধান করিতেছ।

সকল বিষয়ে ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ—

সমস্তই ছাড়িয়া না দিলে আত্মসমর্পণ করা হয় না। ঈশ্বর চরণে আপনাকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিতে হইবে, উৎসর্গ করিয়া দিতে হইবে। অতীতের বিষয় বিস্মৃতির তলে ডুবিয়া যাক্, ভবিষ্যতের ভাবনা ভগবানের হস্তে থাকুক,—বর্ত্তমানে—এই মুহূর্ত্তে—আমরা আপনাদিগকে তাঁহার চরণে নিঃশেষে দান করিয়া দিই।

আত্মনিবেদনের পরীক্ষা—

আমাদের আত্মনিবেদন সত্য কি না পরীক্ষা করিবার সুযোগ ভগবান প্রেরণ করিবেন। সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের নিকটে আত্মসমর্পণ না করিলে সম্পূর্ণ তাঁহার হওয়া যায় না এবং সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা হইয়াছে কি না তাহা দুঃখ না আসিলে বোঝা যায় না। —ইহাই পরীক্ষা। ঈশ্বরের ইচ্ছা যখন সুখ ব্যতীত আর কিছুই প্রদান করে না তখন সে ইচ্ছাকে ভালবাসা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষেও সহজ, কিন্তু সে ইচ্ছা যখন আশাকে পরাহত করে, পথে দুঃখের কণ্টক রোপণ করিয়া দেয় তখনও তাহাতে আনন্দ করা—ধর্ম্মপ্রাণ

সাধু ব্যতীত কেহই তাহা পারে না। সুতরাং দুঃখ পরিহার্য্য নহে, তাহা বরণ করিয়া লইবার সামগ্রী।

হে প্রিয় আত্মা, পৃথিবীর সান্ত্বনা দুদিনের, তাহা চলিয়া যায; কিন্তু ঈশ্বর সমীপে সম্পূর্ণ আত্মত্যাগের যে সান্ত্বনা, যে ভালবাসা দুঃখকে ভালবাসে তাহার যে সান্ত্বনা তাহা চিরদিনের। যে দুঃখকে বরণ করিয়া লইল না সে ঈশ্বরকে বরণ কবিতে পারে না।

ভিতরে যখন আমরা প্রকৃত জীবন লাভ করি তখন বাহিরের জীবনও ধর্ম্মদ্বারা নিয়মিত হইয়া উঠে। সেণ্ট্ অগষ্টিন্ বলিয়াছেন— "ভালবাস—তাহারপর যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।" যদি আমাদের ভালবাসা থাকে—স্বার্থলেশহীন ভালবাসা থাকে, তাহা হইলে সেই ভালবাসাই আমাদিগকে ঠিক কাজটি করাইবে। ইন্দ্রিয়সমূহের অসঙ্গত কার্য্য মনের ভ্রান্তি ও বিকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। ভিতরের মানুষটিকে শাসন কর—বাহিরের মানুষটি আপনিই শাসিত ও সংযত হইযা উঠিবে।

বিস্মিত হইয়া বিশ্বাসী প্রেমিক আত্মা দেখেন যে ঈশ্বর ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমস্তই অধিকার করিয়া বসিতেছেন। আপনার কাজ হইতে আপনাকে দূরে রাখ—তাহা হইলে ঈশ্বর নিজে আসিয়া আমাদের মধ্যে বাস করিতে ও কাজ করিতে পারিবেন।

এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে মানুষ সকল কাল সকল স্থান সকল ঘটনার জন্যই প্রস্তুত থাকে—জনসমাজে, পূজারআসন, কার্য্যক্ষেত্র সকলের জন্যই সে প্রস্তুত। উদ্দেশ্যের দুর্ব্বলতাহেতু অথবা বিশ্বাসের অভাববশতঃ যদি কখনও আমরা কেন্দ্রচ্যুত হইয়া পডি তবে তৎক্ষণাৎ

যেন একবার অন্তরের নিভৃত নিলয়ে ফিরিয়া আসি—আপনাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের সহিত মিলাইয়া লই। আত্মা যতই ঈশ্বরের সাদৃশ্যলাভ করে ততই স্পষ্টরূপে সে তাঁহার গুণরাজি বুঝিতে সমর্থ হয় এবং ততই তাঁহার আকর্ষণ অনুভব করে।

এইরূপ অবস্থায় মানুষ যদি কোন ত্রুটি কোন পাপ করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার অন্তরের মধ্য হইতে ধিক্কারবাণী ধ্বনিত হইয়া উঠে, সে মহা অস্থিরতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। ঈশ্বরই নিয়ত আত্মাকে পরীক্ষা করিতেছেন কিন্তু তাঁহার আলোকে আত্মা নিজেও নিজেকে দেখিতে ও পরীক্ষা করিতে পারে।

যদি ভ্রান্তি বশতঃ বিষম পাপেও পতিত হও তাহা হইলেও আপনাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিও না,শুধু শান্ত ও বিশ্বস্তভাবে অনুতাপে নত হইয়া তাঁহার নিকটে ফিরিয়া যাও তিনি ক্ষমা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। ভয় পাইও না, উত্তেজনা-চঞ্চল হইও না ,—মনের অত্যন্ত উত্তেজনা, বিরক্তিই যে অনুতাপ তাহা নহে—তাহা অনুতাপের ফলও নহে, বরং তাহা অবিশ্বাসের ফল।

প্রলোভনকে দুই উপায়ে প্রতিহত করা যাইতে পারে। এক উপায়—পাপের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া ; অন্য উপায়—অমঙ্গলের দিক হইতে চক্ষুদুটি ফিরাইয়া লইয়া ঈশ্বরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। শিশু যদি ভয়ানক বিকট মূর্ত্তি দেখে তাহা হইলে সে কি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে যায়? সে সেই দিকে দৃষ্টিও ফিরায় না, পূর্ণবিশ্বাসে মাতার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়ে। আত্মাকেও এইরূপে প্রলোভনের বিপদ হইতে ঈশ্বরের ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে হইবে।

দুর্ব্বল আমরা, যদি আমাদের শত্রুকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে, সম্পূর্ণ পরাজিত যদি না-ও হই, বারংবার পরাহত তো হইবই। কিন্তু আপনাকে শুধু ঈশ্বরের সম্মুখে ধরিয়া দেও —সেই মুহূর্ত্তেই বললাভ হইবে। এই সাহায্যই রাজা ডেভিড্ অন্বেষণ করিয়া ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমি সর্ব্বদাই আমার প্রভুকে সম্মুখে রাখিয়াছি। তিনি আমার দক্ষিণ হস্তের সম্মুখে রহিয়াছেন—আমি বিচলিত হইব না।"

ঈশ্বর যখন আত্মার কেন্দ্র হন তখন অহঙ্কার বিনষ্ট হইয়া যায়। যে প্রেমে তখন হৃদয় পূর্ণ হয় তাহা নির্ম্মল। এই অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। তাঁহাকে জীবনে পাওয়া হয় না। আমিত্বকে একেবারে লুপ্ত করিয়া দিতে পারিলে, আপনার দিক হইতে একেবারে কিছুই না, হইয়া যাইতে পারিলে তবেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

এই অবস্থায় পৌঁছিলে আত্মা নীরব প্রার্থনায় রত হয়। কণ্ঠস্বর-বর্জ্জিত বলিয়াই যে ইহা নীরব প্রার্থনা, তাহা নহে—জীবনে তখন প্রার্থনা এত সহজ হইয়া আসিয়াছে যে বলিবার আর কিছু থাকে না, শুধু বাক্যাতীত একটি বাসনা অন্তর হইতে নিঃশ্বসিত হইতে থাকে—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। এই সরল অথচ এত ব্যাপক প্রার্থনাটুকুর মধ্যে আত্মার সম্পূর্ণ অবস্থাটি সুস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এই প্রার্থনা নিমিষে নিমিষে পূর্ণ হইতেছে ও হইবে এই বিশ্বাসই আত্মার অবিরাম প্রার্থনাকে নিয়ত সফলতা দান করিতেছে। তখন সকল বিষয়েই আনন্দ, যাহা আছে তাহাতেও আনন্দ, যাহা নাই—খুঁজিতেছি—তাহাতেও আনন্দ।

এই অবস্থায় আত্মার কার্য্যসমূহ মহত্তর গতি লাভ করে, কার্য্যক্ষেত্র প্রসারপ্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর আপনি এখন তাহার চালক, তিনি যেমন করান আত্মা সেইরূপই করে। সেণ্টপল্ যখন ঈশ্বরদ্বারা চালিত হওয়ার কথা বলিয়া ছিলেন তখন তিনি ইহা মনে করেন নাই যে আমাদিগকে কার্য্য হইতে বিরত হইতে হইবে, তাঁহার বক্তব্য এই :—আমাদের কার্য্যগুলিকে তাঁহার কার্য্যের সহিত মিলাইয়া, তাঁহার কার্য্যের অনুবর্ত্তী করিয়া করিতে হইবে।

ঈশ্বরে পূর্ণ নির্ভর স্থাপন করিলে, তাঁহাকেই চালক বলিয়া গ্রহণ করিলে আমাদের কার্য্যাবলী উচ্চতম অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, কারণ আমাদের স্থিতি গতি ও অস্তিত্ব শুধু তাঁহাতেই।

ধর্ম্মজীবনের উষাকালে আপনাকে জয় করিবার জন্য স্বার্থপরতাকে বিনষ্ট করিবার জন্য, নিজের বহুল ও অশোধিত কার্য্যগুলিকে নিয়মিত করিবার জন্য, মানুষকে বহু চেষ্টা, বহু পরিশ্রম করিতে হয়, ঈশ্বরের সম্মুখে আপনাকে বাধ্য ও শান্ত করিয়া লইতে হয়। পট যখন চঞ্চল তখন চিত্রকর তাহার উপরে চিত্রাঙ্কন করিতে পারে না।

ঈশ্বরের সহিত মিলন আনয়নই সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। আপনার বুদ্ধি ছাড়িয়া নিয়ত বিশ্বাসের সহিত যখন উর্দ্ধ হইতে জ্ঞান ভিক্ষাকরি তখনই আমরা বুদ্ধিতে তাঁহার সহিত এক হই, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন ও ভালবাসেন আমরা যখন তাহাই ইচ্ছা করি ও ভালবাসি তখন প্রেমে তাঁহার সহিত মিলন হয়, তাঁহার অভিপ্রায় যখন আমাদের উদ্দেশ্য হয় তখন ইচ্ছায় তাঁহার সহিত মিলিত হই।

ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ ন্যায়ের, পূর্ণ প্রেমের পথ হইতে কখন বিচ্যুত হইতে পারে না—এই নিয়ম স্বয়ং ঈশ্বরেরই মত অপরিবর্ত্তনীয়।

ইচ্ছার মিলন না হইলে ঈশ্বরের সহিত মানুষের মিলন হইতে পারে না।

এই মিলনের জীবন ঈশ্বরের দান। আপনাকে তাঁহার নিকটে সমর্পণ করিয়া দিলে, সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার হইলে, তাঁহার হস্ত হইতে সুখদুঃখ উভয়কেই আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করিলে সে দান লাভ করা যায়, তাঁহার সহিত মিলন হয়। শুধু ঈশ্বরই ইহা সম্ভব করিতে পারেন, কিন্তু ইহাতে মানবের সম্মতির অপেক্ষা আছে। ঈশ্বর মানবকে ভালবাসেন, তিনি জীবনের আলোকের উৎস। ঈশ্বরই প্রকৃত মুক্তিদাতা, কিন্তু মানবকে মুক্তি পাইবার আকাঙ্ক্ষায় আপন জীবন-খানি তাঁহাতে সমর্পণ করিতে হইবে। হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিতে হইবে—আমরা শুধু ইহাই পারি—আলোক দান করিবেন সূর্য্য—সেই চিরসূর্য্য।

কেহ বলিতে পারেন যে এই অবস্থা প্রাপ্ত না হইয়াই মানুষ এই অবস্থা পাইয়াছে বলিয়া মিথ্যা ভান করিতে পারে।—ক্ষুধার যন্ত্রণায় মরণাপন্ন দরিদ্র যেমন ক্ষুধাতৃপ্তির ভান করিতে পারে সেও ততটুকু পারে—তাহার বেশী নহে। ক্ষুধার্ত্ত যতই প্রতারণা করুক, তাহার মুখ, তাহার চোখ প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া দেয়। আপনাকে ঈশ্বরের সহিত প্রেমে ও ইচ্ছায় যুক্ত বলিয়া লোকে প্রবঞ্চনা করিতে পারে, কিন্তু যদি সে সত্যই তাহা না হয় তাহা হইলে তাহার বাক্যে তাহার কার্য্যে এমন কিছু নিশ্চয়ই থাকিবে যাহাতে সে ধরা পড়িবে।

ধর্ম্মযাজক ধর্ম্মশিক্ষকদিগের নিকটে আবেদন—

আমরা বাহিরের বিষয় লইয়া আরম্ভ করি এই জন্যই মানুষের

বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণিস্থ মানবদিগের সংশোধন চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। এই উপায়ে কোন ফল যদি লাভ করাও যায় তাহা হইলেও তাহা দুদিনের জন্য। এমন বিষয় লইয়া আরম্ভ করিতে হইবে যাহা অন্তর পর্য্যন্ত পৌঁছায়, অন্তরকে যাহা নবীন করিয়া তুলে। অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজিবার, বাহিরের আচারের পরিবর্ত্তে প্রেমদ্বারা তাঁহাকে পূজিবার শিক্ষা দেওয়াই প্রকৃত শিক্ষাদান। এই উপায়ে আত্মাকে উৎসের দিকে লইয়া যাওয়া হয়।

আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের মহাগুরুত্ব নিজ-জীবনে উপলব্ধি করিয়া, আত্মার চালনাভার যাঁহাদের হস্তে তাঁহাদের সকলকে আমি অনুরোধ করিতেছি—অবিলম্বে আধ্যাত্মিকপথে ইহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করুন। খৃষ্টের উপদেশ দান করুন। আপনাদের হস্তে যাহাদের ভার সমর্পিত তাহাদেরই জন্য তিনি তাঁহার অমূল্য শোণিতপাত করিয়াগিয়াছেন—সেই শোণিত দিয়া তিনি অনুনয় করিয়া বলিতেছেন—বাহিরের বিষয় ছাড়িয়া ভিতরের বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হউন। তাঁহার প্রসাদের বিতরণকর্ত্তা, তাঁহার বাণীর প্রচার কর্ত্তা, তাঁহার মহাযজ্ঞের পুরোহিত আপনারা—খৃষ্টের রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করুন। হৃদয়ই শুধু তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারে, সেইরূপ হৃদয় দিয়াই তাঁহার রাজ্যের উন্নতি করা যায়, তাঁহার বশীভূত হওয়া যায়। অন্তর—অন্তর—অন্তরের দিকে লক্ষ্য জাগ্রৎ হউক, সেই প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হউক যাহা শুধু বুদ্ধির উদ্ভাবন নহে—ঈশ্বরের ভাব হইতে যাহার উৎপত্তি।”

২৯

পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবার পর কয়েকজন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ১৫০০ খণ্ড ক্রয় করিয়া সহরে ও চতুর্দ্দিকে বিতরণ করিলেন।

ম্যাডাম গেয়োঁ বলিতেছেন—"ঈশ্বর আমাকে মহৎ মঙ্গলের যন্ত্র করিয়াছিলেন। আমি স্পষ্টই দেখিলাম, ভয়ানক পীড়ন সহিবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমাকে কষ্ট দিতে পারে নাই।

গ্রেনোব্‌ল্‌এ (Grenoble) অত্যাচর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার মত খণ্ডন করিবার জন্য লোকে তর্ক করিতে আসিত। সহরের এক বিখ্যাত বিদ্বান ধর্ম্মযাজক আসিলেন। তিনি অতি সাবধানে কতকগুলি প্রশ্ন ঠিক করিয়া আসিয়াছিলেন। ম্যাডাম গেয়োঁ বলিয়াছেন যে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁহার সাধ্যের অতীত ছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার গুরুর নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন কি বলিতে হইবে—সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। এমন ভাবে তিনি উত্তর দিলেন যেন দীর্ঘকাল হইতে সে বিষয় চিন্তা করিয়া আসিতেছেন। সন্তুষ্ট হইযা, ঈশ্বর প্রেমের অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া পণ্ডিত প্রবর চলিয়া গেলেন।

শিষ্যগণের মধ্যে একটি দরিদ্র বালিকা তাঁহার বড়ই অনুগত ছিল, ধর্ম্মকেও সে একাগ্র চিত্তে ভালবাসিত। একদিন সে আসিয়া বলিল—"মা, কি আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিলাম! ভীষণ তরক্ষুদলের মধ্যে যেমন মেষশিশু আপনাকেও তেমনি অবস্থায় দেখিলাম। দেখিলাম সন্ন্যাসী, পুরোহিত, নরনারী সকলে অস্ত্রহস্তে আপনার বিনাশের জন্য একত্র হইয়াছে। আপনি একাকী দাঁড়াইয়া,—আপনার ভয়ও নাই বিস্ময়ও নাই। আমি চারিদিকে চাহিলাম—আপনাকে সাহায্য করিবার জন্য, রক্ষা করিবার জন্য কেহ আসিল না।"

কয়েকদিনের মধ্যেই পীড়ন নৃশংসভাবে জাগিয়া উঠিল। তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না এমন ব্যক্তিও তাঁহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন। কেহ প্রচার করিলেন, তিনি মন্ত্রসিদ্ধা—মায়ামন্ত্রে মানুষকে

আকর্ষণ করিতেছেন। কেহ কহিল, টাকা জাল করিয়া তিনি দানের পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন। এইরূপ বহু অসম্ভব—হাস্যকর ঘৃণারও অযোগ্য কথাসমূহ রাষ্ট্র হইতে লাগিল।

এই সকল তুচ্ছ কথা শুনিয়া ম্যাডাম গেয়োঁর মন অনুকম্পায় ব্যথিত হইয়া উঠিত। তাঁহার ভ্রান্ত ভ্রাতৃগণের কল্যাণকামনায় তিনি ব্যাকুল হইতেন। তিনি বলিয়াছেন তাহাদের পরিত্রাণের জন্য ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষায় আমার আত্মা যেন তৃষিত হইয়া উঠিয়াছিল।"

গ্রেনোব্‌ল্‌এ তাঁহার যাহা করিবার ছিল তাহা শেষ হইয়া আসিল। বন্ধুজন গুরুতর বিপদের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে সেস্থান ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতেছিলেন। তাঁহার প্রতি গ্রেনোব্‌ল্‌এর বিশপ কামুস্ (Bishop camus) এর সদ্ভাব ছিল। ইনি ধর্ম্মপ্রাণ বিদ্যাবান ব্যক্তি। পোপ ২য় ইনোসেণ্ট (Pope Innocent, II) কর্ত্তৃক ইনি পরবর্ত্তীকালে Cardenal এর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি শত্রুদলের দুর্ব্ব্যবহার হইতে একটি নারীকে রক্ষা করিতে পারিলেন না।

কন্যাকে প্রিয় পরিচারিকার নিকটে রাখিয়া অপর একজন পরিচারিকার সহিত তিনি গোপনে নগর ত্যাগ করিলেন। ১৬৮৬ অব্দে তাঁহার গ্রেনোব্‌ল্‌এর কার্য্য সমাপ্ত হইল।

বহু ক্লেশ ও বিপদ সহ্য করিয়া অবশেষে তিনি বিখ্যাত নগর মার্সেল্‌জ্ (Marseilles)এ উপনীত হইলেন। কিন্তু সেই বৃহৎ নগরের একটি গৃহদ্বারও এই পরিশ্রান্ত অতিথির জন্য মুক্ত হইল না। তিনি বলিয়াছেন—"সকাল ১০টার সময় আমি পৌঁছিলাম, বিকাল বেলাই চারিদিক হইতে আমার বিরুদ্ধে কোলাহল জাগিয়া উঠিল।"

দুর্ব্ব্যবহারের কারণ তাঁহার ক্ষুদ্র পুস্তক—" a short method

of prayer." কেহ কেহ তৎক্ষণাৎ বিশপের নিকটে গিয়া কহিলেন যে এমন পুস্তকের লেখককে এই মুহূর্ত্তেই নির্ব্বাসিত করা উচিত। যাহা হউক কিছু করিবার পূর্ব্বে বিশপ একবার পুস্তকখানি পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন মনে করিলেন। পড়িয়া তাঁহার খুব ভাল লাগিল। গ্রন্থ কর্ত্রীকে দেখিবার জন্য তিনি অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ম্যাডাম গেয়োঁ সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং বিগত ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। চতুর্দ্দিকে বিরোধসত্বেও তিনি যথাশক্তি তাঁহাকে রক্ষা কবিবেন এই আশ্বাস দিয়া তাঁহাকে মার্সেল্‌জ্‌ এ অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন। সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছায় তিনি ম্যাডাম গেয়ঁার বাড়ীর ঠিকানাটিও জানিযা লইলেন।

কিন্তু বিরুদ্ধদলের উপদ্রব তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তাহারা ম্যাডাম গেয়োঁর নিকটে অত্যন্ত বিরক্তিকর পত্র সকল প্রেরণ করিত। ইহা ভিন্ন আরও নানা উপাযে তাঁহাকে অপমানিত করা হইত। দেখিযা শুনিযা তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তাঁহার প্রভু তাঁহার নিকট হইতে সকল আশ্রয়স্থান কাড়িয়া লইতে চাহিতেছেন।

মার্সেল্‌জ্‌ এ তাঁহার স্থান নাই নানা ইঙ্গিত হইতে তাহা তিনি বুঝিলেন, কিন্তু কোথায় যে যাইতে হইবে তাহা বুঝিতে পারিলেন না। টিউরিনের মারশিয়োনেস অব্‌প্রুনে (Marchioness of Prunai) এর কথা মনে পড়িল। পৃথিবীতে জুড়াইবার স্থান সেই খানে আছে।

৮ দিন মাত্র তিনি মার্সেল্‌জ্‌ এ অবস্থান ও কার্য্য করিয়াছিলেন। এখানে অনেক ধার্ম্মিক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল এবং অনেকের জীবনেই তাঁহাদ্বারা মহৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল।

বার্ (Var) নদীর কূলে প্রাচীন নাইস্ (Nice) নগর অতিক্রম করিয়া তিনি টিউরিন্ যাইবেন স্থির করিয়া ছিলেন।

নাইস্ এ আসিয়া শুনিলেন যে তাঁহার শিবিকা পর্ব্বত পার হইয়া আল্প্ এর পরপারস্থ টিউরিন্ পৌঁছিতে অক্ষম। পথের মধ্যে একথা শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন। এখন কি করিবেন কোন্ দিকে ফিরিবেন বুঝিতে পারিলেন না। "এই পৃথিবীর মধ্যে আমি একাকী, মানবের সকল সাহায্য হইতে বঞ্চিত, বুঝিতে পারিলাম না, ঈশ্বর আমার নিকটে কি চাহেন! দেখিলাম আমি গৃহহারা আশ্রয়হীন। পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম, দেখিলাম ব্যবসায়ীরা দোকানে আপন আপন কর্ম্মে ব্যস্ত। সকলকেই সুখী বলিয়া মনে হইল—তাহাদের গৃহ আছে—মাথা রাখিবার স্থান আছে। দুঃখের সহিত আমার মনে হইতে লাগিল যে আমার সেরূপ কিছুই নাই।"

এই এক প্রলোভন ও পরীক্ষার সঙ্কট-সময়, কিন্তু তিনি পরাজিত হন নাই।

শুনিলেন পরদিন একখানি ক্ষুদ্র জাহাজ যাত্রা করিবে। সেই জাহাজে জলপথে তিনি সাভোনা (Savona) পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারেন। সে স্থান হইতে সহজেই মারশিয়নেস্ এর গৃহে যাওয়া যাইবে। উপায়ান্তর নাই দেখিয়া এই বন্দোবস্তেই ম্যাডাম গেয়োঁ সম্মত হইলেন।

জাহাজে উঠিয়া ম্যাডাম গেয়োঁর অন্তর আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ক্ষুদ্র জাহাজ, বিপজ্জনক একটি স্থানে ঝড় উঠিল। তিনি শান্তমনে ভাবিতে লাগিলেন হয়ত এই অনন্ত জলরাশি তাঁহার শেষ বিশ্রাম স্থান হইতে পারে! নানা কল্পনা মনে আসিতে লাগিল। তিনি তাঁহার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন তরঙ্গাঘাতে

সমুদ্রমধ্যস্থ বসতিহীন কোন পর্ব্বত গুহায় লইয়া গিয়া তাঁহাকে সমুদয় জীব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা তাঁহার অভিপ্রায় নহে তো? সেই জনহীন দ্বীপ হয়তো তাঁহার সকল লাঞ্ছনা অপমানের অবসান করিয়া দিবে। হায় নির্জ্জন পর্ব্বতে নির্ব্বাসন অপেক্ষা তাঁহার প্রভু তাঁহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতর নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া ছিলেন, ভীষণ সাগরতরঙ্গ অপেক্ষা নির্ম্মমতর তরঙ্গ তাঁহাকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছিল।

১ দিনের পথ ১১ দিনে অতিক্রম করিলেন। বিপদ রাশির মধ্যে তাঁহার মনের শান্তভাব অবিচলিত ছিল। তাঁহার মনে হইল তাঁহার জন্য কঠোর সংগ্রাম সঞ্চিত রহিয়াছে—এই ঝটিকাবিক্ষোভ যেন তাহারই পূর্ব্বাভাস। তাঁহার প্রিয়তমের দক্ষিণ হস্ত তাঁহাকে আঘাত করিবার জন্য উদ্যত—আঘাত ধারণ করিবার জন্য তিনি মাথা পাতিয়া দিলেন। তিনি জানিতেন সে হস্ত হইতে কল্যাণ ব্যতীত আর কিছু আসিতে পারে না এবং তাহার আঘাতকে তিনি জীবন অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন।

সম্ভবতঃ ঝটিকাবিভ্রান্ত হইয়া গম্যস্থান ছাড়িয়া তাঁহারা জেনোয়াতে গিয়া পড়িলেন। কিছুদিন হইতে জেনোয়াবাসীগণ কোন কারণে ফরাসীগণের বিরুদ্ধে অত্যন্ত উত্তেজিত হইযাছিল। ম্যাডামগেয়োঁ এবং তাঁহার ক্ষুদ্র দলটি তীরে অবতরণ করিবা মাত্র অবমাননার অভ্যর্থনা লাভ করিলেন।

তিনি যথাসম্ভব শীঘ্র জেনোয়া ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলেন। মার্‌শিয়নেস্ অব্‌প্রনে এখন টিউরিনে আছেন কিনা ঠিক জানা নাই, সেইজন্য টিউরিন্ যাত্রার আয়োজন স্থগিত রাখিয়া বার্সেল্ (Verciel) উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে

বার্সেল্ এর বিশপ আগ্রহের সহিত তাঁহাকে পুনঃপুনঃ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

মার্সেল্স্ হইতে একজন ধর্ম্ম যাজক তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। বিশপকে তাঁহাদের আগমন সংবাদ দিবার জন্য তিনি তাঁহাকে অগ্রে পাঠাইলেন। ম্যাডমগেয়োঁ এবং দুইজন পরিচারিকা শিবিকারোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। তাঁহাদেব সম্মুখে দুইদিনের পথ। অবলা নারীকে একাকিনী পাইয়া শকট-চালক অত্যন্ত রূঢ় ও উদ্ধত হইযা উঠিল। এক দিনের যাত্রার পর তাঁহাদের পথ একটি বনের মধ্যে পড়িল। বনটি দস্যু-অধিষ্ঠিত বলিয়া কথিত।

শকট-চালক শঙ্কিত হইল। দস্যুর হস্তে পড়িলে মৃত্যু যে নিশ্চিত সে যাত্রীদিগকে তাহা বুঝাইতে লাগিল। তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই অস্ত্রধারী ৪ জন পুরুষকে অগ্রসর হইতে দেখা গেল। আসিয়াই তাহারা শকট থামাইয়া দিল। চালক ভযে মৃতপ্রায় হইল। ম্যাডামগেয়োঁর মন সে সময়ে নিশ্চিন্ত, তাঁহার চিত্ত ঈশ্বরে সমর্পিত। সমুদ্রগর্ভে বা দস্যুর হস্তে সকল প্রকারের মৃত্যুই তাঁহার নিকটে সমান বিভীষিকাবর্জ্জিত। দস্যুগণ অগ্রসর হইয়া যানের ভিতরে দৃষ্টিপাত করিল। ম্যাডামগেযোঁ একটু হাসিলেন এবং স্মিতমুখে নমস্কার করিলেন। মুহূর্ত্তে তাহাদের কি হইল তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়িযা গেল—যেন প্রত্যেকেই অপরকে অত্যাচার হইতে বিরত করিবার জন্য ব্যস্ত-অধীর হইয়া উঠিয়াছে। দস্যুদল সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া করুণাঙ্কিত মুখে চলিযা গেল।

রাত্রিতে একটি গ্রামের সরাইয়ে বিশ্রাম করিবেন ঠিক ছিল। কিন্তু, হয়তো অর্থ আদাযের অভিসন্ধিতে শকট-চালক গন্তব্যস্থানে গমন করিল না। রমণীকে সহায়হীন ভাবিয়া সে যাহা ইচ্ছা তাই করিতে

আরম্ভ করিল। গ্রামের সরাইটি মাত্র ১ মাইল দূরে থাকা সত্বেও একটি কলের কারখানায় গাড়ী থামাইয়া সে সেইস্থানে রাত্রি-যাপনের প্রস্তাব করিল। সেখানে একটিমাত্র কক্ষ, তাহাতে অনেকগুলি শয্যা, সকলে সেখানে একত্রে শয়ন করে। কলের মজুর, শকটচালকশ্রেণীর লোকই সেস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। তরুণবয়স্কা বালিকা দুইটিকে লইয়া ম্যাডাম গেয়োঁকে সেই কক্ষে শয়ন করিতে বলা হইল। ম্যাডাম গেয়োঁ স্তম্ভিত হইলেন। সরাইয়ে লইয়া যাইবার জন্য কত চেষ্টা করিলেন, তিরস্কার করিলেন কিন্তু কোন ফল হইল না।

অবশেষে ১০টা রাত্রিতে অপরিচিত স্থানে তাঁহারা যান হইতে অবতরণ করিতে বাধ্য হইলেন। সেই অন্ধকার রাত্রিতে দস্যুপূর্ণ বনের মধ্য দিয়া আপন আপন বস্ত্রাদি হস্তে তাঁহারা যাত্রা করিলেন। ব্যর্থ-অভিসন্ধি শকটচালক অগত্যা তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া চলিল। এইসব অপমানের হীনতা ম্যাডাম গেয়োঁকে মর্ম্মবিদ্ধ করিতেছিল কিন্তু সকলই তিনি নীরবে প্রসন্নমুখে সহিতেছিলেন।

অবশেষে নিরাপদে সরাইয়ে আসিয়া পৌঁছিলেন। সরাইএর অধিবাসীগণ এই বিপন্ন অতিথিদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন ও সযত্ন সেবায় তাঁহাদের শ্রান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে অত্যন্ত বিপজ্জনক স্থান হইতে আজ তাঁহারা বাঁচিয়া আসিয়াছেন।

৩০

পথে আরও অনেক বাধা বিঘ্ন সহিবার পর তাঁহারা বার্সেল্‌এ আসিয়া পৌঁছিলেন। ফাদার লা কোঁব্ তখন সেখানে ছিলেন। ম্যাডাম গেয়োঁ তাঁহার নিকটে আগমন-সংবাদ প্রেরণ

করিলেন। বার্সেল্‌এ ফাদার কোঁব্‌ অতিশয় সমাদৃত ও সম্মানিত ছিলেন।

ম্যাডাম গেয়োঁ ও ফাদার কোঁব উভয়ের পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা আনন্দিত হইলেন, কিন্তু এই মিলনে নূতন নিন্দাবাণী সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে এই ভাবিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন।

বার্সেল্‌এর বিশপও তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিবামাত্র তাঁহার নিকটে আপন ভ্রাতুষ্পুত্রীকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং অবিলম্বে আপনি আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। বিশপ ফরাসীভাষা ভাল জানিতেন না, সুতরাং ম্যাডাম গেয়োঁকেই ইটালীয় ভাষায় কথা কহিতে হইল। বিশপ প্রীত হইয়া গেলেন।

কিছুদিন পরে তিনি ম্যাডাম গেয়োঁকে স্থায়ী ভাবে বার্সেল্‌এ থাকিতে অনুরোধ করিলেন। ম্যাডাম গেয়োঁ সম্মত হইতে পারেন নাই কারণ তাঁহার মনে হইয়াছিল, ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্যরূপ।

তাঁহার স্বাস্থ্য খারাপ হইতে লাগিল। চিকিৎসক কহিলেন, বার্সেল্‌এর জলবায়ু তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে। দুঃখিত চিত্তে বিশপ তাঁহার বার্সেল্‌ ত্যাগে মত প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন, বার্সেল্‌এ থাকিয়া মৃত্যু হওয়া অপেক্ষা অন্য কোথাও সুস্থদেহে জীবিত থাকুন ইহাই অবশ্য তাঁহার ইচ্ছা।

বন্ধুবর্গ প্যারীকে কর্ম্মক্ষেত্র করিবার পরামর্শ দান করিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল তাঁহার জন্য কঠিনতর পরীক্ষা অপেক্ষা করিয়া আছে। ফাদার কোঁব্‌এর ও সেই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তথাপি ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকটে আপনাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য তিনি ম্যাডাম গেয়োঁকে উৎসাহিত করিলেন।

কয়েকমাস বার্সেল্‌ বাসের পর তিনি পুনরায় যাত্রা করিলেন।

স্বাস্থ্যহানি ব্যতীত বার্সেল্ বাস তাঁহার পক্ষে সকল বিষয়েই সুখের হইয়াছিল। ফাদার কোঁব্এর সহিত তিনি প্যারী যাত্রা করিলেন। দুজনে চলিলেন—আত্মহত্যা করিতে, বৃহত্তর বোঝা মাথায় তুলিয়া লইতে।

পথে মারশিয়োনেস অব্ প্রুনের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিলেন। পুনর্ব্বার তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া মারশিয়োনেস্ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। দীন আর্ত্তের সেবায় ও নানা সৎকর্ম্মে তিনি আপন দিনগুলিকে ব্যাপৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সেবা ধর্ম্মে তাঁহাকে উৎসাহদান করিয়া কয়েকদিন পরে ম্যাডাম গেয়োঁ তাঁহার নিকট হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

Savoyএর প্রধান সহর সঁবেরিতে (Chamberri) ভ্রাতা লা মোথ্ এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অনেক বৎসর ভ্রাতাভগিনীর সাক্ষাৎ হয় নাই। ম্যাডাম গেয়োঁর প্রতি লা মোথ্ এর সদ্ভাব না থাকিলেও তাঁহাদের এই মিলন প্রীতিকরই হইয়াছিল।

সঁবেরি হইতে তিনি গ্রেনোবল্এ আসেন। এইখানে তাঁহার কন্যা পরিচারিকার সহিত বাস করিতেছিল। তিনি পুনর্ব্বার আসিয়াছেন শুনিয়া দলে দলে লোক তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল এবং তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিল। কিন্তু যখন শুনিল তিনি সেখানে থাকিতে আসেন নাই, অল্পকয়দিন পরেই চলিয়া যাইবেন, তাহাদের সকল আনন্দ বিষাদে পরিণত হইল। বিশপ কামুসও খুব সদয় ব্যবহার করিলেন।

প্রায় একপক্ষকাল গ্রেনোব্ল্এ যাপন করিয়া কন্যা ও পরিচারিকাকে লইয়া তিনি পুনরায় যাত্রা করিলেন। ১৬৮৬, ২২এ জুলাই তিনি প্যারীতে পৌছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ৩৮ বৎসর।

৩১

পুনরায় শত পুরাতন স্মৃতিময় প্যারীতে আসিয়াছেন, কিন্তু এখন কি পরিবর্ত্তন। তাঁহার পরিচিত বন্ধুগণের মধ্যে অনেকে ইহলোক ত্যাগ করিয়াগিয়াছেন, তাঁহার নিজের অবস্থাও কত পরিবর্ত্তিত।

বিচ্ছিন্ন পরিবারটি পুনর্ব্বার একত্র মিলিত হইল। কন্যা দুটিকে লইয়া ম্যাডাম গেয়োঁ বাস করিতে লাগিলেন। একটি বাধা স্বভাবতঃই তাঁহাকে সহরের অভিজাতসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিল।

তাঁহার দীনদরিদ্র ভাইভগিনীগণের কথা তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই। সহরের অন্য শ্রেণীর লোকের সহিতও এখন তাঁহার যোগ হইল। প্যারীর সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণ ম্যাডাম গেয়োঁর যশোবার্ত্তা শুনিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষিণী অনেকের সহিত ম্যাডাম গেয়োঁ মাঝে মাঝে দেখা করিতেন। এই সময় হইতেই ম্যাডাম গেয়োঁর নামকে—বন্ধুভাবে না হয় শত্রুভাবে প্যারীর কতকগুলি বিখ্যাত নামের সহিত জড়িত দেখিতে পাওয়া যায়।

ডিউক অব্ বোবিলিয়ে (Duke of Beauvilliers) ডিউক অব্ সেভ্রুজ্ (Duke of Chevreuse) ফেনেলোঁ (Fenelon) প্রভৃতি প্রথিত নামা পুরুষগণ ম্যাডাম গেয়োঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের মধ্যে ছিলেন। সাংসারিক হিসাবে ইঁহারা ম্যাডাম গেয়োঁ অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত, কিন্তু ধর্ম্ম শিক্ষায় ইঁহারা তাঁহার নিকটে শিষ্যের নিম্নাসনে বসিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

এদিকে ফাদার কোঁব্ এর চেষ্টায় এই নূতন ধর্ম্ম—এই প্রাণের ধর্ম্ম চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। ধনিদরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ নির্ব্বিশেষে সকলের হৃদয়ে ইহার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত। এমন অবস্থা

বেশীদিন অলক্ষিত ভাবে চলিতে পারেনা। কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আরষ্ট হইতে বিলম্ব হইলনা।

লা কোঁব্ বুঝিলেন সম্মুখে বিষম পরীক্ষা। একখানি পত্রে ম্যাডাম গেয়োঁকে লিখিয়াছিলেন ;—

"আকাশে মেঘ সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। কখন বজ্রপাত হইবে জানি না। কিন্তু, সমস্ত পরীক্ষাব মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা বর্ত্তমান জানিয়া, আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরের হস্ত হইতে যাহাই আসুক না কেন সমস্তই আমি বরণ করিয়া লইতে পারিব।"

তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বিকট হইয়া উঠিল। বিরোধীগণ সম্রাট চতুর্দ্দশ লুইএর নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া সফল-মনোরথ হইলেন। তাহার ফলে ১৬৮৭, ৩রা অক্টোবর ফাদার কোঁব্ ধৃত ও রহস্যময় ভীষণ ব্যাষ্টিল (Bastile) কারাগারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ম্যাডাম গেয়োঁর ভ্রাতা লা মোথ্ এই ব্যাপারের কৃতিত্বে এক প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মগুরুরূপে ভগিনীর উপর ফাদার এর সুপ্রতিষ্ঠিত প্রভাব ও সর্ব্বত্র ইঁহার সম্মান ও সমাদর—ইহা দেখিয়া লা মোথ্ এর মনে ঈর্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

ফাদার কোঁব লাটিন্ ভাষায় "An Analysis of Mental Prayer" নামক এক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইহা আপত্তিকর বলিয়া ঘোষিত হইল। ব্যাষ্টিল এর কারাকক্ষে তিনি কতদিন রুদ্ধ ছিলেন, সঠিক জানা যায় না। ম্যাডাম গেয়োঁ বলিয়াছেন যে চিরজীবনের জন্যই তিনি অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু কারাগারের কর্ম্মচারীগণ তাঁহার প্রতি সদয় ও সম্মান ব্যবহার করিতেছেন জানিতে পারিয়া শত্রুগণ তাঁহাকে কঠোরতর স্থানে প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় তাঁহাকে আপার-

পিরানিজ (Upper Pyrenees) এর লূর্ড (Lourde) সহরের একটি কারাগারে ও তৎপরে অন্য দুই একটি কারাগারে ক্রমান্বয়ে স্থানান্তরিত করা হয়। বিভিন্ন কারাগারের মধ্যে তাঁহার জীবনের সাতাশটি বৎসর কাটিয়াছিল। এই মহাপ্রাণের কার্য্য এইরূপে এত শীঘ্র শেষ করিয়া দেওয়া হইল। দয়া করিয়া মৃত্যুকালের অনতিপূর্ব্বে তাঁহাকে সারেঁটোঁ হাঁসপাতালে (Charenton Hospital) আনা হইয়াছিল। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সকল যন্ত্রণার অবসান হয়।

ফাদার কোঁব্ এর কারাদণ্ডে ম্যাডাম গেয়োঁর মনে বিষম আঘাত লাগিল। কিন্তু এ বিশ্বাস তাঁহার অটল রহিল যে "ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কার্য্যানুসারে পুরস্কার দান করিবেন।"

ফাদার কোঁব্ এর কারাবাসের সময় ম্যাডাম গেয়োঁ তাঁহার দুঃসহ দুঃখে যথাসাধ্য সান্ত্বনাদান করিতে চেষ্টা করিতেন। কারাগারে তাঁহার জন্য পুস্তক ও অর্থ প্রেরণ করিতেন এবং নিজের যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও তাঁহাকে পত্র লিখিতেন। কখনও এইকাজ তাঁহাকে অত্যন্ত গোপনে করিতে হইত। একবার তিনি নিজেব নাম না দিয়া গুপ্ত ভাবে তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন—ইহা পাইয়া ফাদার কোঁব্ এই মর্ম্মে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন—

আমার অজ্ঞাত অথবা বেনামী পত্রের লেখক আমাকে যে সম্মান দান করিয়াছেন সমস্ত হৃদয়ের সহিত তাহার উত্তর দিতেছি। পত্রখানি যেমন হৃদয়তাপূর্ণ, ধর্ম্মসম্বন্ধেও সেইরূপ উপদেশপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ। আমার প্রতি আপনি যে এই পবিত্র বন্ধুত্ব দেখাইয়াছেন ইহাতে আমি সত্যসত্যই আনন্দ অনুভব করিতেছি এবং ইহাও কম আনন্দের বিষয় নহে যে নির্ব্বাসিত বন্দীর জন্য যাঁহার হৃদয়খানি এত চিন্তিত তিনি নিজেও ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন।

যে হৃদয় হইতে সান্ত্বনার এই ছত্রকয়টি উত্থিত হইয়াছে তাহা যে নির্ভয় বিশ্বাস এবং নিঃস্বার্থপ্রেমে পরিপূর্ণ ইহা জানিয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছি এমন আনন্দ আমাকে আর কিছুতেই দিতে পারিবে না। এইরূপ হৃদয়ই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান-মন্দির।

পত্রখানির লেখক যিনি, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তার মধ্যেই তিনি ধরা পড়িয়া গিয়াছেন, সে মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে এতই গভীররেখায় মুদ্রিত যে তাহাকে চিনিতে পারিব না ইহাই আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার কারাগৃহের দুঃখচ্ছায়ার মধ্য হইতে হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রীতিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

আমাদের প্রিয় কাজ যাহা, এই অবস্থায় তাহা করিবার ক্ষমতা আমার নাই, সেই জন্য আপনি আমাকে লিখিতে ও চিন্তা করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু, হায়। প্রস্তরের শুষ্কতার মধ্য হইতে কি নির্ঝরধারা প্রবাহিত হইতে পারে? এ বিষয়ে বিশেষ শক্তি বা ইচ্ছা আমার কোন দিনই ছিল না, আর এখন জগত হইতে এই বিচ্ছেদ, এই কারাবাস, প্রাণহীন তাপহীন এই দেয়ালগুলি—ইহারা আমার যে শক্তিটুকু ছিল তাহাও যেন কাড়িয়া লইয়াছে। আমার মস্তক (হৃদয় নহে) যেন শুষ্ক হইয়া কঠিন হইয়া গিয়াছে। আমার বীণা নীরব হইয়াছে। শাসনের বন্ধন কিছু শিথিল হইয়াছে সত্য। আমি এখন পাষাণ দেয়ালের বাহিরে নিকটের বাগানে ও মাঠে যাইতে পাই কিন্তু তাহার সর্ত্ত—সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন পরিশ্রম। এই অবস্থায় আমি কি করিতে পারি? চিন্তা করিব কেমন করিয়া?

যাহাই হউক, আমার নিজের কোন ইচ্ছা নাই। ঈশ্বরের মহিমা আমাতে জয়যুক্ত হউক—ইহা ব্যতীত আমার অন্ত

আকাঙ্ক্ষা নাই। পরিশেষে আমার অনুরোধ, আমার জন্য প্রার্থনা করিবেন।

লা কোঁব্ এর কার্য্যপথ রুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ম্যাডাম গেয়োঁর কর্ম্মচেষ্টা যদি এইরূপ অবাধগতিতে চলিতে থাকে তাহা হইলে ষড়যন্ত্রের এত আয়োজন সকলি বৃথা। তিনিই এই আন্দোলনের মূলে,—দলপতিকে ছাড়িয়া অনুচরকে শাসন করিলে কোনই ফল হইবে না। সুতরাং লা কোঁব্ এর দমন ব্যাপার শেষ হইতে না হইতে ম্যাডাম গেয়োঁকে দমন করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল।

ভ্রাতা লা মোথ্ ম্যাডাম গেয়োঁর অশ্রান্ত কার্য্য ও অম্লান প্রভাবের কথা ভাল করিয়াই জানিতেন। তাঁহার কার্য্য বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহাকে জন্মস্থান মোটারঝিঁতে যাইয়া বাস করিবার পরামর্শ দান করিলেন। এ প্রস্তাব স্বীকার করিতে ম্যাডাম গেয়োঁ দ্বিধামাত্র করিলেন না। পুনশ্চ তিনি আপনাকে ম্যাডাম গেয়োঁর স্পিরিচুয়াল ডিরেক্টর পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইলেন। এ প্রস্তাব স্বীকার করাও ম্যাডাম গেয়োঁর পক্ষে অসম্ভব। রুষ্ট হইয়া লা মোথ্ তাঁহার নিন্দা প্রচার এবং সকলকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ম্যাডাম গেয়োঁর নিকটে নানাস্থান হইতে পত্র আসিতে লাগিল। সে সকল পত্রে বিশেষ করিয়া এই উপদেশ থাকিত যে আপনাকে লা মোথ্ এর পরিচালনাধীনে স্থাপন না করিলে তাঁহার সর্ব্বনাশ সুনিশ্চিত।

বাহিরে অত্যাচার যতই প্রবল হইতে লাগিল তিনি ততই অন্তরের মধ্যে মগ্ন হইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রিয়তমের জন্য সর্ব্বস্ব হারানই যে তাঁহার লাভ। নিত্য নূতন অপবাদে তিনি অভিযুক্ত হইতে

লাগিলেন। কিন্তু একদিকে বিদ্বেষ পীড়ন যেমন প্রবল, অপরদিকে বহু ব্যাকুলাত্মা তাঁহার নিকট হইতে সত্য গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় তেমনি উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যতই দুঃখ সহিতে লাগিলেন তাঁহার সন্তানের দল ততই বাড়িতে লাগিল।

অত্যাচারের তাপ শিষ্যগণও অনুভব করিতেছিলেন। কেহ কেহ সহর হইতে বিতাড়িত হইলেন। ম্যাডাম গেয়োঁ বলিয়াছেন যে একজনের শাস্তিপ্রাপ্তির অপরাধ এই যে ম্যাডাম গেয়োঁর লিখিত ক্ষুদ্র পুস্তকখানি (বোধ হয় Short method of prayer) সম্বন্ধে তিনি উত্তম মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই সময় একটি গির্জ্জায় একদিন তাঁহার লা মোথ্ এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। বন্ধুত্বের আবরণে তিনি বলিলেন—ভগিনি, তোমার সহর ত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তোমার বিরুদ্ধে এমন সব অভিযোগ উত্থাপিত যে স্থানত্যাগ ব্যতীত রক্ষার আর কোন পথ দেখা যাইতেছে না। বিষম অপরাধ সমূহে তুমি অভিযুক্ত।

ম্যাডাম গেয়োঁ বলিলেন, অভিযোগগুলি যদি সত্য হয় তাহা হইলে কোন শাস্তিই আমার পক্ষে কঠোর হইতে পারে না। শাস্তি আসুক—আমি পলায়ন করিতে পারি না। এখানে থাকিবার আমার যথেষ্ট কারণ আছে। আপনাকে আমি সম্পূর্ণরূপে আমার প্রভুর নিকটে সমর্পণ করিয়াছি। যাঁহাকে ভালবাসিতে আমি ইচ্ছা করি, এবং আমার জীবনপাতেও সমস্ত জগত তাঁহাকে ভালবাসুক এই ইচ্ছা আমি যাঁহার সম্বন্ধে পোষণ করি তাঁহার বিরুদ্ধে যদি অপরাধ করিয়া থাকি তাহা হইলে জগতের সমক্ষে অপরাধ দণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি। আমি নির্দ্দোষ এবং

পলায়ন করিয়া আমি লোকের নিকটে দোষী বলিয়া প্রমাণিত হইতে চাহি না।

লা মোথ্ এতটা দৃঢ়তা আশা করেন নাই। ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

তাঁহার নৈতিক চরিত্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপনের ঘৃণ্য পন্থা যখন ব্যর্থ হইল তখন অত্যাচার ভিন্ন পথে চলিতে লাগিল। তাঁহার পবিত্র চরিত্র নির্ম্মল বলিয়া স্বীকৃত হইলেও ধর্ম্মদ্রোহিতার অভিযোগ অপরিবর্ত্তিত রহিল। প্যারীর আর্চবিশপের নিকটে অভিযোগ উপস্থিত হইল—ক্ষিপ্রআগ্রহে তিনি অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া লইলেন, কিন্তু রাজ-অনুমতি চাহি। তদ্ব্যতীত যে ম্যাডাম গেয়োঁকে কারারুদ্ধ করা যাইতে পারে না। তাঁহার পুস্তক প্রচার বন্ধ হইলেই শুধু চলিবে না, কারার নিরাপদ আবেষ্টনের মধ্যে তাঁহার দেহখানিকে সুরক্ষিত করিতে হইবে।

রাজার অনুমতি পাইতে বিলম্ব হইলনা। ম্যাডাম গেয়োঁ স্বধর্ম্ম দ্রোহী, সমাজের নিয়মবিরুদ্ধ ধর্ম্মসমিতিসমূহ তাঁহাদ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তিনি একখানি ভয়াবহ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, মলীনোস্ (Michael de Molinos) এর "স্পিরিচুয়াল গাইড" এর মতের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য রহিয়াছে, এবং রোমে কারাবাসী মলীনোস্ এর সহিত তিনি পত্র বিনিময় পর্য্যন্ত করেন—এই সকল অভিযোগ রাজসমীপে প্রেরিত হইল।

মলীনোস্ এর সহিত জীবনে তাঁহার দেখা হয় নাই এবং তাঁহাকে তিনি কখনও পত্রও লিখিতেন না। তাঁহাদের মতের সাদৃশ্য ছিল এ কথা সত্য। লুইএর মন মলীনোস্ এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত ছিল। স্বরাজ্যে আপন প্রতাপ সীমাবদ্ধ রাখিয়া সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া,

ইটালীতেও মলীনোস্ এর বিরুদ্ধে প্রভাবজাল বিস্তারিত করিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই।

পোপ একাদশ ইনোসেণ্ট বুঝিয়াছিলেন মলীনোস্ একজন যথার্থ ধার্ম্মিক ব্যক্তি। প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাঁহার অপরাধ যাহাই হউক, এমন একজন মহৎব্যক্তির প্রতি কঠোর দণ্ড প্রয়োগ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ফ্রান্সের রাজার প্রভাবে পড়িয়া তিনি মলীনোস্কে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। চার্চের জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে আপন কীর্ত্তিগৌরব জগদ্ব্যাপী করিবার জন্য ফ্রান্স-অধীপ চতুর্দ্দশ লুই—অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। মলীনোস্এর নামের সহিত ম্যাডাম গেয়োঁর নাম জড়িত করিলে লুইকে কত সহজে উত্তেজিত করা যাইবে অভিযোগকারীগণ তাহা জানিতেন।

অভিযোগকারীগণ ম্যাডাম গেয়োঁর নামাঙ্কিত একখানি জাল-পত্র রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল বৃহৎকার্য্যের কল্পনাসমূহ তাঁহার মনে রহিয়াছে, কিন্তু ফাদার কোঁব্এর কারাদণ্ডের পর হইতে অভিসন্ধি প্রকাশ হইবার ভয়ে তিনি শঙ্কিত হইতেছেন। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ বিশেষরূপে লক্ষ্য করা হয়। পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইবার জন্য নিজের বাড়ীতে সভা-স্থাপন তিনি ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু অন্যত্র সভা করিবার ইচ্ছা আছে।

আপন রাজধানীতে আপনার দৃষ্টির সমক্ষে এমন ভয়ানক ধর্ম্ম দ্রোহিতার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে!—লুই সন্ত্রস্ত হইলেন। চিন্তা করিয়া আর সময় নষ্ট না করিয়া তিনি অবিলম্বে ম্যাডাম গেয়োঁর কারাদণ্ডের আদেশ দান করিলেন। কঠিন পীড়া হইতে ম্যাডাম গেয়োঁ তখনও সম্পূর্ণ সারিয়া উঠেন নাই। সেই অবস্থায় তাঁহাকে

সেণ্ট্‌মেরী কন্‌ভেণ্টে অবরুদ্ধ করা হইল। লা কোঁব্‌ এর কারা-রোধের তিনমাস পরে তিনি বন্দিনী হইলেন।

তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য কোন চেষ্টাই যে হয় নাই তাহা নহে। কিন্তু যে কয়জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার সপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহারাও শাস্তি পাইলেন।

যখন কারাদণ্ডের সংবাদ আসিল, একটি শান্ত ভাবে ম্যাডাম গেয়েঁার মন নত হইয়া পড়িল। দণ্ডের সংবাদদাতা ও উপস্থিত বন্ধুগণ দেখিলেন, তাঁহার মুখে আনন্দের একটি প্রসন্ন দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই আনন্দ কারাবাসের সময়ও তাঁহার মনকে ভরিযা রাখিয়াছিল।

তিনি বলিয়াছেন ;—

"১৬৮৮, ২৯ এ জানুয়ারী আমি সেণ্ট্‌মেরী কন্‌ভেণ্টে গমন করিলাম। সেদিন পূর্ব্বোহ্নেই কারাদণ্ডের আদেশ পাইয়াছিলাম। বাড়ী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমাকে কয়েক ঘণ্টা সময় দেওয়া হইয়া ছিল। সেই সময়ে অনেক বন্ধুর সাক্ষাৎ ও সমবেদনা লাভ করিয়া ছিলাম।

"কন্‌ভেণ্টে পৌঁছিয়া শুনিলাম, একটি ক্ষুদ্র নির্জ্জন কক্ষে আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। আমার দেহের দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও একজন দাসীর সাহায্যও আমাকে দেওয়া হয় নাই। কন্‌ভেণ্টবাসিনীগণ পূর্ব্ব হইতে আমার সম্বন্ধে এমন সংবাদ পাইয়াছিলেন যে আমাকে তাঁহারা এক প্রকার ভীতির চক্ষে দেখিতেন। আমার কারারক্ষিণী আমার প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করিতেন। তাঁহার হস্তে আমি কত সহিয়াছি ঈশ্বরই জানেন।" কারাগারে কিছুদিন পরেই তিনি পূর্ব্বের শান্ত অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন।

পরিবারটি আবার বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। শতদুঃখের মধ্যে তাঁহার এক সান্ত্বনা ছিল দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যাটির সঙ্গলাভ। প্রবাসে দুঃখে সংগ্রামে সকল সময়ে এই মধুর-মূর্ত্তি তাঁহার নয়নের সম্মুখে রহিয়াছে—তাঁহার মাতৃহৃদয় তাহাতে অনেকটা বললাভ কারিয়াছে। পবিবারের অন্য সকলকে ছাড়িতে হইবে তাহা তিনি জানিতেন, কিন্তু এই ক্ষুদ্র বালিকাকে যেন তাঁহার বক্ষ হইতে কড়িয়া লইয়া যাওয়া না হয় এই আশা ও ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি অনুরোধ করিলেন কনভেণ্টের অন্য অংশে তাহাকে রাখা হউক। দেখিতে না পাইলেও, তাহাতেই তাঁহার মন সান্ত্বনা মানিবে। কিন্তু তাহা হইলনা। একবাড়ীতে থাকা দুরের কথা, তাহার সংবাদ জানিবার অধিকার পর্য্যন্ত তাঁহার রহিল না—"যখন তাহাকে লইয়া গেল তখন আমার হৃদয় গভীররূপে আহত হইল—কোথায় যে তাহাকে লইয়া যাওয়া হইল তাহা আমি জানিতাম না। আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে তাহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম—যেন সে আর আমার নয়।"

একটি মাত্র দ্বার বিশিষ্ট ক্ষুদ্র এক কক্ষে তিনি আবদ্ধ হইলেন। দ্বারটি অর্গলবদ্ধ থাকিত। আলোক ও বায়ু প্রবেশের জন্য একদিকে একটি গবাক্ষ ছিল। প্রায় সমস্তদিন সেই গবাক্ষপথে রৌদ্র প্রবেশ করিয়া গ্রীষ্মকালে কক্ষটিকে দুঃসহ করিয়া তুলিত। তিনি নিজে তাঁহার কারাগৃহের বিষয় বেশী কিছু বলেন নাই, সুতরাং কারাগৃহের অবস্থা অপেক্ষা কারাবাসীর শান্ত—নিস্পৃহ অবস্থাটিই আমাদের নিকটে অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সেই কক্ষে তিনি ৮ মাস বন্দী ছিলেন।

৩৩

তাঁহার শরীর দুর্ব্বল ছিল কিন্তু সেই অসুস্থ ও ক্ষীণ দেহখানির ভিতর সুস্থ ও শক্তি সম্পন্ন একখানি হৃদয় বাস করিত। তাহারই জোরে তিনি এতটা কঠোরতা সহিতে পারিতেন।

বন্দিনী বলিয়া তাঁহার দিনগুলি আলস্যে কাটিতে ছিল না। তাঁহার ধর্ম্মগুরু ফাদার লা কোঁব্ তাঁহাকে আপন জীবনকথা লিপিবদ্ধ করিবার ভার দিয়াছিলেন। সমস্ত ঘটনা বিস্তৃতরূপে লিখিবার আদেশ ছিল। ইতঃপূর্ব্বেই হয়তো ম্যাডাম গেয়োঁ ইহা লিখিতে আরম্ভ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু এখন সমগ্র শক্তি দিযা লেখায় মনোনিবেশ করিলেন। এ কল্পনা ম্যাডাম গেয়োঁর মনে একবারও উদিত হয় নাই যে আত্মীয় পরিজন ব্যতীত বাহিরের লোকের হস্তে এ লিপি কখন পড়িবে, সুতরাং ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ঘটনা নিঃসঙ্কোচে লিখিয়া গেলেন।

তাঁহার অনেক কবিতা তিনি এই স্থানেই লিখিয়াছেন। এই কারারেই যেন বেশী কাজ করিতে লাগিলেন। কখনও কেহ কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। বিচার পতি মসিয়ার সারোঁ (Monsieur Charon) এবং মসিয়ার পিরো (Monsieur Pirot) তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কয়েকবার আসিয়া ছিলেন। এই পরীক্ষার উপরে তাঁহার কারাবাসের স্থায়িত্ব নির্ভর করিয়াছিল। বিচারপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের শিক্ষা ফাদার কোঁব্ এর নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন কিনা এবং প্রার্থনা সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তকখানি রচনায় ফাদার কোঁব্ এর সহকারিতা আছে কিনা।

ম্যাডাম গেয়োঁ বলিলেন, শিশুকাল হইতেই এ শিক্ষালাভের সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়াছিল, ফাদার কোঁব্ এর সহিত পরিচয় হয়

তাহার অনেক পরে, ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে। পুস্তক রচনাতেও ফাদার কোঁব্ এর সহকারিতা নাই। পুস্তকখানি তিনি গ্রেনোব্‌ল্ এ লিখিয়াছিলেন, ফাদার কোঁব্ সেখানে ছিলেন না।

বিচারক বলিলেন, গ্রন্থে তিনি প্রচলিত প্রার্থনাপদ্ধতি এবং এমনকি লর্ডস্ প্রেয়ার ব্যবহারের প্রতিও অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন ইহাই কি বুঝিতে হইবে ?

ম্যাডাম গেয়োঁ বলিলেন, অসম্মান প্রকাশ দূরে থাকুক, কেমন করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে আমি তাহাই বুঝাইয়াছি। লর্ডস্ প্রেয়ার এর কিংবা যে কোন প্রার্থনার শুধু আবৃত্তি করিয়া যাওয়ার নিন্দাই আমি করিয়াছি। শুধু কথা গুলি আবৃত্তিতে কোন ফল নাই, কথাগুলির ভাব যাহা তাহাই যখন হৃদয়ে লাভ হয়, তখনই আমরা ঈশ্বরের গ্রহণ যোগ্য হই।

বিচারক সেই জালপত্র খানির কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে এই পত্রে আপনি ফাদার ফ্রান্সির নিকটে ধর্ম্মসভা স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং আপনার বাড়ীতে সভা স্থাপন বিপজ্জনক দেখিয়া অপরের বাড়ীতে ও পথে গোপনে সভা করিবেন লিখিয়াছেন।

ম্যাডাম গেয়োঁ—কি আমি করিয়াছি তাহা সম্ভবতঃ সকলেই জানেন, কি আমি করিব তাহা তাঁহারই বুকের মধ্যে লুক্কায়িত আছে যাঁহার ইচ্ছাই আমার আইন। পত্রের সম্বন্ধে বলিতেছি—এখানি জাল।

বিচারক—কে লিখিয়াছিল পত্রখানি ? এবং ইহাকে জাল মনে করিবার আপনার কোন্ কারণ আছে ?

ম্যাডাম গেয়োঁ—পত্রের লেখক কে সে সম্বন্ধে ঠিক করিয়া বলিতে

পারি না, কিন্তু অনুমান করি, দলিলপত্র লেখক গোটিয়ে (Gautier) দ্বারা ইহা লিখিত হইয়াছে। সহজেই দেখানো যাইতে পারে যে ইহা আমার হস্তাক্ষর নহে। আর ফাদার ফান্সিকে প্যারীর ঠিকানায় পত্র লেখা হইয়াছে। ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে ১লা সেপ্টেম্বর ফাদার ফ্রান্সি প্যারী ত্যাগ করিয়া আমিয়ঁয়া (Amiens) যাত্রা করিয়াছিলেন—পত্রের তারিখ ৩০এ অক্টোবর। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, আমার সন্তানদের শিক্ষক এ বিষয়ে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে আমাকে সাহায্য করিবেন।

বিচারক বলিলেন যে, হয়তো আপনি জানেন যে আপনার মত স্বধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত। এ অভিযোগের বিরুদ্ধে আপনি কি বলেন জানিতে পারিলে সুখী হইব।

ম্যাডাম গেয়োঁ বলিলেন, ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া ঘোষিত হইলেই ধর্ম্মদ্রোহী হয় না। রোমান ক্যাথলিক সমাজে আমার জন্ম, তাহার মতের শিক্ষার মধ্যেই আমি বর্দ্ধিত হইয়াছি—সে মতকে আমি এখনও ভালবাসি। বিদ্যাবত্তার দাবি আমি করিনা,—ইহা সম্ভব যে সময় সময় আমি এমন কথা কহিয়াছি যাহা ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে ভ্রমাত্মক। সংশোধনের জন্য সেগুলিকে যোগ্য ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিতে আমি প্রস্তুত। আমি চার্চ্চের জন্য জীবন দিতে পারি। কিন্তু ইহা আমি বলিতে ইচ্ছা করি যে শুধু বাক্যে ও বাহিরের আচারেই যে আমি ক্যাথলিক তাহা নহে আমি সত্য সত্যই ক্যাথলিক, ক্যাথলিক ধর্ম্মের সার যাহা, প্রাণ যাহা, তাহাই আমার ধর্ম্ম। ক্যাথলিক ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কখনই ইহা নয় যে তাহার সন্তানগণ বাহ্য আচারের মধ্যেই মরিয়া থাকুক, বরং আচার নিয়মগুলি যেন ভিতরের জীবনেরই বহিঃপ্রকাশ হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

পৃথক সম্প্রদায়গঠনের উদ্দেশ্যে আমি কিছুই করি নাই, আমার ইচ্ছা ছিল শুধু অন্তর্জ্জীবনকে পুনর্ব্বার উদ্বোধিত করা। আমি যে স্বধর্ম্মত্যাগী বিদ্রোহী বলিয়া বিবেচিত হইব একথা আমার মনে উদিতই হয় নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে মানুষের অন্তরের মধ্যে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় আমি পরিশ্রম করিতে পাইব।

বিচারপতি তাঁহার লিখিত একখানি পুস্তক পড়িতে চাহিলেন। ম্যাডাম গেয়োঁ বলিলেন যে মুক্তি পাইলেই তিনি সে পুস্তক তাঁহার হস্তে দিবেন। পুস্তকখানি যাঁহার নিকটে রাখিয়া আসিয়াছেন তাঁহার নামোল্লেখ করিতে তিনি এখন ইচ্ছা করেন না।

তাঁহাদের কথোপকথন প্রধানতঃ এই প্রকারই হইয়াছিল। মসিয়ার শারোঁ বিচারক সুলভ গাম্ভীর্য্য রক্ষাকরিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে প্রস্থান করিলেন, মসিয়ার পিরো বিদায়কালে দুই একটি সদয়বাক্য কহিয়া গেলেন।

এই পরীক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে আরও ৩ বার আসিতে হইয়াছিল।

৩২

কনভেণ্টের কর্ত্রী পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে বিচারপতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে শীঘ্রই মুক্তি হইবে। ম্যাডাম গেয়োঁর মন কিন্তু বলিতে লাগিল, তাহা হইবে না। তাহাতে তিনি মুহ্যমান হইলেন না। পৃথিবী তুচ্ছ শরীরটাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু মনকে শাসন করিবে কে? তাহার স্বাধীনতা যে অনন্ত। দেহের বন্ধনে তাঁহার মন বেশী করিয়া স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতে লাগিল। প্রভুর জন্য কারাবন্ধন ধারণ করিয়া "আমি যে সন্তোষ ও আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম তাহা অবর্ণনীয়।"

১৯এ মার্চ্চ তাঁহার কারারক্ষিণী বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে কন্‌ভেণ্ট্ সংলগ্ন উদ্যানে যাইবার অনুমতি দিলেন। বাগানের নিভৃত অংশে একটি উপাসনা স্থান ছিল। সেখানে খৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধ মূর্ত্তি ছিল। তাহার সম্মুখে বসিয়া তিনি সমস্তদিন যাপন করিলেন। যে আনন্দে সেদিন তাঁহার হৃদয় আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল অন্যে তাহা বুঝিতে পারিবে না।

২৫এ তারিখের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। ঈশ্বর যেন সকল আনন্দ তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন। তাঁহার এই নিঃসঙ্গ অবস্থা, কন্যার বিচ্ছেদ, তাঁহার সমস্ত পরাজয়, শরীরের স্বাস্থ্যহীনতা—সকলে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে অন্ধকার লইয়া দাঁড়াইল। সেই অন্ধকারে স্বর্গ মর্ত্ত্যের সকল আনন্দ তিনি হারাইয়া ফেলিলেন, হৃদয় গভীর দুঃখে মগ্ন হইয়া গেল। কিন্তু বিশ্বাসের আশ্রয় লইয়া অবশেষে এ পরীক্ষায়ও তিনি রক্ষা পাইলেন—অন্তরের প্রশান্ত আনন্দ আবার ফিরিয়া আসিল।

তাঁহার মনে অত্যাচারীগণের প্রতি বিদ্বেষ বা অভিযোগের লেশ মাত্র ছিল না। তাঁহারা যাহা করিতেছেন ঈশ্বরই সে সমস্ত করিতে দিতেছেন—এই চিন্তাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। মানুষের আঘাতের মধ্যে ভগবানের ইচ্ছার অনুমোদন দেখিতে পারিলে আঘাতকারীর সম্বন্ধে আমাদের মন একটুও চঞ্চল হয় না, সে আঘাতে বেদনার একটি আনন্দে মন নত হইয়া পড়ে।

কন্যাকে কোথায় রাখা হইয়াছে অনেকদিন পর্য্যন্ত সে সংবাদটিও তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। কিছুদিন পরে শুনিলেন এই বালিকা-বয়সে তাঁহার কন্যাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিবার দুশ্চেষ্টা চলিতেছে। এই বালিকা পৈত্রিক সম্পত্তির বিপুল অংশের অধিকারিণী, সুতরাং অর্থলোভ এই স্বার্থপর আয়োজনের এক কারণ।

সকল সন্তানই পিতামাতার আদরের বস্তু, কিন্তু এই কন্যা ম্যাডাম গেয়োঁর শুধু আদরের নহে, ইহার নিকট হইতে তিনি বেশী কিছু আশা করিতেন। তাহার চরিত্রকে সেইরূপ করিয়াই তিনি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। মাতৃদৃষ্টির পক্ষপুটের আবরণে পরম সাবধানে এতদিন যে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে আজ এমন ব্যক্তির হস্তে সে পড়িতে চলিয়াছে যে নামে মাত্র খৃষ্টশিষ্য, তাহার নৈতিক চরিত্র স্খলিত। এ শোচনীয় সংবাদে মাতার শোকের সীমা রহিল না।

ফ্রান্সের অধিপতি অনেক সময়ে প্রজাবর্গের পারিবারিক ঘটনার প্রতিও দৃষ্টিক্ষেপ করিতেন। এই বিবাহ আন্দোলন তাঁহার সম্মুখে উত্থাপন করা হইল। বিবাহ সম্পাদনে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজার ইচ্ছা প্রকাশ তো শুধু ইচ্ছা প্রকাশ নহে তাহা শক্তি প্রয়োগ— আদেশ দান। কিন্তু অগ্রে কন্যার মাতার সম্মতি প্রাপ্ত হইতে হইবে— এ করুণাটুকু তিনি প্রকাশ করিলেন।

পুনর্ব্বার বিচারপতি মসিয়ার সারোঁ রাজার মত ও ইচ্ছার বার্ত্তা লইয়া ম্যাডাম গেয়োঁর নিকটে উপস্থিত হইলেন। কন্‌ভেণ্ট্ কর্ত্রী, ম্যাডাম গেয়োঁর সন্তানগণের অভিভাবক এবং উপস্থিত আর সকলের সমক্ষে বিচারপতি ম্যাডাম গেয়োঁকে আপন বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি রাজইচ্ছার কথা জ্ঞাপন করিলেন, এ বিবাহ যে কত বাঞ্ছনীয় তাহা বিবৃত করিয়া বলিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন যে মার্ক্‌যিস অব শাঁভালোঁ (marquis of Chanvalon) এর সহিত কন্যার বিবাহে সম্মতি দান করিলে ৮ দিনের মধ্যে তাঁহার কারামুক্তি হইবে। ম্যাডাম গেয়োঁ বলিলেন—"দুঃখভোগ ঈশ্বরের অননুমোদিত নহে, কিন্তু অন্যায় চিরদিনই তাঁহার অননুমোদিত। আমি কারাগারেই থাকি এবং দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করি, স্পষ্ট দেখিতেছি, ইহাই ঈশ্বরের

ইচ্ছা, আর আমি তাহাতে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। আমাব কন্যাকে বলিদান করিয়া নিজের মুক্তি ক্রয় করিতে আমি পারি না।"

ইহার পর হইতে অবস্থা আরও খারাপ হইতে লাগিল। তাঁহার মুক্তির যে একটা সম্ভাবনা ছিল তাহার আশা ভরসা গেল। প্রবল প্রতাপান্বিত প্যারীব আর্চবিশপ প্রকাশ্যে বলিলেন যে, যে পথে তিনি গিয়াছেন তাহা পরিত্যাগ ও তাহার জন্য অনুতাপ ব্যতীত তাঁহার মুক্তির আর উপায় নাই। যদি তিনি আপনাকে ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলেই মুক্তিলাভ সম্ভব—অন্যথা নহে। সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্বে মুক্তির আশা তিনি ত্যাগ করিলেন।

সংবাদ শোনা গেল যে সেণ্ট্ মেরি কন্‌ভেণ্ট্ হইতে তাঁহাকে অন্য কারাগারে লইয়া যাওয়া হইবে। সেখানে লা মোথ্‌এর কঠোর শাসন তাঁহাকে অনুক্ষণ ঘিরিয়া থাকিবে। এই সংবাদে তাঁহার কোন কোন বন্ধু অশ্রুপাত করিলেন কিন্তু তিনি স্থির রহিলেন।

তিনি বলিয়াছেন, এখনও হয়তো তিনি ঈশ্বরের নৈকট্য হইতে নির্ব্বাসিত হইতে পারেন, এই চিন্তা সময় সময় তাঁহার মনে আসিত। কিন্তু এই চরম দুঃখের চিন্তাতেও তিনি এখন আর চাঞ্চল্য অনুভব করিতেন না।

১৬৮৮র জুন মাস আসিল। তাঁহার কক্ষটি অগ্নিবন্যায় তপ্ত হইয়া উঠিল। দুর্ব্বল শরীর সহিতে পারিল না—তিনি কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলেন। আর্চবিশপের নিকট সংবাদ গেল, কিন্তু বিদ্রূপবাণী ব্যতীত আর কোন লাভই তাহাতে হইল না। যাহা হউক, কন্‌ভেণ্টের লোকের অনুগ্রহে তিনি পরিচারিকা ও চিকিৎসকের সাহায্যপ্রাপ্ত হইলেন। নিয়ম ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করা হইয়াছিল, তাহার কারণ এই যে সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সাহায্য ও

শুশ্রূষা বিনা তাঁহার মৃত্যু হইলে কন্‌ভেন্টের পক্ষে অপবাদ হইবে, তাই এই ব্যবস্থা। ভগবানের কৃপায় তিনি ক্রমে নীরোগ হইয়া উঠিলেন।

আরোগ্যপ্রাপ্তির পর পুনরায় কন্যার বিবাহপ্রস্তাব লইয়া তাঁহার কক্ষে জনসমাগম হইল। তাঁহাদের মধ্যে বিচারপতি সারোঁ, ভ্রাতা লা মোথ্ এবং তাঁহার সন্তানদের অভিভাবক ছিলেন। পূর্ব্ববারের ন্যায়ই প্রস্তাব করা হইল এবং পূর্ব্বেরই ন্যায় উত্তর পাইয়া তাঁহারা প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা এটুকু স্বীকার করিয়াছিলেন যে, এমন কষ্টকর প্রতিকূলতার অবস্থার মধ্যেও তাঁহাদের প্রতি ম্যাডাম গেয়োঁর আচরণ সৌজন্য ও বিনয়ের আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল।

যাহাতে ভবিষ্যদ্বংশের নিকট তাঁহার অপরাধ ও তাঁহার কারা-দণ্ডের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন হইতে পারে এরূপ কোন কথা তাঁহার নিজের মুখ হইতে বাহির করিবার চেষ্টা আর একবার হইয়াছিল। কারণ আর কোন উপায়ে তাঁহার অপরাধ প্রমাণ করিবার সম্ভাবনা নাই। ফাদার বোঁব্ প্রতারক এই কথাটি লিখিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে একদিকে প্রলোভন অপরদিকে ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল। তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে, শুধু কারাদণ্ড ভোগ নহে, তাঁহাদের প্রস্তাবিত মিথ্যাকথা কহা অপেক্ষা মৃত্যুকে বরণ করিতেও তিনি অধিকতর সুখী হইবেন।

তাঁহার আত্মজীবনীর তৃতীয় অংশের ৮ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

১৬৮৮, ২২এ আগষ্ট এই পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে। আমার বয়স এখন ৪০ বৎসর। আমি কারাগারে। এই স্থানকে আমি ভাল-বাসি, কারণ আমার প্রভুর পাদস্পর্শে ইহা নির্ম্মল হইয়াছে।

৩৫

প্যারীতে ম্যাডাম্ ডি মিরামিয়ো (madame De miramion)

জনহিতকর কার্য্য ও ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে সেন্টমেরি কন্‌ভেণ্টে আসিতেন। সেখানে ম্যাডাম গেয়েঁার কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার নিকটে আসিলেন। ম্যাডাম গেয়েঁার মুখে অন্তরের ধর্ম্মের কথায় তিনি আপনার প্রাণের কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তখনই তিনি বুঝিলেন,—এই রমণীর কারাদণ্ডের কারণ ধর্ম্মদ্রোহিতা নহে—একান্ত ধর্ম্মপ্রাণতা। তাহারই জন্য তিনি কারাবন্দিনী।

ম্যাডাম ডি মিরামিয়ো তাঁহার কথা ম্যাডাম ডি ম্যান্‌টেনো (madame De maintenon) র নিকটে বলিলেন। ইনি চতুর্দ্দশ লুইএর পত্নী। এই সময়েই কিম্বা ইহার পরে লুই গোপনে ইঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে অত্যাচারের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি অনেকবার রাজার উপরে আপন প্রভাবের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। এখন ম্যাডাম গেয়েঁার পক্ষ হইয়া তিনি লুইএর নিকটে উপস্থিত হইলেন। প্রথমবার তিনি কৃতকার্য্য হন নাই, কিন্তু দ্বিতীয়বারের চেষ্টা সফল হইল। রাজা ম্যাডাম গেয়োঁর মুক্তির আদেশ দিলেন। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরের কিঞ্চিদধিক আট মাস কারাবাসের পর তিনি মুক্তিলাভ করিলেন। যেমন প্রশান্ত আনন্দের সহিত তিনি কারাগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শান্তহৃদয় লইয়াই সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

মুক্তিরপর তিনি ম্যাডাম ডি মিরামিযো এর গৃহে গমন করিলেন ও অকৃত্রিম আনন্দে গৃহীত হইলেন। সেখানে আর একজন বিখ্যাত মহিলা ম্যাডাম মোঁ সেক্রুল (madame de mont chevreuil) র সহিত সাক্ষাৎ হইল। কারাবাসের পূর্ব্বেও ইঁহার সহিত পরিচয় ছিল, এখন সেই পরিচয় আত্মীয়তায় পরিণত হইল। কিছুদিন পরে

তাঁহার মুক্তিদাত্রী ম্যাডাম ডি ম্যানটেনোর সহিতও তাঁহার আলাপ হইল। এই সমুদয় দেশপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির সহিত পরিচয়ের ফল নিতান্ত সামান্য হয় নাই।

অল্পদিন মধ্যেই প্যারীর আর্চবিশপের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ইঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র মার্কুয়িস অব শাঁভালোঁর সহিত কুমারী গেয়োঁর বিবাহ সম্বন্ধ উত্থাপিত হইয়াছিল।

কারাগৃহ হইতে বাহিরে আসিয়াই তিনি আবার পূর্ব্বের কার্য্য হাতে তুলিয়া লইলেন। বিপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি তাঁহার কার্য্যকে দুঃসাধ্য করিয়া রাখিযাছিল কিন্তু তিনি চেষ্টা হইতে কখনও বিরত হন নাই এবং সে চেষ্টাও বিফল হয় নাই। কতলোকে সাহায্যের আশায় তাঁহার নিকটে আসিতেন। তাঁহাদেব জন্য পরিশ্রম করিয়া, দুঃখ সহিযা তিনি আনন্দ অনুভব করিতেন।

কেহ কেহ মনে করিতেন যে বহুলোককে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্যই বুঝি তাঁহার আগ্রহ। কিন্তু তাহা নহে,—সম্প্রদায় গঠন নয়, দলপুষ্টি নয়, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল মহত্তর।—আপনার মত বলিয়া নহে, ঈশ্বরের পথ বলিয়া অন্তরের দিকে মানুষের দৃষ্টিকে জাগ্রৎ করিয়া তোলা—ইহাই ছিল তাঁহার কাজ।

ম্যাডাম গেয়োঁ প্রায় দেড বৎসর ম্যাডাম ডি মিরামিয়ো এর গৃহে বাস করিয়াছিলেন। ইঁহারই গৃহে ফুকের (Nicholas fouquet, count de Vaux) সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হইল। এই যুবককে ম্যাডাম গেয়ো পূর্ব্ব হইতে জানিতেন এবং তাঁহার হস্তে কন্যাসম্প্রদান করিতে তিনি সঙ্কোচের কোন কারণ দেখেন নাই।

কন্যার বয়স তখন মাত্র পনের বৎসর। এখন তাহার নিকটে অবস্থান করাই ম্যাডাম গেয়োঁর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইল। পুত্রগণ

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আপন আপন কর্ম্মস্থলে কার্য্য করিতেছেন, সুতরাং স্বতন্ত্র পরিবার স্থাপনের প্রয়োজন আর হইল না। তিনি কন্যার গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া সমস্ত দিনের শ্রমের পর রাত্রি জাগিয়া তিনি লিখিতেন। গ্রেগরি ডি লা মোথ্ (Gregory de la moth) নামক তাঁহার একজন ধর্ম্মপরায়ণ ভ্রাতা ছিলেন। ম্যাডাম গেয়েঁা তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—

"আমার আত্মা ঈশ্বরের সহিত এমন ভাবে যুক্ত যে আমার মনে হয়, তাঁহার ইচ্ছার মধ্যে নিজের ইচ্ছাকে আমি সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিয়াছি। দয়া করিয়া এইরূপে ঈশ্বরই আমার সর্ব্বস্ব হইয়াছেন। যে 'অহং' এক সময়ে আমাকে কষ্ট দিত তাহাকে আব দেখিতেছি না। সকল বস্তুতে সর্ব্বঘটনায় আমি ঈশ্বরকে দেখিতেছি। জীব কিছুই নয়—ঈশ্বরই সব।"

৩৬

এই সময় ম্যাডাম গেয়েঁার জীবনপথে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হইল এবং মহাযাত্রায় তাঁহারা দুজনে পরস্পরের সঙ্গী হইয়া গেলেন। ইনি ফ্রাসি এস ফেনেলোঁ (Francis .S Fenelon)

ফেনেলোঁ এক অসাধারণ পুরুষ। সে যুগ তাঁহার প্রতিভার আলোকে গৌরব-দীপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার দীর্ঘাকৃতি সৌম্যমূর্ত্তি হইতে মহত্বের আভা স্ফুরিত হইত, নয়ন হইতে অগ্নির ন্যায় যেন অনুপ্রাণনের ধারা বহিয়া যাইত। সে মূর্ত্তির দিকে একবার চাহিলে চক্ষু ফিরাইয়া লইতে চেষ্টার দরকার হইত। মহান গাম্ভীর্য্য ও সরল প্রফুল্লতার একত্র মিলন তাঁহার মধ্যে হইয়াছিল। প্রতিভার দৃপ্ততেজ, কিন্তু নম্র বিনয়ে সকলের নিকটে তিনি অবনত।

জীবনের প্রথমেই ফেনেলোঁ ধর্মার্থে আপনাকে উৎসর্গ করেন। তিনি ধর্মপ্রচারকরূপে ক্যানাডায় (Canada) যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। অজ্ঞ বর্ব্বর কয়েকটি মানবের সেবায় সমস্ত জীবন কাটাইয়া দিতে তাঁহার মন আনন্দে প্রস্তুত হইযাছিল।

তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই—ক্যানাডাতে যাওয়া হইল না। তখন তাঁহার মন গ্রীসের দিকে আকৃষ্ট হইল। অতীত গৌরবে সমুজ্জ্বল, কাব্যেসাহিত্যে বরেণ্য এই প্রাচীন ভূমি তাঁহার কল্পনাকুশল ভাবপ্রবণ হৃদয়ের নিকটে লোভনীয় হইয়া উঠিল। যে দেশ সেণ্টপলের পদস্পর্শে পবিত্র সেই দেশের ধূলির উপরে নত হইয়া পড়িবার জন্য, তাহার ভূমি চুম্বন করিবার জন্য তিনি ব্যাকুলতা অনুভব করিলেন। তাঁহার মনে হইল দীর্ঘ রজনীর অবসানে এই দেশে নূতন উষালোক নামিয়া আসিবে—তাহার সময় হইয়াছে।

কিন্তু এ আশাও অপূর্ণ রহিয়া গেল। ফ্রান্সে তাঁহার জন্য কার্য্য-নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে ফ্রান্স তাঁহাকে চাহেন।

রাজ্যে ধর্ম্মের বিশুদ্ধতারক্ষা করিবার জন্য চতুর্দ্দশ লুই অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। তাহার জন্য অস্ত্রবল প্রয়োগ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি ছিলেন শাণিত তরবারি যাঁহাদের নিকটে বিভীষিকাবর্জ্জিত। এমন লোককে দমন করিবার জন্য ধীর স্থির জ্ঞানবান শক্তিমান পুরুষের প্রয়োজন। লুইএর চক্ষু ফেনেলোঁর (Obbe de Fenelon) উপরে পতিত হইল।

স্বয়ং রাজ-মুখ হইতে ফেনেলোঁ কার্য্যের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। যে সকল প্রটেষ্টাণ্টের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, যাহাদের নিঃসম্বল, নিঃসহায় পরিবারবর্গ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে,

যাহাদের দেহ হইতে জল ধারার ন্যায় রক্ত বর্ষণ করা হইয়াছে, তাহা-দিগকেই বুঝাইতে হইবে যে এই নিপীড়কগণের ধর্ম্ম তাহাদের ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর—ইহাই ফেনেলোঁর কার্য্য। ফেনেলোঁর মহৎ হৃদয় শিহরিয়া উঠিল তিনি সমস্যায় পড়িলেন। অবশেষে এই সর্ত্তে কার্য্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন যে তিনি যেখানে কাজ করিবেন সেস্থান হইতে অস্ত্রবল অপসারিত করিতে হইবে।

পোয়্যাটু (Poitou) তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হইল। তিন বৎসর তিনি এইস্থানে কার্য্য করিয়াছেন এবং বিরুদ্ধমতাবলম্বীগণের অকপট শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হইয়াছিলেন। এখানেই তিনি সর্ব্ব-প্রথম ম্যাডাম গেয়োঁর বিষয় শ্রবণ করেন। ক্রমে যতই তাঁহার রচনা, তাঁহার কার্য্য, তাঁহার ধর্ম্মের কথা শুনিতে লাগিলেন ততই এই অদ্ভুত রমণীকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল।

পোয়্যাটু হইতে ফিরিবার সময় তিনি ম্যাডাম গেয়োঁর বাল্যভূমি মোটার্গিঁ হইতে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার বিষয় জানিয়া লইয়া ছিলেন।

প্যারীতে আসিয়া ম্যাডাম গেয়োঁর কথা আরও জানিতে পাইলেন। ইহাও শুনিলেন যে তিনি রাজার কুদৃষ্টিতে পতিত। পার্থিব ধনমানকে যদি তিনি খুব বড় করিয়া দেখিতেন তাহা হইলে এ সংবাদ পাইবার পর আর ম্যাডাম গেয়োঁর বন্ধুত্ব লাভ করিতে অগ্রসর হইতেন না। কিন্তু তাঁহার হৃদয় তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

কারাগার হইতে মুক্ত হইবার পর হইতে ম্যাডাম গেয়োঁও ফেনেলোঁ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য অনুভব করিতেছিলেন। ডাচেজ্ অব্ সারোর (Duchess of charost) গৃহে তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ হইল।

তাঁহাদের আলাপ হইয়া গেল। দীর্ঘকাল দুজনে কথা কহিলেন। প্রসঙ্গের বিষয় আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম। প্রথম আলোচনায় ফেনেলোঁ ম্যাডাম গেয়োঁর মত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, কিন্তু এই মহিমাময়ী নারীর স্মৃতি তাঁহার অন্তরে বিশেষরূপে মুদ্রিত হইয়া রহিল।

পরদিনই পুনরায় ডাচেজ্ অব্ বেথুন্ (Duchess of Bethune) এর গৃহে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে কিছুকাল নীরবে প্রার্থনায় যাপন করিলেন। ফেনেলোঁর মনের সংশয় কাটিয়া যাইতেছিল কিন্তু সম্পূর্ণ দুর হইতে আটদিন লাগিয়াছিল। এই আট দিন ম্যাডাম গেয়োঁ তাঁহার জন্য নিয়ত প্রার্থনায় জাগিয়াছেন,—সংগ্রামে কাটাইয়াছেন।

ম্যাডাম গেয়োঁ ফেনেলোঁর নিকটে কতকগুলি রচনা পাঠাইয়া দেন এবং তাহার ভুল ভ্রান্তি সংশোধন ও যে স্থান তিনি অনুমোদন করিতে পারেন না তাহা চিহ্নিত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্রও লেখেন। এই তাঁহার ফেনেলোঁর নিকটে লিখিত প্রথম পত্র। তাহাদের সর্ব্বদা সাক্ষাতের সুযোগ ছিল না তাই পত্র ব্যবহার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। ম্যাডাম গেয়োঁ ফেনেলোঁকে যে দ্বিতীয় পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে জানা যায় যে ফেনেলোঁর আত্মার জন্য চিন্তাকুল হইয়া তিনি অনিদ্রায় অনেক রাত্রি কাটাইয়াছেন। তিনি সম্পূর্ণ ঈশ্বরেরর হউন এই আগ্রহ, এই প্রার্থনা ম্যাডাম গেয়োঁর হৃদয়ে অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছিল। আব তাঁহার বিশ্বাস যে এতদিন যে বাধা ফেনেলোঁকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল তাহা লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। এ কার্য্যে একজন নারীর সাহায্য—বিশেষতঃ তাঁহার ন্যায় অযোগ্য নারীর সাহায্য—গ্রহণ করাইয়া ভগবান তাঁহাকে লোক চক্ষে হীন করিতেছেন সত্য কিন্তু "ঈশ্বর আমাকে যে স্থানে

স্থাপন করিয়াছেন আমি অবশ্য সেই স্থানেই থাকিতে ইচ্ছা করিব এবং তাঁহার হস্তের যন্ত্র হইতে কখনই অস্বীকার করিব না।" এইরূপে ঈশ্বরের মধ্যে এই দুইটি আত্মার মিলন প্রগাঢ় হইতে লাগিল।

পত্রের আর একস্থানে ম্যাডাম গেয়োঁ লিখিয়াছিলেন—"আমি অতি দীন এবং অযোগ্য, কিন্তু আমার মধ্য দিয়াও ঈশ্বর আপনার জন্য আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করিতেছেন। আপনি অপমান স্বীকার করিয়াও শিশুর ন্যায় নম্র হইয়া ইহা গ্রহণ করুন। ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া এই দীন হৃদয়ের প্রার্থনা গ্রহণ করুন।

৩।

ফেনেলোঁ ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু যাহা তিনি হইতে পারেন, যাহা তাঁহাকে হইতে হইবে তাহা হইতে যে এখনও দূরে রহিয়াছেন ইহা তিনি অনুভব করিতেন। উচ্চ হইতে উচ্চতর অসীম অনন্ত উন্নতির জন্য তাঁহার আত্মা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিল। ঈশ্বরের সহিত যোগের অটল ভূমি না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি অস্থিরতা অনুভব করিতেছিলেন।

তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য বিনয়ে বড় শোভন বড় মধুর হইয়াছিল। অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে তিনি সর্ব্বদাই অবনত। যাহা বোঝেন নাই তাহা স্বীকার করিতে ও তাহার জন্য উপদেশ ভিক্ষা করিতে তিনি কখনই লজ্জিত হইতেন না।

ম্যাডাম গেয়োঁকে তিনি নিয়মিত রূপে পত্র লিখিতেন ও তাঁহার পত্র পাইতেন। এই আত্মাটিকে অগ্রসর করিয়া আনিবার জন্য ম্যাডাম গেয়োঁ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন। "ধর্ম্মপথে বিশ্বাসই সর্ব্বস্ব" এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে তাঁহার দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল।

সাত আট মাস পরেও সংশয়ের প্রশ্ন, অমীমাংসিত সমস্যা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিত এবং নত হইয়া ম্যাডাম গেয়েঁার নিকট হইতে শ্রদ্ধার সহিত তাহার সদুত্তর গ্রহণ করিতেন। একখানি পত্রের শেষে তিনি ম্যাডাম গেয়োঁকে লিখিযাছিলেন—

"এক আশ্চর্য্য দেশের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে। সম্মুখে বিস্তৃত অরণ্য, আমি ইহার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত তথাপি ইহার মধ্যদিয়া আমাকে যাইতে হইবে। এই অজ্ঞাত পথের মধ্য দিয়া আমাকে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারেন আমি এমন একজন পথপ্রদর্শক মনোনয়ন করিয়াছি। এই চালকের অনুসরণ করিয়া বিশ্বাসের সহিত চলিতেছি। যদি আমি আমার চালককে বিশ্বাস করিতে অস্বীকার করি এবং নিজের বিদ্যাবুদ্ধির উপব নির্ভর করিয়া এই অরণ্যের মধ্যে পথ বাহির করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে আমার বুদ্ধিহীনতাই প্রমাণিত হইবে এবং সম্ভবতঃ আমি পথ হারাইযা ফেলিব।

৩৮

লুই, ফেনেলোঁর হস্তে তাঁহার পৌত্র Duke of Burgundyর শিক্ষাভার অর্পণ করিলেন। ফেনেলোঁ এ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এ দায়িত্ব লঘুভার নহে। একদিন এই বালকের হস্তে রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে ইহাকে শিক্ষাদেওয়া কি সহজ কার্য্য? ফেনেলোঁকে (Abbe De fenelon) এ কার্য্যের যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া স্থির করা হইল।

Duke of Burgundyর প্রকৃতিটি ভয়ানক ছিল। শিশুকাল হইতে তিনি বিষম ক্রোধপরায়ণ ছিলেন। সামান্য বাধা সহিতে পারিতেন না। যখন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন, মনে হইত শরীরের

শিরাগুলি বুঝি ফাটিয়া ছিড়িয়া গেল। তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। সুতরাং ফেনেলোঁর কর্ত্তব্য যে শুধু গুরুতর তাহা নহে, কষ্টকর ও হইয়া ছিল। এই কর্ত্তব্যের কৃতকার্য্যতার উপরে ফ্রান্সের আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে। এই কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য শুধু বিদ্যাবান লোক হইলেই চলিবে না—ধর্ম্মপ্রাণ মানুষ চাই। ফেনেলোঁ সেই ব্যক্তি। কর্ত্তব্য যখন হাতে লইলেন তখন সমগ্র শক্তিই তাহাতে নিয়োজিত করিলেন। তাঁহার বিখ্যাত কথাগ্রন্থগুলি এই সময়েই তাঁহার ছাত্রের জন্য লিখিত হইয়াছিল। প্রত্যেকটি গল্পই বিশেষ ঘটনায় বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া রচিত। যখন ছাত্রের কোন দোষ প্রদর্শন করা আবশ্যক মনে করিতেন তখন এইরূপে গল্পের মধ্য দিয়া তাহার উল্লেখ করিতেন এবং সংশোধনেব পন্থাও গল্পেই প্রদর্শিত থাকিত।

ফেনেলোঁর এই কর্ম্মনিয়োগে আনন্দ প্রকাশ করিয়া ও উৎসাহ দিয়া ম্যাডাম গেয়োঁ পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন অপ্রীতিকর বোধ হইলেও ঈশ্বরের মনে করিয়া তিনি যেন এই কাজ করেন আর আপনার শক্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি যেন এই গুরুতর কার্য্য করিতে না যান—তাঁহার দৃষ্টি, তাঁহার নির্ভর থাকে যেন উপরের দিকে।

৩৯

যে পরিবারে ম্যাডাম গেয়োঁর কন্যার বিবাহ হইয়াছিল ফেনেলোঁ সে পরিবারের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সুতরাং কন্যাগৃহে তাঁহাদের মিলনের বিশেষ সুযোগ ঘটিতে লাগিল। ফেনেলোঁ কত সময়ে ম্যাডাম গেয়োঁর কোনও কোনও মতের প্রতিবাদ করিতেন—ম্যাডাম গেয়োঁ সরল হৃদয়ে যথাসাধ্য সদুত্তর দিতে চেষ্টা

করিতেন। অবশেষে ফেনেলোঁ হার মানিলেন। অন্তরের ধর্ম্মের পথে আপনাকে সম্পূর্ণ ধরা দিলেন। ইহার পর হইতে তিনি যে আপন পথে খাঁটি রহিয়াছিলেন দুঃখনির্যাতন ভোগই তাহার প্রমাণ।

১৬৯২ অব্দ পর্য্যন্ত ম্যাডাম গেয়োঁ কন্যার সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে তিনি স্বতন্ত্র বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন।

১৬৯২ সালে ম্যাডাম ডি ম্যানটেনোর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিল। এই বিখ্যাত রমণী রাজনৈতিক কারণে চতুর্দ্দশ লুইএর পত্নী বলিয়া প্রকাশ্যে স্বীকৃত না হইলেও লুইএর সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। রাজা ইঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। রাজ্যের অনেক গুরুতর কার্য্য ইঁহার অনুমোদনের উপর নির্ভর করিত। ইহার প্রবল শক্তি রাজশক্তির অনুরূপই ছিল। রাজ্যের প্রধানতম ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সম্ভ্রমে মানিয়া চলিতেন। তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য ধন ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি যাহা কিছু থাকা দরকার কিছুরই অভাব ছিল না। তথাপি এই রমণী অন্তরের গভীরস্থানে একটি শূন্যতা অনুভব করিতেন—বাহিরের সম্পদে ইহা পূর্ণ হইবার নহে। তাঁহার লিখিত পত্র সমূহের মধ্যে উচ্চ চরিত্র ও প্রতিভার মহিমা পরিস্ফুট রহিয়াছে, কিন্তু তদপেক্ষা স্পষ্টতররূপে জাগিয়া উঠিয়াছে আর্ত্ত হৃদয়ের ব্যাকুল ক্রন্দন। ম্যাডাম ডি মেজোঁফোকে (Madame de maisonfort) তিনি লিখিতেছেন—"আপনি কি দেখিতেছেন না যে, যে অবস্থা একদিন আমার কল্পনারও অতীত ছিল সম্পদের সেই শিখরদেশে বসিয়া আজ আমি বিষাদে মরিতেছি? আমার রূপ ছিল, যৌবন ছিল, আমোদ উপভোগ করিবার যথেষ্ট সামর্থ্য ছিল এবং আমি সকলের প্রীতি

আকর্ষণেরও বস্তু ছিলাম। অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে বহুবৎসর আমি জ্ঞানচর্চ্চার আনন্দে কাটাইয়াছি। কিন্তু মনের মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর শূন্যতা রাখিয়া এই সকল অবস্থাই চলিয়া গিয়াছে।"

এ শূন্যতা শুধু তিনিই পূর্ণ করিতে পারেন যিনি নিজে পরিপূর্ণ। তাঁহার সন্ধান কে বলিয়া দিতে পারে?—এমন মানুষের সঙ্গ পাইবার জন্য তিনি লোলুপ হইয়া উঠিলেন। এই অবস্থায় তিনি ম্যাডাম গেয়োঁর সঙ্গ লাভ করিয়া অনেক আরাম পাইতেন। Versailles এ আপন প্রাসাদে তিনি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিবা আনিতেন এবং বসিয়া বসিয়া লাঞ্ছিতা অত্যাচারপীড়িতা এই অতিথির মুখে তাঁহার প্রভুর অমরকাহিনী শুনিতেন—নিঃসন্দেহ, তখন তাঁহার অশান্ত অন্তর সান্ত্বনার আশ্বাস লাভ করিত।

St cyr এর বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি ১৬৮৬ অব্দে ম্যাডাম ডি ম্যান্‌টেনো কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। যে সকল ব্যক্তি রাজকার্য্যে জীবন হারাইয়াছেন বা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাঁহাদের কন্যাগণের শিক্ষাবিধান এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্য। বিশ বৎসর বয়সের নিম্ন বয়স্কা বালিকাগণ এই স্থানে জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা করিত। বিখ্যাত কিন্তু বিপন্ন পরিবারের ২৫০ জন তরুণী এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতে ছিলেন।

রাজপ্রাসাদের আড়ম্বর কোলাহলে ক্লান্ত হইয়া ম্যাডাম ডি ম্যান্‌টেনো St cyr এ যাপন করিতেন। এখানে লুইএর সন্দেহ হইতে নিরাপদ থাকিয়া তিনি ম্যাডাম গেয়োঁর সহিত নির্ব্বিঘ্নে কথা কহিতে পারিতেন। এইটিই তাঁহাদের মিলন স্থান হইয়া উঠিল।

ম্যাডাম ডি ম্যান্‌টেনো তাঁহার কথায় আরাম পাইতেন, উপকৃত হইতেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণও যেন এই উপকার

হইতে বঞ্চিত না হয়। ইহার ন্যায় প্রীতিকর কার্য্য ম্যাডাম গেয়োঁর আর ছিল না; ইহারই জন্য তাঁহার জীবন ধারণ, সুতরাং তিনি আনন্দে ছাত্রীগণের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে আলাপ করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই আলোচনায় ছাত্রীজীবনে পরিবর্ত্তন দেখা দিল। অনেকে ম্যাডাম্ ডি ম্যানটেনোকে বলিল যে ম্যাডাম গেয়োঁর কথার মধ্যে তাহারা এমন কিছু পাইয়াছে যাহা তাহাদিগকে ঈশ্বরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। যে সব মেয়ের ব্যবহারে তিনি পূর্ব্বে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না এখন তাহাদের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া পুলকিত হইলেন।

এই বিদ্যালয়ের বালিকাগণের মধ্যে কেহ কেহ বিলাসপূর্ণ পরিবার হইতে আসিয়াছে, ধর্ম্মের বিষয় তাহাদের নিকটে অপরিচিত বস্তু। আর যাহারা ধর্ম্মের সহিত সংশ্রব রাখিয়া চলিয়াছে তাহারাও নির্দ্দিষ্ট নিয়মনিষ্ঠাকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানিত, শ্রদ্ধার সহিত তাহা পালন করিয়াই তাহারা ধর্ম্মবৃত্তি চরিতার্থ করিত। ইহাদের নিকটে ম্যাডাম গেয়োঁ এইকথা বলিলেন—

—"এ পথ পথ নয়—অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত কর, ধর্ম্ম অন্তরের ধন, বাহিরের কার্য্যপালনদ্বারা তাহা লাভ করা যায় না তাহা ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠে—বিশ্বাসই মুক্তির উপায়"। এই সমুদয় উপদেশ তাহাদের সকলেরই নূতন বলিয়া বোধ হইল।

তাহারা দেখিল,—"সত্যই তো, যে জীবন যাপন করিতেছি তাহা হইতে উচ্চতর জীবন তো আছে। যন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করিয়া যাওয়া ধর্ম্ম নহে—ধর্ম্ম জীবন্ত। যে সেই উচ্চতর জীবন লাভ করিয়াছে সেই সুখী"। এই জীবনগুলির উপরে ম্যাডাম গেয়োঁর কার্য্য আর কতদুর অগ্রসর হইয়াছিল জানা যায় না, কিন্তু সেই সময়ের জন্য

St Cyr বিদ্যালয়ে এক নূতন পবন প্রবাহিত হইয়াছিল। চিন্তাহীন ধার্ম্মিকতা ও বিলাসবিকৃত ধর্ম্মহীনতার স্থানে অভাববোধ ও ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

বালিকারা তাঁহাকে পত্র লিখিত, তিনিও তাহাদের অভাব অভিযোগ শুনিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবার পরও অনেক বালিকা তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিতে চেষ্টা করিত ও তাঁহাকে পত্র লিখিত। এইরূপ এক বিবাহিতা রমণীর পত্রোত্তরে একস্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"খ্রিশ্চেন নারীর বেশ পরিচ্ছন্ন ও লজ্জাশীলতাসঙ্গত হওয়া উচিত, কিন্তু লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবারমত কৃত্রিমতাবিকৃত ও অলঙ্কৃত যেন না হয়। এসম্বন্ধে একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম স্থাপনের প্রয়োজন নাই। তোমার পদমর্য্যাদার অনুরূপ বেশ তুমি পরিধান করিবে কিন্তু তোমার ঐ অতিরিক্ত রিবনগুলা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য ও সমীচীন। এইসব কথা বলার জন্য আমাকে ক্ষমা করিও। আমি বিশ্বাস করি ইহাতে তুমি তোমার স্বামীর চক্ষে অপ্রীতিকর হইবে না এবং যাঁহাকে প্রীত করিতে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষা কর, তাঁহার দৃষ্টিতে আরও অনেক বেশী প্রীতিকর হইবে।

"চিঠি লিখিবার সময় আমাকে বিশ্বাস করিয়া সম্পূর্ণ মুক্তভাবে সকল লিখিবে। পৃথিবী যে সমুদয় বিষয়কে তুচ্ছ মনে করে সে সমুদয় বিষয়েও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে শঙ্কিত হইও না। ইহাতে তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধার হ্রাস হইবে না, তাহার বিপরীতই হইবে। কারণ সেই সব ক্ষুদ্র বিষয়েও তোমার চিন্তা আছে দেখিয়া আমি বুঝিব যে আপনাকে ঈশ্বরের নিকটে সম্পূর্ণ নিবেদন করিবার প্রবৃত্তি তোমার আছে। ক্ষুদ্রতম বিষয়ের প্রতি তোমার মনোযোগ ও সতর্কতা

আকর্ষণ করিয়া ঈশ্বর তোমার অন্তরের মধ্যে তাঁহার কার্য্যের ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন ইহাকে তাহারই চিহ্ন বলিয়া আমি মনে করি। .. ”

St Cyr এর ন্যায় স্থানে এইরূপ ধর্ম্মান্দোলন হইতেছে, ইহা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়াই পারে না। তাঁহার বিরোধিগণ এই মনে করিযা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন যে কারাবাসে তাঁহার উৎসাহ দমিযা গিয়াছে। ইহা দেখিয়া তাঁহারা আবার সশঙ্ক হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার প্রভাব শুধু প্যারীতে আবদ্ধ ছিল না, দূর দূরান্ত হইতে তাঁহার নিকটে প্রার্থিগণ আসিযা উপস্থিত হইত। আর শুধু প্রার্থীরই সমাগম হইত তাহা নহে, যাঁহারা তাঁহার মতে বিশ্বাস করেন না, এমন লোকও শুধু দেখিবার ও জানিবার জন্য কিংবা তাঁহাকে আপন মতানু-বর্ত্তী করিবার আশায় আসিতেন।

তাঁহার বিরুদ্ধে তীব্রতা আবার জাগিয়া উঠিল। বিরোধিগণ দেখিলেন যে তাঁহার অন্তরের আলোককে নিষ্প্রভ করা কঠিন, সুতরাং সহজ ও সুলভ একটি উপায়ে তাঁহাকে নীরব করিবার চেষ্টা করিলেন। ভৃত্যকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া তাঁহাকে বিষপান করান হইল। তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা না হইলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বোধ হয় তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইত। বিষপানের পর তাঁহার শরীরে যখন যন্ত্রণা উপস্থিত হইল তখন ভৃত্যটি পলায়ন করিল। তাহার সহিত ম্যাডাম গেয়োঁর আর কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। পরবর্ত্তী সাত বৎসর ধরিয়া তাঁহার শরীরের উপরে এই বিষ কাজ করিয়াছিল।

কিছুদিনের জন্য তাঁহার অজ্ঞাতবাস অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। তিনি কোথায় আছেন তাহা মসিয়ার ফুকে (Monsieur Fouquet) ব্যতীত আর কেহই জানিতেন না। ইনি তাঁহার জামাতার পিতৃব্য

ম্যাডাম গেয়ঁা মনে করিয়াছিলেন ইহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজনা কমিয়া আসিবে। কিন্তু বিপরীত হইল। তাঁহার গোপনবাস আরম্ভ হইবামাত্র সংবাদ প্রচার হইয়া গেল যে তিনি তাঁহার ভয়ানক মত প্রচার করিবার জন্য অন্যত্র গমন করিয়াছেন, সুতরাং উত্তেজনা তীব্রতা প্রাপ্ত হইল। আর তিনি গুপ্তবাস নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার বিপদের সুহৃদ দুর্দিনের বন্ধু মসিয়ার ফুকের মৃত্যু হইল। এই ক্ষতি তিনি গভীররূপে অনুভব করিলেন।

৪০

ম্যাডাম গেয়ঁার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে পীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেন। তাঁহার জীবনের ঘটনা ও উদ্দেশ্য সমূহের বিশদবিবরণ রাজার নিকটে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা হইল। সমস্ত জীবনখানি মুক্ত আলোকে দেখিতে পাইলে, কোথাও কোনখানে 'না জানা'র অন্ধকার না থাকিলে মন সংশয়মুক্ত হইবে, তাঁহার সম্বন্ধে অকারণ বিভীষিকা আর থাকিবেনা তাঁহারা এই আশা করিয়াছিলেন। এ আয়োজনে ম্যাডাম্ ডি ম্যান্টেনোর অনু-মোদন ও সহকারিতা ছিল। প্রেরণের পূর্ব্বে জীবন বিবরণ তিনি ম্যাডাম গেয়ঁার দৃষ্টিগোচর করান উচিত বোধ করিলেন।

ম্যাডাম গেয়োঁ বলিয়াছেন, এই চেষ্টায় পরিস্ফুট বন্ধুজনের সহৃদয়তা তাঁহার পক্ষে প্রীতিকর হইলেও তিনি অশান্তি বোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমর্থিত ও সুরক্ষিত হইবার চেষ্টা ঈশ্বরের ইচ্ছানুমত কিনা সে বিষয়ে মনে সন্দেহ জন্মিল। পাছে মানুষের শক্তির উপরে নির্ভর করা হয়, ঈশ্বরের প্রদত্ত ভার হইতে মুক্ত হইবার ব্যস্ততায় পাছে চঞ্চল হইয়া উঠা হয় সেই ভয়ে তিনি শঙ্কিত হইলেন।

এই চেষ্টা হইতে বিরত হইবার জন্য বন্ধুবর্গকে ব্যাকুল হইয়া অনুরোধ করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা—তাঁহার জীবনকে আপনার সহজ পথে ছাড়িয়া দেওয়া হউক—চেষ্টার বাঁধনে তাহার গতিকে যেন ব্যাহত করা না হয়। তাঁহার এ ইচ্ছাকে বন্ধুগণ মান্য করিয়াছিলেন।

ফ্রান্স চার্চ্চের নেতা বিদ্যার্ণব বস্যুয়ে (Bossuet, Bishop of Meaux) এই নূতন আন্দোলনের প্রতি সজাগ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিদ্যা যেরূপ অগাধ, সমাজ মধ্যে শক্তিও সেইরূপ অপ্রতিহত। লুথার ও অন্যান্য প্রটেষ্টাণ্টের মতের কঠোর সমালোচনা করিয়া এই মহাপণ্ডিত রোমাণ ক্যাথলিক সমাজ হইতে Defender of the Faith আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। এ খ্যাতি তাঁহার নিকটে এতই গৌরবকর ছিল যে ইহাকে রক্ষাকরিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। কোথাও স্বধর্ম্মচ্যুতির লক্ষণ মাত্র দেখিলেই তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। পূর্ব্বহইতেই তিনি এ আন্দোলনের বিষয় অবগত ছিলেন, কিন্তু এক অবলা নারীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে মহাশক্তিধর বস্যুয়ে স্বভাবতঃই সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলেন। যতই প্রতিভাশালিনী হউন, একজন নারীর চেষ্টায় যে চার্চ্চের কোন বিপদ হইতে পারে তাহা তিনি মনেই করেন নাই। যদিই বা বিপদের সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে ভারঁটো, ফাদার ইনোসেনসিয়াস্, লা মোথ্ প্রভৃতির চেষ্টাই কি তাহা দমন করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে?

কিন্তু তাঁহার এ আশা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ডিউক অব্ বোবিলিয়ে, ডিউক অব্ সেত্রুজ্ এর ন্যায় ব্যক্তি যদি এই রমণীর প্রভাবগ্রস্ত হইয়া থাকেন, এবং সর্ব্বোপরি ফেনেলোঁ—যাঁহার দীপ্ত প্রতিভার প্রতি ফ্রান্স্ আশানেত্রে তাকাইয়া আছে—যদি আপনাকে ইঁহার নিকটে ধরাদিয়া থাকেন তাহা হইলে ইহার ফল

কি হইবে কে বলিতে পারে? এই শক্তিমতীর শক্তি আর অগ্রাহ্য করিবার বিষয় নহে। এ শক্তি যে দুর্ব্বল মানুষের নহে, ইহা যে ঈশ্বরের শক্তি তাহা বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার হয় নাই।

ফেনেলোঁর চিন্তাই তাঁহার মনকে বিশেষ ক্লিষ্ট করিল। ফেনেলোঁ—যাঁহার বন্ধুত্ব লাভ করিয়া তিনি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন, যাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা—যাঁহার শক্তির উপর তাঁহার অসীম আশা সেই মহা প্রতিভাশালী পুরুষ এই প্রভাবের নিম্নে পড়িয়া গেলেন। আর চুপ করিয়া থাকিবার সময় নাই, এবার তাঁহাকে স্বহস্তে কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইবে—এই অগ্নির স্ফুলিঙ্গ পর্য্যন্ত নির্ব্বাণ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু ম্যাডাম গেয়োঁ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা শুধু অপরের মুখ হইতে, একবার স্বয়ং তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করা উচিত। তদনুসারে ১৬৯৩, সেপ্টেম্বরে তিনি ডিউক অব্ সেভ্রুজ্ এর সহিত ম্যাডাম গেয়োঁর গৃহে সমাগত হইলেন। ম্যাডাম গেয়োঁর প্রার্থনা সম্বন্ধীয় পুস্তকখানি তিনি পূর্ব্বেই পড়িয়াছিলেন এবং পড়িয়া সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন, এখন তাঁহার অনুরোধে তাঁহার সমস্ত রচনা পাঠ করিয়া দেখিতে ও আপন মন্তব্য প্রকাশ করিতে সম্মত হইলেন।

ইহার পরে পুনরায় তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং বস্যুয়ে তাঁহার সমস্ত রচনা পাঠ করিয়াছিলেন। বস্যুয়ের অনুরোধে তাঁহাদের এ সাক্ষাতও যথাসম্ভব গোপন রাখা হইয়াছিল।

বস্যুয়ের সহিত তাঁহার যে সুদীর্ঘ কথোপকথন হইয়াছিল তাহা ম্যাডাম গেয়োঁ আত্মজীবনীতে উদ্ধৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার সারমর্ম্ম এইরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে ;—

মানুষ যে সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইতে পারে, ঈশ্বর প্রেম হইতে তাহার স্বার্থকে যে একেবারে বিলুপ্ত করা যাইতে পারে, ঈশ্বরের সহিত

যে তাহার যোগ সম্ভব ম্যাডাম গেয়োঁর এ কথায় বস্যুয়ে আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন যে এমন মানুষ কি আছে যে পাপবর্জ্জিত ?

ম্যাডাম গেয়োঁ বলিলেন, সত্যই, এমন মানুষ নাই যে পাপ করে নাই এবং এমনও কেহ নাই চিরদিনই যাহার অযোগ্যতা না থাকিবে। তথাপি, এ কথা স্বীকার করিয়াও, আমাদিগকে খৃষ্টের ন্যায় হইতে হইবে। তিনি নিজেই আমাদিগকে সমস্ত হৃদয় দিয়া ঈশ্বরকে ভালবাসিতে আদেশ করিয়াছেন এবং আমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন পরিপূর্ণ সেইরূপ পূর্ণতালাভ করিতে বলিয়াছেন। আমার নিজের অভিজ্ঞতাও আমার এ বিশ্বাসকে বলদান করিয়াছে।

বস্যুয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, ম্যাডাম গেয়োঁ আপনাকে এই অবস্থা-প্রাপ্ত বলিয়া মনে করেন কি না ?

ম্যাডাম গেয়োঁ বলিলেন যে নির্ম্মল অন্তঃকরণ বলিলে যদি এমন হৃদয় বোঝায় যাহা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের নিকটে উৎসর্গীকৃত তাহা হইলে এ বিষয়ে আমার ঈশ্বরের করুণা অস্বীকার করিবার কারণ নাই। আমারও দুঃখের দিন গিয়াছে—বিদ্রোহী আত্মাকে বশীভূত করিতে আমাকে বক্ষে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করিতে হইয়াছে। কত মাস কত বৎসর আমি অশ্রুজলে অতিবাহিত করিয়াছি, কিন্তু অবশেষে মুক্তির দিন আসিয়াছে—আমার ক্ষত আরোগ্য—আমার অশ্রুবারি শুষ্ক হইয়াছে। কৃতজ্ঞতার সহিত বলিতে পারি এখন আমার আত্মা শান্তি ও নির্ম্মলতার বিজয়মুকুট লাভ করিয়াছে।

বস্যুয়ে বলিলেন যে অল্পলোকেই নিজের সম্বন্ধে এরূপে মত প্রকাশ করিতে পারে। ম্যাডাম গেয়োঁ বলিলেন— সে জন্য আমি দুঃখিত। ঈশ্বর দয়া করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন একথা বিশ্বাস না

করিয়াই মানুষ তাঁহার নিকটে দয়া প্রার্থনা করে এবং এইরূপে তাহাদের প্রার্থনাদ্বারাই ঈশ্বরকে অপমান করে।

অন্যান্য কথার পর বন্ধুয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পবিত্রতা, বিশুদ্ধ-প্রেম ও পূর্ণতার অবস্থা বলিতে তিনি কি বোঝেন ? তদুত্তরে ম্যাডাম গেয়েঁা বলিলেন যে, নিজের জ্ঞান ও শক্তি যে কিছু আছে তাহা যিনি জানেনই না, যিনি আপনাকে একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছেন, যাঁহার জীবন নিয়ত ঈশ্বরে স্থিতি করিতেছে তাঁহাকে পবিত্র এবং একঅর্থে পূর্ণ বলা যাইতে পারে।

বন্ধুয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইহা কি সম্ভব যে এই জীবনেই মানুষ এমন স্থানে পৌঁছিবে যেখানে কোন চাঞ্চল্য তাহাকে টলাইতে পারিবে না, পরিবর্ত্তনের বিক্ষোভ যেখানে নাই, সূর্য্যালোক যেস্থানে চির অম্লান ?

ম্যাডাম গেয়েঁা বলিলেন যে, মানুষ কোন অবস্থাতেই পরিবর্ত্ত-নের অতীত হইবে না, কিন্তু ঈশ্বরের প্রসাদে এমন দিন আসিতে পারে যখন সাধারণ লোকের তুলনায় তাহার চিত্তকে চাঞ্চল্যহীন স্থির বলা যায়। সে অবস্থায় সূর্য্যালোক বা ঝঞ্ঝাতিমির দুইই তাহার নিকটে সমান।

সেই অবস্থায় উপস্থিত হইয়া মানুষ প্রার্থনা হইতে বিরত হইবে কিনা একথার উত্তরে ম্যাডাম গেয়েঁা বলেন যে, প্রার্থনাবিরত হওয়া দূরের কথা, তাঁহাদের হৃদয় নিয়ত প্রার্থনারত থাকে। বাক্যে কিছু না কহিলেও প্রার্থনা তাঁহাদের হৃদয় হইতে সর্ব্বদা নিঃশ্বসিত হয় ইহা নীরব প্রার্থনার অবস্থা। হয়তো সে প্রার্থনা এতই গভীর যে বাক্যদ্বারা তাহা উচ্চারণ করা যায় না।

কিন্তু কোন বিশেষদানের জন্ত প্রার্থনা করা হইবে না, কোন নির্দ্দিষ্ট

বস্তু ভিক্ষা করা যাইবে না অথচ প্রার্থনা হইবে, এ কিরূপ, তাহা বন্সুয়ে বুঝিতে পারিলেন না। ম্যাডাম গেয়োঁ বলিলেন যে, যদি কেহ এমন অবস্থায় উঠিতে পারেন যে চাহিবার তাঁহার আর কিছুই নাই, বিশেষ কোন প্রসাদের জন্য তাঁহার মন লালায়িত নহে, শুধু ঈশ্বর যাহা দেন তাহাই লইবার জন্য তিনি হৃদয় পাতিয়া বসিয়া আছেন সে অবস্থা কি তুচ্ছ করিবার অবস্থা? সে জীবন অনুক্ষণ ঊর্দ্ধে চাহিয়া থাকার জীবন, সে জীবন একটি চির-গীত স্তবগান। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক—ইহা ব্যতীত তাহার আর কোন প্রার্থনা থাকে না।

বন্সুয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন যে বাসনার নির্ব্বাণ কিরূপ? মানব অনুভবক্ষম চেতনাসম্পন্ন জীব। তাহার সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষাকে যদি লুপ্ত করিয়া দেওয়া যায় তাহাহইলে দেবত্বের পরিবর্ত্তে সে পশুত্বপ্রাপ্ত হইবে যে!

ম্যাডাম গেয়োঁ বলিলেন যিনি আপনাকে জয় করিয়াছেন তাঁহার আকাঙ্ক্ষার বস্তু আর কিছু থাকে না। যিনি সকলই পাইয়াছেন, তিনি আর চাহিবেন কি? যিনি পূর্ণ তাঁহার কি অভাব হইতে পারে? আপনার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর এই যে তাঁহার নিজের কোন বাসনা থাকে না, ঈশ্বর যাহা করেন তাহাতেই তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও সুখী।

আরও বহু বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ও উত্তর লইয়া বন্সুয়ে চলিয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন যে ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া দিলে এই নারী নত হইয়া তাহা স্বীকার করেন, অস্পষ্ট বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে ইনি সমর্থ এবং সত্য বলিয়া যাহা বুঝেন সতেজে তাহা সমর্থন করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। পরীক্ষার দিনটি ম্যাডাম গেয়োঁর পক্ষে কষ্টকর হইয়াছিল। সমস্ত দিন ধরিয়া সন্দেহের কূট পরীক্ষার অধীন হইয়া বিরোধীর সম্মুখে বসিয়া থাকা কম শ্রান্তিকর নহে।

বস্যুয়ে মহাপণ্ডিত, এবং আপনার পাণ্ডিত্যের অভিমান তাঁহার প্রকৃতিটিকে বিরস কর্কশ করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার জন্ম হইয়াছে যেন আদেশ করিতেই। ম্যাডাম গেয়োঁর সহিত কথা কহিবার সময় তিনি তাঁহাকে মাতৃজাতির প্রাপ্য সম্মান দান করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এমন কি সাধারণ ভব্যনীতিসঙ্গত নম্রতাটুকুও তিনি রক্ষা করিয়া চলেন নাই। তিনি দ্রুতগতিতে যেন আদেশেরস্বরে কথা কহিয়া যাইতেছিলেন, ম্যাডাম গেয়োঁ যাহা বলিতে চাহেন তাহা বলিবার সময়ও অনেকবার তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। সেদিন সন্ধ্যা হইয়া গেলে সারাদিনের ক্লান্তি বহিয়া লইয়া তিনি বাড়ী ফিরিলেন। ইহার পরেই কয়েকদিনের জন্য তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল।

যাহা হউক এই কথাবার্ত্তার পর বস্যুয়ে সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন বলিয়াই বোধ হইল।

যে সব বিষয় বস্যুয়ে বোঝেন নাই বা বুঝিতে চাহেন নাই তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য ম্যাডাম গেয়োঁ ইহার পর তাঁহাকে কয়েকখানি পত্র লেখেন। ম্যাডাম গেয়োঁ বলিয়াছেন যে উত্তরে বস্যুয়ে তাঁহাকে কুড়িপৃষ্ঠারও অধিক দীর্ঘ একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। অন্তরের ধর্ম্মসাধনের পথে তিনি পদার্পণ করেন নাই, সুতরাং বাহির হইতে সকলই তাঁহার নিকটে অন্ধকার বোধ হইয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পরে চল্লিশদিনব্যাপী বিষম জ্বরে ম্যাডাম গেয়োঁ কষ্ট পাইলেন। আরোগ্যলাভের যেন আশা রহিল না। কিন্তু তিনি তো প্রস্তুত—ডাক পড়িলেই যাইতে পারেন।

৪১

বস্যুয়ের নিজের মনে যাহাই হউক, জনসাধারণ তুষ্ট হইল না।

অসন্তোষের আগুন জলিতে লাগিল। কেন এত ভয়? ম্যাডাম গেয়েঁার ইচ্ছা হইতে লাগিল একবার অনাবৃত করিয়া আপন হৃদয়-খানি দেখাইয়া দেন যে ভয় করিবার মত তাঁহার কিছুই নাই। ম্যাডাম ডি ম্যানটেনোকে তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন "আমার চরিত্র ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য রাজা যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ করুন। যতদিন এ ব্যবস্থা না হয় ততদিন পর্য্যন্ত আমি কারাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে প্রস্তুত।

তিনি কি করিবেন? সন্দিগ্ধ সমাজের ভয় কিরূপে দূর করিবেন? তিনি কি তাঁহার সমাজের বিরুদ্ধে দ্রোহ করিয়াছেন? হায়! সে সমাজকে তিনি কত ভালবাসেন তাহা তিনিই জানেন। সমাজকে অস্বীকার করিবার কথা তাঁহার তো একবারও মনে হয় নাই! সমাজ ভুল করিয়াছে, সমাজ হীন হইয়াছে এজন্য তাহাকে ত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে তো তিনি চাহেন না! তিনি চাহেন সংশোধন, তিনি চাহেন উন্নতি। তাহারই জন্য এত ভয়!

তাঁহার প্রস্তাবে রাজা সম্মত হইলেন। বস্যুয়ে, মসিয়ার ট্রুসোঁ (Tronson) ও মসিয়ার ডি নোয়ালি (Noailles) এই তিন ব্যক্তি পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন। এই মসিয়ার নোয়ালি পরবর্ত্তী কালে প্যারীর আর্চবিশপ ও কার্ডিনাল পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, মসিয়ার ট্রুসোঁও শক্তি সামর্থ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন, বস্যুয়ের যোগ্যতার পরিচয় তো পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। এইরূপে দেশের সর্ব্বোচ্চস্তরের ব্যক্তিবর্গকে তাঁহার বিরুদ্ধে মনোনয়ন করায় তাঁহার শক্তি ও প্রভাবের গুরুত্বকেই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

ম্যাডাম গেয়েঁা আপনাকে মুক্তালোকে বিচার করিবার জন্য সমস্তই বিস্তার করিয়া দিলেন। পরীক্ষাকালে বস্যুয়ে অত্যন্ত রূঢ়

ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু মোসিয়ার ডি নোয়ালি ভদ্রতার সীমা কখনই অতিক্রম করেন নাই। ম্যাডাম গেয়োঁর উত্তরগুলি লিখিয়া লইবার কষ্ট তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন। বস্যুয়ের কর্কশ ব্যবহার তাঁহাকে কিরূপ আহত ও বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছে দেখিয়া তিনি যথাসাধ্য কোমল ব্যবহার দ্বারা সে আঘাত দূর করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। পরীক্ষার পর তাঁহার রচনার মধ্যে আপত্তিকর কিছুই তিনি পান নাই। মসিয়ার ট্রসোঁও বিনম্র ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং পরীক্ষার ফলে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

সুতরাং পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগই উত্থাপিত হইতে পারিল না, তথাপি সাধারণের উচ্চকণ্ঠ নীরব হইল না। প্রমাণ করিবার মত কোন দোষ নাই বলিয়াই যেন তাহাদের রোষ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। বস্যুয়ের মনেও অসন্তোষের অভাব ছিল না। তাঁহাকে অসন্তোষমুক্ত করিবার জন্য ম্যাডাম গেয়োঁ কিছুদিন আপনাকে তাঁহার পর্য্যবেক্ষণাধীনে রাখিবার প্রস্তাব করিলেন। বস্যুয়ে তাহাতে সম্মত হইলেন এবং ম্যাডাম গেয়োঁ তাঁহার কার্য্য ক্ষেত্র মোর Meoux মধ্যে গিয়া একটি কন্‌ভেন্টে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুঃখের চিরসঙ্গিনী পরিচারিকা লা গোটিয়ে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

কন্‌ভেন্টে আসিয়া তিনি প্রায় দেড়মাস পীড়িত ছিলেন। আরোগ্যলাভের পর বস্যুয়ে একখানি পত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন। প্রচলিত ধর্ম্মের মধ্যে যে সকল ভ্রান্তি ও বিকার প্রবেশ করিয়াছে পত্রে তাহারই উল্লেখ ও প্রতিবাদ ছিল। বস্যুয়ে ম্যাডাম গেয়োঁকে সেই পত্রে সাক্ষর করিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন 'এই পত্রে

যে সমুদয় ভ্রান্তির কথা লিখিত আছে তাহার মধ্যে আপনি পতিত হইয়াছেন—ইহা স্বীকার করিয়া কিছু লিখিয়া দিন।' স্বভাবতঃই ম্যাডাম গেয়েঁা ইহা অস্বীকার করিলেন। সত্য যাহা শুধু তাহাই শিখিতে ও শিখাইতে তিনি প্রস্তুত এবং চার্চ্চের আদেশের নিকটে সর্ব্বদাই অবনত—সম্ভবতঃ এই মর্ম্মে তিনি কয়েক ছত্র লিখিয়া দিলেন ও তাহাতে নাম সাক্ষর করিলেন। কাগজখানি লইয়া বস্যুয়ে বলিলেন, উত্তম লেখা হইয়াছে, কিন্তু যাহা লেখা উচিত ছিল তাহা লেখা হয় নাই। পত্রোল্লিখিত সমস্ত দোষে দুষ্ট বলিয়া আপনাকে স্বীকার করা তাঁহার উচিত ছিল।

ম্যাডাম গেয়েঁা বিস্মিত হইলেন। তিনি তো আপনাকে তাঁহার অধীনেই রাখিয়াছেন—পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়া দোষ দেখাইয়া দেওয়া হউক। এই কি দোষ প্রদর্শনের উপায়? পিতার ন্যায় বিশ্বাস করিয়া তিনি আপনাকে তাঁহার তত্ত্বাবধানে স্থাপন করিয়াছেন; তিনি আশা করেন, তাঁহার এ বিশ্বাস প্রতারিত হইবে না।

বস্যুয়ে বলিলেন যে তিনি তাঁহার পিতৃতুল্য, সত্য—কিন্তু তিনি চার্চ্চেরও পিতা। যাহা হউক ইহাতে বাক্যব্যয় করিবার কিছু নাই, যাহা করিবার তাহাই করা হউক। যদি তিনি না করেন, যদি তাঁহার আদেশানুরূপ লিখিয়া না দেন তাহা হইলে তিনি সাক্ষিসহ আসিবেন এবং তাঁহাকে সমাজচ্যুত করা হইবে।

ম্যাডাম গেয়েঁা বলিলেন, "আমার অকপটতার সাক্ষিরূপে, তাহা হইলে, কেবলমাত্র ঈশ্বরের নিকটেই আমি আবেদন করিতে পারি। আর কিছুই আমার বলিবার নাই। তাঁহার জন্য দুঃখ সহিতে আমি প্রস্তুত এবং আমি আশা করি যে বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কাজ না করিতে হয় এমন বল তিনি আমাকে দিবেন। বিশদরূপে যে সম্মান

আপনার প্রাপ্য তাহা আপনাকে প্রদান করিয়াই এ কথা বলিতেছি, আশা করি।"

অবশেষে বস্যুয়ে বলিলেন যে ফাদার কোঁব্-এর ল্যাটিন রচনার মধ্যে অন্তর্মুখ ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভ্রান্তি আছে, ইহাই তিনি স্বীকার করুন। ম্যাডাম গেয়োঁর অসম্মতিতে বস্যুয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলেন।

আশ্রমের তপস্বিনীগণ এই ব্যাপার দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। বিশপ চলিয়া গেলে কর্ত্রী ম্যাডাম গেয়োঁকে বলিলেন যে, তাঁহার অত্যধিক নম্রতার জন্য বিশপ তাঁহার সহিত এরূপ উদ্ধত ব্যবহার করিতে সাহস করিয়াছেন। শান্তপ্রকৃতি মানুষের সহিত ব্যবহারে রূঢ় হইয়া ওঠা তাঁহার স্বভাবগত, কিন্তু দৃঢ়তার সম্মুখে তিনি নত হন।

পুনর্ব্বার এই চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া বস্যুয়ে নিরস্ত হইলেন। তখন তাঁহার ব্যবহারে মনে হইল আর তিনি ম্যাডাম গেয়োঁকে উত্যক্ত করিবেন না, তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করাই বস্যুয়ের ইচ্ছা। আশ্রম-কর্ত্রীর নিকটে একখানি পত্রেও তিনি লিখিয়াছিলেন যে ম্যাডাম গেয়োঁর রচনাসমূহ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে দূষণীয় কিছুই তিনি পান নাই, কেবল তিনি মাঝে মাঝে এমন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহা ধর্ম্মতত্ত্বশাস্ত্রের সম্পূর্ণঅনুযায়ী নহে,—"কিন্তু একজন রমণী—তত্ত্ববিদ্ হইবেন এমন আশা করা যায় না।"

আশ্রমবাসিনীগণের সহিত কথাবার্ত্তায়ও তিনি কহিয়াছিলেন—"আপনারা উঁহাকে যেমন শ্রদ্ধা করেন আমিও ঠিক সেইরূপ করি, তাঁহার আচরণে অন্যায় কিছুই আমি দেখিনা। কিন্তু তাঁহার শত্রুরা আমাকে অত্যন্ত পীড়ন করে, তাহাদের ইচ্ছা আমি তাঁহার মধ্যে দোষ দেখিতে পাই।" প্যারী এবং সেনের (Sens)র আর্চবিশপগণের

নিকটেও তিনি ম্যাডাম গেয়োঁর প্রতি তাঁহার হৃদয়ের শ্রদ্ধার সাক্ষ্যদান করিয়াছিলেন এবং স্বীকার করিয়াছিলেন যে ম্যাডাম গেয়োঁর নিকট হইতে তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

বস্যুয়ের প্রতিভা সম্বন্ধে ম্যাডাম গেয়োঁ অজ্ঞ ছিলেন না। তিনি ফ্রান্সের সর্ব্বপ্রথম বাগ্মী। মো (Meoux)এ তাঁহার প্রদত্ত এক বক্তৃতা ম্যাডাম গেয়োঁ শুনিয়াছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত বাগ্মিতা ও আশ্চর্য্য ক্ষমতায় তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল অন্তর্জ্জগতের অভিজ্ঞতা। বস্যুয়ে বলিতেছিলেন,—ঈশ্বরের এই সকল সত্য স্বীকার করিতে তিনি বাধ্য—তজ্জন্য যদি অভিযুক্ত হইতে হয় তাহাতেও তিনি প্রস্তুত আছেন। তিনি পরে বস্যুয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি নিজে যখন সেই মতই প্রচার করিতেছেন তখন ম্যাডাম গেয়োঁকে উৎপীড়ন করিতে পারেন কিরূপে? বস্যুয়ে বলিলেন যে আপনা হইতে তিনি কিছু করেন না বিরোধিগণের হিংস্র বিদ্বেষই তাঁহাকে বাধ্য করিয়া পীড়ন করায়।

বস্যুয়ে, 'মো'র কন্ভেণ্টে ম্যাডাম গেয়োঁকে তিনমাস বাস করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, ম্যাডাম গেয়োঁ স্বেচ্ছায় ছয়মাস রহিলেন। ছয়মাস অতীত হইলে তিনি বস্যুয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি আর কিছু তাঁহার নিকট হইতে চাহেন কিনা? বস্যুয়ে বলিলেন কিছুই না। তাঁহার আচরণ ও চরিত্র বিষয়ে উচ্চ প্রশংসাসূচক একখানি সার্টি-ফিকেট তিনি লিখিয়া দিলেন। বিদায়কালে কন্ভেণ্টকর্ত্রী ও সিষ্টারগণ আর একখানি সার্টিফিকেট প্রদান করিলেন। তাঁহাদের আশ্রমে ম্যাডাম গেয়োঁর অবস্থানে তাঁহারা যে কত উপকার লাভ করিয়াছেন তাহা এই সার্টিফিকেটে উল্লেখ করা হইয়াছিল। আর ইহাতে তাঁহারা এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ম্যাডাম গেয়োঁ যদি তাঁহাদের

আশ্রমটিকে জীবনের অবশিষ্টকালের আশ্রয় স্থান করেন তাহা হইলে তাঁহারা অত্যন্ত অনুগৃহীত ও আনন্দিত হইবেন। ম্যাডাম গেয়োঁ বন্ধুয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি জীবনের বাকী দিনকয়টি এই তপস্বিনীগণের সহিত যাপন করিতে পারেন কি না? আনন্দ প্রকাশ করিয়া বন্ধুয়ে বলিলেন যে কন্‌ভেন্টবাসিনীগণ তাঁহাদ্বারা অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছেন, যখনই ইচ্ছা, তিনি আসিতে পারেন; কন্‌ভেণ্টের-দ্বার তাঁহার জন্য চিরদিনই উন্মুক্ত রহিবে।

পুনর্ব্বার প্যারীতে পদার্পণ করিবামাত্র লোকে পুরাতন ভয়ে ত্রস্ত হইয়া উঠিল। রাজা শঙ্কিত হইলেন। পূর্ব্বের বন্ধু ম্যাডাম ডি ম্যানটেনো তাঁহার বিরুদ্ধে সর্ব্বসাধারণের উত্তেজনার সহিত যোগ দিয়া বিরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। দেখিয়া শুনিয়া বন্ধুয়ের মনে হইল ম্যাডাম গেয়োঁর প্রতি অত্যন্ত কোমলতা প্রকাশ করিয়া তিনি ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং ভুল সংশোধন করিবার জন্য দুইদিন পূর্ব্বেই যে সার্টিফিকেটখানি দিয়াছিলেন তাহা চাহিতে তিনি লজ্জা বোধ করিলেন না।

ম্যাডাম গেয়োঁ জানাইলেন যে সার্টিফিকেটখানি তিনি আত্মীয়-জনের হস্তে দিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন ইহা হস্তগত হওয়াতে তাঁহার স্বপক্ষে এক বিশেষ প্রমাণ মিলিয়াছে, তাঁহার সমর্থনের এক বিশেষ উপকরণ পাওয়াগিয়াছে সুতরাং ইহা হস্তচ্যুত করিতে যে তাঁহারা সম্মত হইবেন ইহা সম্ভব নহে। এই সময় হইতে বন্ধুয়ে সত্য সত্যই তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিলেন।

বিরুদ্ধ দলটি এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে আপনাকে তাহাদের দৃষ্টির অন্তরাল করিয়া ফেলা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। পুনরায় পাঁচ মাসের জন্য তিনি গোপনবাস আরম্ভ করিলেন। চিরবিশ্বস্তা

সেবিকা লা গোটিয়ের সহিত এই কয়টি মাস পরম শান্তিতে কাটিয়া গেল।

প্যারীর পুলিশ কর্ম্মচারীর প্রতি তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার আদেশ হইল এবং আদেশপালনে বিলম্ব হইল না। ইহার ফলে ইতিহাসবিখ্যাত বিন্ সেন্‌জ্ (Vincennes) কারাগারে তিনি অবরুদ্ধা হইলেন। দুর্গ ও কারাগার উভয় কার্য্যেই এ প্রাসাদ ব্যবহৃত হইত। পূর্ব্বে কত রক্তপাত, কত হৃদয়বিদারক ঘটনার অভিনয় এই স্থানে হইয়া গিয়াছে!

পরিচারিকাও কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। একই কক্ষে দুজনে থাকিতেন—ইহা তাঁহাদের সান্ত্বনার কারণ হইয়াছিল।

এখানেও তাঁহাকে পরীক্ষার অধীন হইতে হইয়াছিল। ফাদার কোঁব যে দূষিত ধর্ম্মমত পোষণ করেন ইহা তাঁহাকে স্বীকার করাইবার জন্য এত চেষ্টা। কিন্তু ব্যর্থ প্রয়াস। তিনি অকুণ্ঠ কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন যে ফাদার কোঁব্ এর কারাবাসের পর হইতে সর্ব্বদাই তিনি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া আসিতেছেন।

এ সময়ের ক্ষুদ্র একটি ঘটনা উল্লেখ যোগ্য। পরীক্ষকদিগকে কি বলিবেন সে বিষয়ে পূর্ব্বহইতে ভাবিয়া তিনি কিছুই ঠিক রাখিতেন না, নিজের বুদ্ধি চেষ্টা হইতে সম্পূর্ণ বিরত হইয়া ঈশ্বর যাহা বলান তাহাই বলিতেন। একদিন এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন—ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিয়া পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন। সে দিন কি হইল—তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। কত বড় বড় কঠিন বিষয়ের উত্তর তিনি কতদিন কেমন সহজে সুন্দররূপে দিয়াছেন, আজ নিতান্ত সামান্য বিষয়েও ভুল হইতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন নির্ভরের অবস্থাই নিরাপদ অবস্থা।

তিনি বলিয়াছেন যে এই কারাগারে তিনি মনের শান্তিতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার প্রভুর যদি ইচ্ছা হয় যে জীবনের অবশিষ্টাংশ এই খানেই কাটুক্ তবে সে ব্যবস্থার জন্ত তিনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট মনে প্রস্তুত হইতে পারিবেন। কারায় বসিয়া তিনি সঙ্গীত রচনা করিতেন এবং রচনামাত্রেই তুইজনে তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেন।—"আমার সময় সময় মনে হইত আমি যেন ক্ষুদ্র একটি পাখী। আমার প্রভু আমাকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন—এখন গান গাওয়া ব্যতীত আমার আর কোনও কাজই নাই। আমার হৃদয়ের আনন্দ চারি-দিকের সমুদয় বস্তুকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। আমার কারা-প্রাচীরের পাথরগুলি আমার চক্ষে মানিক্যের ন্যায় মনে হইত।"

৪৩

মুক্তির যে নূতন বার্ত্তা প্রচারিত হইতে ছিল, ফ্রান্সের সে যুগের নিকটে তাহা নূতন বোধ হইলেও বিশ্বমানবের ইতিহাসে তাহা নূতন নহে। অন্তকালের অপর মানুষও তাহা অনুভব করিয়াছেন, জানিয়াছেন, প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সে সব সাক্ষ্য বিশ্বের সঞ্চয়ভাণ্ডারে বর্ত্তমান। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বসুয়ে কিছুই অসম্পূর্ণ জানিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, তিনি যাহা জানিবেন তাহা সমস্ত জ্ঞান দিয়া জানিবেন, যাহা করিবেন সমস্ত চেষ্টা দিয়া করিবেন। যে বিষয়ে তিনি লেখনী চালনা করিতেন তাহার সকল বিভাগে সর্ব্বত্র সহজে সচ্ছন্দে অপ্রতিহত গতিতে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন। ফ্রান্সের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার হস্ত হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তুই আশা করিতেন এবং তাঁহাদের এই প্রত্যাশাই তাঁহার রচনাকে সর্ব্বাগ্রগামী করিয়া তুলিত। এখন তাঁহার চিন্তারাজ্যে এই নূতন আন্দোলন প্রবেশ লাভ করিয়াছে—তিনি পুরাতন ভাণ্ডারের সঞ্চয়রাজি সন্ধান করিয়া দেখিতে

লাগিলেন। পূর্ব্বগামী লেখকগণের রচনা প্রাণপণে পাঠ করিলেন। আটমাস ব্যাপী অবিরাম পরিশ্রমের ফলে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ Instructions on the states of prayer এর সূত্রপাত হয়।

এই গ্রন্থ শেষ করিতে তাঁহার একবৎসর লাগিয়াছিল কিন্তু প্রকাশ করিলেন আরও একবৎসর পরে। কতিপয় দেশবিখ্যাত ব্যক্তির অনুমোদন সংগ্রহ না করিয়া এই পুস্তক প্রকাশের ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। তদনুসারে তিনি সাবৃট্র্ (Chartres) বিশপ ম্যারে (M. Godet des marais) এবং প্যারীর নবনিয়োজিত' আর্চবিশপ এম, ডি, নোয়ালির নিকটে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার্থে প্রেরণ করিলেন। ইঁহারা উভয়েই উপযুক্ত ব্যক্তি। গ্রন্থের অনুমোদন উভয়েই জ্ঞাপন করিলেন। অদ্ভুত পাণ্ডিত্যে সুগভীর গ্রন্থখানির মূল্য নিঃসন্দেহ সন্দেহাতীত, কিন্তু ম্যাডাম গেয়োঁর চরিত্র ও রচনা বিচারকালে তিনি সম্পূর্ণ সদাচার করিতে পারেন নাই।

তৎপরে বসুয়ে Cambrayর আর্চবিশপ ফেনোলোঁর অনুমোদন অর্জ্জন করিতে সচেষ্ট হইলেন। যে গ্রন্থে ম্যাডাম গেয়োঁকে আক্রমণ করা হইয়াছে তাহাতে ফেনোলোঁর সম্মতির সাক্ষর থাকিলে বসুয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ সুগম হইবে।

সতর্কতার সহিত পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করিয়া গ্রন্থকারের প্রভূত ক্ষমতা, অদ্ভুত নিপুণতাদর্শনে ফেনোলোঁ প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন কিন্তু আপনার অনুমোদন প্রদান করিতে অস্বীকার করিলেন। যে গ্রন্থে ব্যক্তিগত ভাবে ম্যাডাম গেয়োঁকে আক্রমণ করা হইয়াছে তাহার সহিত যোগ রাখিয়া চলিতে তিনি পারেন না। তিনি জানিতেন এই অস্বীকৃতি দ্বারা বসুয়ের কুদৃষ্টিতে পড়িতে হইবে শুধু তাহাই নহে—আপনাকে রাজরোষের নিরে উন্মুক্ত করিয়া ধরা হইবে এবং

পৃথিবীর মান সম্পদের আশা বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু আপন হৃদয়ের ন্যায় শক্তিশালী কে? তাহার নির্দ্ধারণের বিরুদ্ধে "না" বলিবার সাহস কাহার আছে? ফেনেলোঁর তাহা সাধ্যাতীত।

প্রকাশের পূর্ব্বেই পুস্তকের কথা সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া গেল এবং ইহাও গোপন রহিল না যে এ গ্রন্থ ফেনেলোঁর অনুমোদন অর্জ্জন করিতে পারে নাই। ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠতম শক্তিশালী দুইজন পুরুষের মধ্যে বিচ্ছেদের ব্যবধান জাগিয়া উঠিল। বিরোধের কারণ—বিন্সেন্স্ (Vincennes) কারাকক্ষে সঙ্গীতরচনানিরতা বন্দিনী এক অসহায় নারী!

ফেনেলোঁও নীরব রহিলেন না। তিনি ১৬৭৯ এর জানুয়ারীতে জগত সমক্ষে "The Maxims of the saints" উপস্থিত করিলেন। বসুয়ের গ্রন্থে অন্য নানাবিষয়ের অবতারণা থাকিলেও ম্যাডাম গেয়োঁকে আক্রমণই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ফেনেলোঁ ম্যাডাম গেয়োঁর নামোল্লেখমাত্র না করিলেও তাঁহার গ্রন্থ নীরবে তাঁহাকেই আক্রমণের আঘাত হইতে রক্ষা করিতেছিল।

৪৪

এই সব নূতন কলরবে ম্যাডাম গেয়োঁর কথা অনেকটা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। "Maxims of the Saints" প্রকাশমাত্র সকল চক্ষু ফেনেলোঁর উপরে পতিত হইল।

তাঁহার গ্রন্থে ম্যাডাম গেয়োঁর নাম না থাকিলেও তিনি তাঁহারই সমর্থনকারী বলিয়া বিবেচিত হইলেন। একই কারণে একজন কারারুদ্ধ, অপর ব্যক্তি মুক্ত রহিবেন কিসের জন্য? এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই সকলের চিন্তাকে চঞ্চল করিল।

যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন তাঁহারা ভাল করিয়াই জানিতেন যে

ফেনেলোঁ একদিকে যেমন ধীর ও নম্র অপরদিকে তেমনই কঠিন অটল। আপন হৃদয়ের বিশ্বাস তিনি মুক্তস্বরে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া যাইবেন—তোষামোদ বা ভয়প্রদর্শনে তিনি কর্ণপাত করিবেন না। বিরোধিগণের নিকটে এখন দুইটিমাত্র পথ ব্যতীত আর পথ রহিল না—একটি পথ, স্বীকার করিয়া লওয়া যে তিনি কোন অন্যায় করেন নাই, অপরটি, প্রমাণ করিয়া দেওয়া যে তিনি ভ্রান্ত। হয় বলিতে হয় যে তাঁহার ধর্ম্মমত ধর্ম্মদ্রোহিতা নহে, না হয় এই শক্তিমান পুরুষকে আপনাদের দল হইতে বিসর্জ্জন করিতে হয়।

ফ্রান্সের নেতৃগণের মধ্যে অনেকে এ পুস্তক পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। প্যারীর আর্চবিশপ মসিয়ার ডি নোয়ালি এবং সার্ট্রের বিশপ ম্যারে এমন পুস্তকের বিরুদ্ধে অভিযোগ মানিয়া লইতে কোন মতেই সম্মত হইলেন না। এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য হইতে না দেওয়াই তাঁহারা শ্রেয়োজ্ঞান করিলেন। কিন্তু বশুয়ে আছেন—কেহ যদি না আসে তিনি একাকীই সংগ্রাম করিবেন! রোমের নিকটে—সমস্ত বিশ্বের নিকটে—তাঁহার কণ্ঠোচ্চারিত অভিযোগবাণী উপস্থিত হইবে! এই ধর্ম্মদ্রোহিতার বিরুদ্ধে আবেদন লইয়া তিনি একাকীই ঈশ্বর সমক্ষে দণ্ডায়মান হইবেন! ধর্ম্মকে তিনি এত সহজে লাঞ্ছিত হইতে দিবেন না!

বশুয়ে জানিতেন তাঁহাকে সমর্থন করিতে প্রবল শক্তি তাঁহার পশ্চাতে রহিয়াছে। সে শক্তি ফ্রান্সের রাজসিংহাসন। লুই ফেনেলোঁর প্রতি প্রসন্নদৃষ্টিপাত করিতে পারিতেন না। এই অকপট পুরুষের নির্ভয় তেজ তাঁহার অপরাধিহৃদয়ের নিকটে ভয়েরবস্তু ছিল। সত্যের তেজে উদ্ভাসিত, গাম্ভীর্য্যে মহান্ সারল্যে শান্ত সেই দৃষ্টির সমক্ষে অসত্য, অন্যায় কম্পিত হইয়া পড়িত। তাই ফ্রান্সজাতির ইঁহাকে এত ভয়।

ফেনেলোঁও আপন বিশ্বাসকে সমর্থন করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ফ্রান্সবাসী স্তম্ভিত অন্তরে এই বিরোধ লক্ষ্য করিতে লাগিল।

দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা প্রাচীন বস্যুয়ের সহায়, ফেনেলোঁ মধ্যাহ্নের পূর্ণশক্তিতে সম্পদবান। বস্যুয়ে যুক্তিতর্কে অপরাজেয়; ফেনেলোঁ উচ্চতর কল্পনাশক্তিসম্পন্ন। উভয়েরই রচনাভঙ্গী অতুলনীয় কিন্তু বিভিন্নপ্রকারের। একজন যেন গুরুর আসন হইতে বজ্রকণ্ঠে উপদেশ প্রদান করিয়া শ্রোতার হৃদয় মনকে মহাশক্তিতে যথেচ্ছা চালিত করিতেছেন, অপরের ধীর সংযত কণ্ঠ হইতে যাহা উত্থিত হইতেছে তাহা যেন বন্ধুর সহিত বন্ধুর বাক্যালাপ—প্রেমে তাহা সুগভীর—হৃদয়ের অন্তরতম স্থানটিকে তাহা স্পর্শ করে, বিগলিত করে।

দীর্ঘকালব্যাপী উভয়পক্ষের এই বাদ প্রতিবাদ হইতে দেখা যায় যে ফেনেলোঁ শেষ পর্য্যন্ত সকল ক্ষতি ক্ষমা করিয়া সহিষ্ণুতার সহিত কথা কহিয়াছেন, বস্যুয়ের বাক্য হইতে উত্তেজিত হৃদয়ের তিক্ত অসহিষ্ণুতা প্রকাশমান হইয়া পড়িয়াছে।

বস্যুয়ের একখানি গ্রন্থের ফেনেলোঁ যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহার প্রতি শত প্রশংসমান দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সে সম্বন্ধে বস্যুয়ে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন—"তাঁহার (Fenelonর) বন্ধুগণ সর্ব্বত্র বলিয়া বেড়াইতেছেন যে তাঁহার এই উত্তর জয়যুক্ত হইয়াছে এবং এতদ্দ্বারা তিনি আমার উপরে প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন। ইহা সত্য কিনা পরে দেখা যাইবে।"

ফেনেলোঁ পত্রে বস্যুয়েকে লিখিলেন—

"ভগবান করুন কাহারও উপরে বিশেষতঃ আপনার উপরে প্রাধান্যলাভ করিবার চেষ্টা আমার মনে যেন কখনও না জাগে। মানুষের জয় আমি খুঁজিতেছিনা, আমি চাহিতেছি ঈশ্বরের মহিমা; এবং আমার

পরাভব ও আপনার জয়দ্বারা যদি এইউদ্দেশ্য সাধিত হয় তাহা হইলে নিজকে আমি সুখী—শতবার সুখী—মনে করিব। সুতরাং "দেখাযাক্ কে প্রাধান্য লাভ করে" একথা বলিবার কোনই কারণ উপস্থিত হয় নাই। ভবিষ্যৎ ফলের অপেক্ষা না করিয়া এই মুহূর্ত্তেই আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি যে বিজ্ঞান, প্রতিভা, মানবের মনোযোগ আকর্ষণযোগ্য সকল বিষয়েই আপনি আমা হইতে শ্রেষ্ঠ। যদি আমি ভ্রান্ত পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকি তাহা হইলে এই বিরোধে আমি যেন আপনার দ্বারা পরাজিত হইয়া যাই—ইহাভিন্ন আমি আর কোন ইচ্ছাই পোষণ করি না। দুইটি মাত্র বস্তু আমার আকাঙ্ক্ষার বিষয়—সত্য ও শান্তি—সত্যদ্বারা আমরা আলোক লাভ করিব, শান্তি আমাদের মিলন আনয়ন করিবে।"

বিরোধের ফল অনিশ্চিত বোধ হইল। বস্যুয়ে তাঁহার বিপক্ষের আড়ম্বরবিহীন শক্তি ও নিপুণতাদর্শনে বিস্মিত হইলেন। সুদীর্ঘকাল জয়গৌরব বহন করিয়া আজ বৃদ্ধ বয়সে তিনি পরাজিত হইবেন কি? তাঁহার উন্নত ললাটের বিজয়তিলক কি পরাভবের কালিমাতে লুপ্ত হইয়া যাইবে?—সহজে নহে! একবার তিনি সমস্ত শক্তি দিয়া চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। এই উদ্দেশ্যে "History of Quietism" লিখিত হয়। এ পুস্তক রচনা করিতে তিনি ঘৃণ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ম্যাডাম গেয়োঁ ও ফেনেলোঁর পত্র হস্তগত করিয়া তিনি তাহা হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন; যেসকল পত্র সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত তাহারও সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন, ম্যাডামি ডি ম্যানটেনোকে বন্ধুত্বের বিশ্বাসে ফেনেলোঁ যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাও বস্যুয়ের হস্তে প্রদান করিতে ম্যাডাম কুণ্ঠিত হন নাই।

অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের সহিত বস্যুয়ে এই সকল পত্রের সারাংশ, ম্যাডাম

গেয়োঁর জীবনের কোন কোন ঘটনা এবং লুই ও ম্যাডাম ডি ম্যানটেনোর আচরণ হইতে কিছু কিছু লইয়া মনোজ্ঞ করিয়া এক আশ্চর্য্য জাল রচনা করিলেন। চাকচিক্যময় এই জালে জনসাধারণের চিত্ত জড়িত হইয়া পড়িল। বিরুদ্ধপক্ষের প্রতি আপন আচরণকে তিনি এমন রম্যবর্ণে চিত্রিত করিয়াছিলেন যে সকলের সহানুভূতি তাঁহারই দিকে জাগিয়া উঠিল। ইহা লিখিতেও তিনি লজ্জিত হন নাই যে, এমন সময় আসিয়াছে যখন ঈশ্বরেচ্ছায় এই তিন ব্যক্তির (ম্যাডাম গেয়োঁ, ফেনেলোঁ এবং ফাদার কোঁম্) মিলনের গূঢ়রহস্যটি উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িবে।

ফেনেলোঁ প্রথমে ভাবিয়াছিলেন তিনি চুপ করিয়াই থাকিবেন, এই হীনতার কোন উত্তর দিবেন না। কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণের বিরক্তির ও আশঙ্কার পরিসীমা রহিলনা। তাঁহারা বলিলেন বস্থয়ের প্রতিবাদ করা তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। তদনুসারে তিনি "Answer to the History of Quietism" লিখিতে আরম্ভ করিলেন। শেষ করিতে ছয় সপ্তাহ লাগিল।

অপমানিত মহত্ব এবার গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে—স্তব্ধ হইয়া সকলে সে গম্ভীর কণ্ঠের গভীর সংযত বাণী শুনিল। একজন সমালোচক বলিয়াছেন যে এই পুস্তকের প্রথম কয়ছত্রেই ফেনেলোঁ প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা উচ্চতর স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত আপনাকে সেস্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন।

ফেনেলোঁ বলিলেন যে আমার নির্দ্দোষিতাসত্বেও সর্ব্বদাই আমার ভয় ছিল যে এই বিরোধ শেষে বা বিবাদের আকার ধারণ করে! বিশপদিগের মধ্যে পরস্পরের এইরূপ বিবাদ যে কত লজ্জাজনক তাহা আমি জানিতাম। 'মো'র বিশপ শতবার বলিয়াছেন যে

আমার "Maxims of the Saints" অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ। তবে সে অভিযোগ ত্যাগকরিয়া এখন তিনি অন্য বিষয়ের অবতারণা করিতেছেন কেন? তাহার কারণ অবশ্যই এই—মো'র বিশপ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে আমার পুস্তকের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযোগের সত্যতা সপ্রমাণ করা সুকঠিন। তাই তিনি এখন ম্যাডাম গেয়োঁর জীবনী কৌতূহলপ্রদ কাহিনীর ন্যায় করিয়া রচনা করিয়া আপন অসামর্থ্য ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছেন। শুধু তাই নয়—ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে তিনি আক্রমণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে কথা চুপি চুপি সঙ্কেতে ইঙ্গিতে বলিতে সাহস করিতেন এখন সাহস করিয়া তাহাই উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতেছেন। আর আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে একাজ করিতে তিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা যে শুধু অন্যায় তাহা নহে—ইহা গর্হিতও।—বন্ধুত্বের সূত্রে যে সকল পত্র লিখিত হইয়াছিল তাহার পবিত্রতা তিনি রক্ষা করেন নাই। আমার পত্র তিনি রোমে উপস্থিত করিয়াছেন; যাহা আমি তাঁহাকে একান্ত বিশ্বাস করিয়া লিখিয়াছিলাম সেই সকল পত্র তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এ সকলই নিষ্ফল—তিনি দেখিতে পাইবেন যে হীন পন্থা অবলম্বন দ্বারা কোন কার্য্যই সার্থক হয় না।

ফেনেলোঁ অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে আর কোন অভিযোগ যদি থাকে তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণরূপে উত্থাপন করা হউক। অর্দ্ধেকটুকু প্রকাশ করিয়া অপর অর্দ্ধেক গোপন রাখা—ইহাই ভয়ের বস্তু। মো'র বিশপ বস্তুয়ে তাঁহার বিরুদ্ধে যত অভিযোগ সমস্তই প্রকাশ করুন এবং রোমে প্রেরণ করুন। ঈশ্বরকে তিনি ধন্যবাদ করেন যে ন্যায়তঃ যাহা পরীক্ষিত ও বিচারিত হইবে এমন বিষয়কে ভয় করিবার তাঁহার কিছুই নাই। অনির্দ্দিষ্ট সংবাদ,

অপরীক্ষিত অভিযোগ ব্যতীত আর কিছুকেই তিনি ভয় করেন না।

পরিশেষে অশ্রুজলে তিনি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন যে এই কলঙ্কের দিনের শীঘ্র অবসান হউক। সকলের পুনর্ম্মিলন হউক, শান্তি সংস্থাপিত হউক এবং মো'র বিশপ তাঁহাকে যত আঘাত করিয়াছেন ঈশ্বর বিশপের উপর তত আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন এই তাঁহার প্রার্থনা।

মহত্বের এমন সম্পূর্ণ জয় বুঝি আর কখনও হয় নাই। এতটা বেশী যেন কেহ আশা করে নাই। সকলে দেখিল তিনি এত উর্দ্ধে অধিষ্ঠিত যে সেখানে তাঁহার প্রতিদ্বন্দীর আঘাত পৌঁছিতে পারেনা। মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় সকল হৃদয় তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল।

সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত ম্যাডাম গেয়োঁকে ফেনেলোঁ ত্যাগ করেন নাই। বস্যুয়ে গোপন সঙ্কেত দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিতে ছিলেন, ফেনেলোঁ যুক্তি ও সত্যদ্বারা তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিলেন। ম্যাডাম গেয়োঁর নির্ম্মল চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যই যে একমাত্র প্রমাণ তাহা নহে, ফেনেলোঁ দেখাইয়া দিয়াছেন যে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়াও বস্যুয়ে তাঁহার বিরুদ্ধে কিছুই পান নাই; কারাদণ্ডের অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি তাঁহাকে উচ্চ প্রশংসাপত্র দান করিয়াছেন; এখন যে তাঁহার বিরুদ্ধাচার করিতেছেন তাহা শুধু লোকের ভয়ে!

৪৫

এ বিরোধ মীমাংসার কোন আশাই যখন রহিল না তখন রোমাণ ক্যাথলিক চার্চ্চের সর্ব্বোচ্চ শক্তির শরণাপন্ন হইতে হইল। দ্বাদশ ইনোসেণ্ট (Innoecnt XII) তখন পোপের সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠান

করিতেছিলেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ ও পরোপকারী ব্যক্তি। এই বিষয়টি লইয়া যখন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইল, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ফ্রান্সেই ইহার মীমাংসা হউক দূতমুখে লুইয়ের নিকটে এ ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন। কিন্তু লুই সন্তুষ্ট হইলেন না। ফেনেলোঁ বিধর্ম্মী ও ভ্রষ্ট তিনি দৃঢ়রূপে এ বিশ্বাস করেন বা করিতে ইচ্ছা করেন, সুতরাং ইহার চরম বিচার করা চাই।

অগত্যা পোপ দ্বাদশজন ব্যক্তিকে ফেনেলোঁর গ্রন্থ সমূহ পরীক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়া পরীক্ষাকে নিষ্ফল করিয়া দিল।

তৎপরে কয়েকজন কার্ডিনালের উপরে এই ভার অর্পিত হইল। তাঁহারাও কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলেন না। অতঃপর পুনরায় নূতন কার্ডিনাল মণ্ডলী নিযুক্ত হইলেন। বিষয়টির আলোচনার জন্য তাঁহাদিগকে অন্যূন ৫২ বার সভাধিবেশন করিতে হইয়াছিল। এত পরীক্ষা চিন্তা, আলোচনার পরেও তাঁহারা একমত হইতে পারিলেন না।

প্রধান প্রধান অনেক কার্ডিনাল ফেনেলোঁর বিরুদ্ধে বিধর্ম্মিতার অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ক্যাথলিক চার্চ্চের বহু সাধক ও লেখক ফেনেলোঁর মত সমর্থন করেন।

এই বিরোধে যে পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাতে তাঁহারা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। মতের সহিত ব্যক্তিকে জড়িত করিয়া ফেলা হইয়াছে; মতের প্রতিবাদ করিতে গিয়া মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্র আক্রমণ করা হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে বুইয়োঁ (Bouillon) নামক একজন কার্ডিনাল বলিয়াছিলেন যে অভিযোগ করা

হইয়াছে কোন্ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহা যেন স্মরণ রাখা হয়—যিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ সুবিজ্ঞ আর্চবিশপ, সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহা অপেক্ষা অগ্রসর আর একটি মানুষকেও সে রাজ্যে পাওয়া যাইবে না, তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রও সর্ব্বজনবিদিত। এইরূপে ফ্রান্সের প্রবল শক্তি যখন ফেনেলোঁর বিরুদ্ধে খড়্গ হস্ত তখন এই কয়জন আপন আপন স্বাধীন মত সাহসের সহিত ব্যক্তকরিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কার্ডিনাল Alfar৲, কার্ডিনাল ফাব্রোনি (Fabroni) কার্ডিনাল বুইয়োঁ, কার্ডিনাল Gabriello এবং অপর কয়েকজন ছিলেন।

বিরুদ্ধ পক্ষেও অনেকে মত প্রদান করিয়াছিলেন। ফল যে কি হইবে তাহা সন্দেহের বিষয় হইল। ১৬৯৭ হইতে ৯৯ পর্য্যন্ত দুইবৎসর বাদ প্রতিবাদে কাটিল। এদিকে বিলম্বে ফ্রান্স-অধীপ লুই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছেন। শীঘ্র এই কাজ শেষ করিয়া দিবার জন্য পোপের নিকটে একপত্রে তিনি আপনা হইতেই নিজের এই মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে ফেনেলোঁর পুস্তক ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক মতে পরিপূর্ণ এবং বহু পণ্ডিত ব্যক্তি দ্বারা উহা ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত। এখন তাঁহার অসন্তোষ অন্য উপায়ে প্রকাশ হইতে চলিল।

যখন ফেনেলোঁ Cambrayর আর্চ বিশপপদে নিযুক্ত হন তখন তাঁহার চরিত্র এত উন্নত, কার্য্য এত অমূল্য বিবেচিত হইয়াছিল যে রাজকুমারগণের শিক্ষার নিমিত্ত বৎসরের মধ্যে তিন মাস যেন তিনি Versailles এ যাপন করেন রাজা তাঁহাকে এই অনুরোধ করিয়াছিলেন। এখন পোপের নিকট পত্রপ্রেরণের ছয়দিন পরেই লুই তাঁহাকে Versailles ত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করিয়া একপত্র লিখিলেন। যাত্রার আয়োজন করিতে যতটুকুমাত্র সময়ের প্রয়োজন তাহার

বেশী Versailles এ থাকিবার ও আপন কার্য্য ক্ষেত্র Cambrayর বাহিরে আসিবার অধিকার তাঁহার রহিল না।

ফেনেলোঁর ছাত্র Duke of Burgundy এই সংবাদ শুনিবামাত্র পিতামহের চরণতলে গিয়া পতিত হইলেন। ফ্রান্সের যুবরাজের এই অকৃত্রিম প্রীতির বৃদ্ধ রাজার হৃদয়কে একটু স্পর্শ করিল, কিন্তু তিনি বলিলেন—"বৎস, এই বিষয়ে অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই। ইহার উপরে ধর্ম্মবিশ্বাসের বিশুদ্ধতা নির্ভর করিতেছে। তোমার বা আমার অপেক্ষা এ বিষয়ে বসুয়ে অধিক জানেন।"

২রা আগষ্ট ফেনেলোঁ Versailles এর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। পথে প্যারীতে চব্বিশ ঘণ্টা যাপন করিয়াছিলেন। যাত্রাকালে নির্দ্দোষ কৈশোরের শান্তিপূর্ণ আনন্দ উজ্জল আবাস স্থান St Sulphitius সেমিনারীর প্রতি একবার করুণদৃষ্টিপাত করিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিতে তাঁহার কুণ্ঠাবোধ হইল—পাছে তাঁহার সংস্পর্শে তাঁহার দুঃখ অপমানের বেদনা এই প্রিয় বিদ্যালয়কেও আঘাত করে। সেমিনারীর বর্ত্তমান অধ্যক্ষ তাঁহার বন্ধু সুহৃদ ও উপদেশদাতা মসিয়ার ট্রুসোঁর উদ্দেশে কয়েক ছত্র লিখিয়া রাখিয়া বাহির হইতেই তিনি চলিয়া গেলেন।

কয়েক মাস পরে যখন তিনি Cambrayতে আপন কর্ম্মে নিমগ্ন তখন সংবাদ আসিল যে বিশেষ সর্ত্তে আবদ্ধ হইলে তিনি Versaillesএ ফিরিতে পারেন। আপনাকে এবিষয়ে ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে—ইহাই সেই সর্ত্ত। "কিন্তু," কোন বন্ধুকে তিনি লিখিয়াছিলেন, "বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে রাজসভায় পুনর্গমনের কোন ইচ্ছাই আমার নাই। যদি আমি ভুল করিয়া থাকি সে ভ্রান্তি যেন আমি দেখিতে পাই। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত ভুল দেখিতে পাইতেছি

না ততদিন অক্লান্ত ধৈর্য্য ও নম্রতা সহকারে আপনাকে সমর্থন করিতে চাহি।"

ফেনেলোঁর বন্ধুবর্গও নির্যাতনের মর্ম্মপীড়া ভোগ করিতেছিলেন। অনেকে উপাধি বঞ্চিত হইলেন, কেহ কেহ রাজসভা হইতে বিতাড়িত হইলেন। আপন অপমান অপেক্ষা বন্ধুজনের নির্যাতনে ফেনেলোঁ অধিকতর মর্ম্মাহত হইতেছিলেন, কিন্তু প্রসন্নচিত্তে ধৈর্য্যের সহিত সকলই সহ্য করিতে লাগিলেন।

রাজার এই সকল অন্যায় ব্যবহারে বিরক্তির পরিবর্ত্তে তাঁহার মন প্রেমের বেদনায় ব্যথিত হইয়া উঠিত। এই হতভাগ্য নরপতি বাল্যে সংশিক্ষা ও সৎসঙ্গের কোন সুযোগ পান নাই, তাঁহার চারিদিকে তোষামোদ ও প্রলোভনের জাল বিস্তৃত ছিল, তাহার উপরে এই ভীষণ ঐশ্বর্য্য। দুর্ব্বল মানব!—ইঁহার অবস্থা মনে করিয়া করুণায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল এবং ইঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া উঠিল। একান্ত হৃদয়ে তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—রাজার শুভবুদ্ধি হউক, তাঁহার শক্তির তিনি সদ্ব্যবহার করুন—তাঁহার জন্য তিনি আনন্দে জীবনপাত করিতে প্রস্তুত। রাজা যে তাঁহার গ্রন্থের বিরুদ্ধে এমন উৎসাহে সংগ্রাম করিতেছেন, তাহাতে ফেনেলোঁ বরং সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। কারণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে রাজার মন উদাসীন নহে ইহাতে তাহারই প্রমাণ তিনি পাইয়াছেন।

নিজের কথা তিনি বলিয়াছেন—"আমার সম্বন্ধে এইমাত্র আমি বলিতে পারি যে এই নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগের মধ্যে আমি শান্তিতে বাস করিতেছি। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিবেন, বিশ্বাস করি। আমার শত্রুগণের নিন্দাবাণী আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না—নিরুদ্যমও করিতে পারিবে না।"

লুই পোপকে আর একখানি পত্র লিখিলেন। চার্চ্চের জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে তিনি অনুরোধ করিলেন যে Cambrayর আর্চবিশপের পুস্তক দ্বারা চার্চ্চের যে ক্ষতি হইতেছে তাহা হইতে তাহাকে শীঘ্র রক্ষা করা হউক। স্বার্থপর লোকের চাতুরী দ্বারা চালিত হইয়া এ বিষয়ের শেষ মত প্রকাশ করিতে বিলম্ব করা আর উচিত নহে। সিদ্ধান্ত যেন এমন হয় যদ্দ্বারা সকল সংশয় সকল অস্পষ্টতা দূর হইয়া যাইবে, অমঙ্গল সমূলে উৎপাটিত হইয়া চার্চ্চের শান্তি রক্ষা হইবে।

১৬৯৯ সালের ১২ই মার্চ্চ সকল বিচারবিতর্কের অবসান হইল—ফেনেলোঁর পুস্তক ভ্রান্তিদুষ্ট বলিয়া জগৎসমক্ষে ঘোষিত হইল। পোপ এ কার্য্য স্ব-ইচ্ছায় করেন নাই। ফেনেলোঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যায় তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং প্রকাশ্যেই এ কথা অনেকবার বলিয়াছিলেন যে 'এ গ্রন্থ দণ্ডযোগ্য' এ প্রকার মত প্রদান করিতে তাঁহার বা কার্ডিনালগণের ইচ্ছা নাই।

এ অপবাদে ফেনেলোঁর কোনই ক্ষতি ছিল না। যাহাই হউক, উপরিস্থ ব্যক্তির আদেশ মানিয়া লইতে তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। একটি রবিবারে যখন তিনি উপাসনার জন্য বেদীতে উঠিতে উদ্যত সেই সময়ে বিচারফলের সংবাদ তাঁহার নিকটে আসিল। কয়েক মুহূর্ত্ত তিনি স্তব্ধ রহিলেন তাহার পর উপদেশের বিষয়টি পরিবর্ত্তন করিয়া 'বাধ্যতা' বিষয়ে উপদেশ দান করিলেন।

৪৬

ম্যাডামগেয়োঁর সহিত ফেনেলোঁর জীবন গভীরযোগে মিলিত সুতরাং এস্থলে ফেনেলোঁর জীবনের একটু বিস্তৃত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ফেনেলোঁকে এতক্ষণ আমরা পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রতিভাবান পুরুষরূপেই দেখিয়াছি—সম্ভ্রমের দূরত্ব রাখিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছি; এখন একবার তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার আপন গৃহে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করি।

প্রত্যূষে তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতেন এবং দিবসের প্রথম ঘণ্টা কয়টি উপাসনায় যাপন করিতেন। তাঁহার নিদ্রা ও আহার অত্যন্ত পরিমিত ছিল। শারীরিক আমোদের মধ্যে তাঁহার প্রধান আমোদ ছিল ভ্রমণ ও অশ্বারোহণ। দিনের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যগুলি করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে একবার তিনি বাহির হইয়া পড়িতেন, অবাধ আকাশতলে মুক্তবাতাসে শ্বাস গ্রহণ করিয়া তিনি বাঁচিতেন। পল্লিদৃশ্য তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। আকাশ আলোক, পুষ্প, প্রান্তর ইহারা ছিল তাঁহার অন্তরের বন্ধু। ইহাদের মধ্যে আসিয়া তিনি কর্ম্মের সকল ভার লঘু করিয়া লইতেন, তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ ধরিত না। তিনি বলিয়াছেন পল্লিদৃশ্যের মধ্যে "আমি ঈশ্বরের পূত শান্তি খুঁজিয়া পাই।"

এই তাঁহার দীনদুঃখীর সহিত মিশিবার সময়। Cambray'র আর্চবিশপ তাঁহার অধীন দীনতম কৃষককে পার্শ্বে লইয়া ঘাসের উপর বসিয়া পড়িয়াছেন এবং তাহার সুখদুঃখের কথা শুনিতেছেন—এ দৃশ্য সে সময় বিরল ছিল না। কখনও তিনি তাহাদের কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইতেন—সেখানে তাঁহার ও তাহাদের যিনি ঈশ্বর তাঁহারই কথা বলিতেন। তাহারা যখন সামান্য উপকরণসহ আহার্য্য আনিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইত, তিনি আনন্দে তাহাদের সহিত বসিয়া খাইতেন।

একবার এইরূপ এক বন্ধুকে নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বন্ধু বলিলেন যে তাহার গাভীটি হারাইয়া গিয়াছে। তিনি তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলেন এবং আর একটি গাভী কিনিবার মত টাকা তাহাকে দিলেন। তথাপি তাহার দুঃখ দুর হইল না। বিশপের দয়ায় সে কৃতজ্ঞ, কিন্তু এ টাকা দিয়া তো আর তাহার গাভীটি সে ফিরিয়া পাইবে না—সেটি যে তাহার বড় প্রিয়!

সেইদিন সন্ধ্যার সময় ফেনেলোঁ মাঠের মধ্যে কৃষকের হৃত গাভীটিকে দেখিতে পাইলেন। সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছে, রাত্রি অন্ধকার—কিন্তু তাহাতে কি? তখনই Cambrayর আর্চবিশপ গরু লইয়া কৃষকবন্ধুর কুটীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আর্চবিশপের আয় সামান্য ছিল না। কিন্তু এই নির্লিপ্ত পুরুষ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়া ফকির হইতে হয় কিরূপে তাহা জানিতেন। তাঁহার অর্থ ছিল অভাবগ্রস্তের অভাবমোচনের উপায়।

Versaillesএ রাজকুমারগণের শিক্ষকের কার্য্যে যখন তিনি নিযুক্ত তখন একদিন সংবাদ আসিল যে তাঁহার Cambrayর প্রাসাদভবনে আগুন লাগিয়াছে এবং তাঁহার সমস্ত পুস্তক, তাঁহার নিজের সমুদায় রচনা বিনষ্ট হইয়াছে। ফেনোলোঁকে তখন সুস্থমনে বন্ধুদের সহিত কথা কহিতে দেখিয়া একজন মনে করিলেন অগ্নিকাণ্ডের কথা বুঝি তিনি শোনেন নাই। তিনি সংবাদ দিতে গেলে ফেনেলোঁ স্বাভাবিকভাবে বলিলেন যে তিনি সকলই শুনিয়াছেন। আর বলিলেন, এ ক্ষতি অত্যন্ত বৃহৎ সত্য, কিন্তু কোন দরিদ্র কৃষকের কুটীরখানি ভূমিসাৎ না হইয়া তাঁহার ভবন যে বিনষ্ট হইয়াছে ইহাতে তিনি সত্যই আশ্বস্ত হইয়াছেন।

যখন ফ্রান্স ও ব্যাভেরিয়ার সহিত ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার মিলিতশক্তির যুদ্ধ বাধিয়াছিল তখন ফেনেলোঁর গৃহে করুণার এক মধুর বৃন্ত ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আহত আর্ত্তে তিনি আপন ভবন ভরিয়া ফেলিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য বাড়ীও ভাড়া করিলেন। এই বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তিনি আপনার উপার্জ্জনের সমস্ত অর্থ দান করিতেন। কিন্তু ইহাপেক্ষা মূল্যবান দান ছিল—তাহা তাঁহার সমবেদনার অশ্রুজল। প্রতিদিন যখন তিনি প্রেমের অশ্রু লইয়া সেই দুঃখের দৃশ্যের মধ্যে উপস্থিত হইতেন এবং সন্তান স্নেহে সান্ত্বনাবাক্য কহিতেন তখন হতভাগ্যগণের হৃদয়ে আনন্দের কিরণ বিকীর্ণ হইত। তাঁহার সেবা শুধু আপন জাতির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, স্বজাতীয় আহতের ন্যায় সমান ভাবেই তাঁহার বিশাল হৃদয়ে শত্রুপক্ষের আহত বন্দীর স্থান হইয়াছিল।

হিংসাও তাঁহার নিকটে আসিয়া যেন অস্ত্রহীন হইয়া পড়িত। যে শস্যক্ষেত্র ফেনেলোঁর, যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষের লোকও তাহাকে লুণ্ঠনের হস্ত হইতে নিরাপদ রাখিবার ব্যবস্থা করিত। বিপক্ষ সেনাদলের মধ্য দিয়া তিনি নির্ভয়ে আপন কার্য্যে চলিয়া যাইতেন। ফেনেলোঁ আসিতেছেন শুনিলেই সকলে সম্মান দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিত।

ফ্রান্সপর্য্যটকগণের বিশেষ এক দর্শনীয় স্থান ছিল Cambray. যে শান্ত তপস্বীর জীবন এই স্থানে কাটিয়া যাইতেছে তাঁহাকে দেখা, তাঁহার মুখের কথা শোনা এক প্রবল প্রলোভনের বস্তু ছিল। ভ্রমণশেষে এই স্থানটির স্মৃতি যাত্রীগণ পুণ্যতীর্থের ন্যায় মনে করিতেন, চিরদিন হৃদয়ের শ্রদ্ধার মধ্যে সে স্মৃতি রক্ষা করিতেন।

সমস্ত ইউরোপ হইতে যাত্রী আসিত এই ব্যক্তিকে দর্শন করিতে। অতিথিদেবতার আগমন ক্রমাগত তাঁহার কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইত। তিনি কিন্তু ক্ষতি গ্রাহ্য করিতেন না—পরম আপ্যায়িত হইয়া অতিথি-সৎকাররূপ ধর্ম্ম পালন করিতেন। যে লেখনী সমস্ত ইউরোপের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেছে, অজ্ঞ অজ্ঞাত কোন দরিদ্রের নিবেদন শুনিবার জন্য তাহা ফেলিয়া রাখিতে তাঁহার মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইত না। বিদ্বানমণ্ডলীর সহিত গভীর বিষয়ের আলোচনায় ফেনেলোঁ মগ্ন—পরমুহূর্ত্তে দেখা গেল অবোধ অশিক্ষিতের সহিত তিনি পিতার ন্যায় কথা কহিতেছেন। এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন, এক বিষয় হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়ে গমন ইহা তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া কষ্ট করিয়া করিতে হইত না, ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। যখন যাহাদের সহিত মিশিতে হইত তিনি তাহাদেরই একজন হইয়া যাইতেন, পার্থক্যের ব্যবধান রাখিতেন না। তিনি মানুষ—তিনি ঈশ্বরের সন্তান—তাই তাঁর কোন সঙ্কোচ নাই বাধা নাই ভাইয়ের ভালবাসায় তিনি সকলের সহিত এক।

বিশ্বের বিস্ময় শ্রদ্ধার পাত্র ফেনেলোঁ, তিনি কিন্তু আপনাকে সবার শেষে সকলের আড়ালে রাখিতে ব্যস্ত। তাঁহার জপমন্ত্র ছিল "Love to be unknown." সকল কৃতিত্বের কঠিন আবরণ টানিয়া ফেলিয়া পিতার চরণতলে লুটাইয়া পড়িবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল—ভাল মন্দ সকলই তাঁহার নিকটে অনাবৃত করিয়া দিয়া তিনি শিশুর মত নিশ্চিন্ত হইতে চাহেন। তিনি কি সংসারের স্তুতিতে তুষ্ট, আপন জ্ঞানে স্ফীত হইতে পারেন? না—না। ইহা তাঁহার নিকট অসম্ভব। তিনি বলিতেন "নত হইয়া থাকা, অজ্ঞাত ক্ষুদ্র হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে নীরবে জীবন কাটাইয়া দেওয়া—ইহাতেই আমার আনন্দ।"

অপরের ত্রুটির প্রতি এই মহাপুরুষের সহিষ্ণুতা আশ্চর্য্য ছিল। শান্তভাবে সহ্য করিয়া তিনি অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন, জানিতেন—ঈশ্বর ঠিক সময়ে সংশোধনের সুযোগ আনিয়া দিবেন। যখন বুঝিতেন সে সময় আসিয়াছে তখন ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া নিতান্ত অপ্রিয় সত্যসমূহ এমনভাবে বলিতেন যে তাহাতে অপরাধীকে অনাবশ্যক আঘাত পাইতে হইত না।

তিনি বলিয়াছেন—"অনেক সময় আপন অপূর্ণতাই আমাদিগকে অপরের অপূর্ণতাকে তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত করে। অপরের জীবনের প্রতি যে আমাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাহা একটি স্বার্থপরতা। এই প্রকার তীক্ষ্ণদৃষ্টির জন্যই মানুষ অপরের স্বার্থপরতাকে ক্ষমা করিতে পারে না। আপনার প্রবৃত্তিদ্বারা যে চালিত সে-ই অপরের প্রবৃত্তি সহিতে পারে না। যাহার হৃদয় স্বর্গীয় প্রীতিতে উদার অপরের দুর্ব্বলতা সে সহ্য করিয়া লয়, তাহাকে সে ক্ষমার চক্ষে দেখে, তাহার ব্যবহার ধীরতা ও নম্রতাপূর্ণ। তাহার কার্য্যের মধ্যে কখনই অতিমাত্র ব্যস্ততা নাই। আমাদের আত্মপ্রীতি যতই কম হইবে অপরের অপূর্ণতাকে ততই আমরা সহ্য করিয়া চলিব, তাহা হইলেই ঠিক সময়টিতে সহিষ্ণুতার সহিত তাহা সংশোধন করিতে পারিব। যে ধার্ম্মিকতা উগ্র কঠোর এবং অনমনীয় তাহা নিশ্চয়ই অপূর্ণ। প্রকৃত সাধুতা নম্র মৃদু এবং সমবেদনাপূর্ণ। অন্যের কল্যাণ সাধন, অপরের ভারবহন ব্যতীত তাহার আর চিন্তাই নাই। আপনার সম্বন্ধে এইরূপ নিস্পৃহতা ও অপরের প্রতি সমবেদনা—ইহাই প্রকৃত সমাজ বন্ধন।

ফেনেলোঁর এখন আর আত্মীয়বন্ধুর সহিত সাক্ষাতের সুযোগ নাই। আপন কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে তিনি বন্দী। একজন বন্ধুকে

এই সময় তিনি লিখিয়াছিলেন—"আমাদের যে কেন্দ্রভূমি তাহাতেই যেন আমরা বাস করি—সেখানে সর্ব্বদাই আমাদের সাক্ষাৎ হইতেছে—সকলেই আমরা সেখানে এক। পরস্পরকে দেখিতে না পাইলেও আমরা অতি নিকটেই আছি—একই গৃহে বাস করিয়াও মানুষ বহুদূরে থাকিতে পারে। * * * * আমার জীবনধারণ শুধু মিলনের জন্য—এই মিলনে সমস্ত অংশ কেন্দ্রের সহিত গ্রথিত হইয়া থাকিবে। স্বার্থ বিনষ্ট হইলেই আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়, আর ঈশ্বরের সহিত যাহারা মিলিত, পরস্পর হইতে তাহারা দূরে নহে। তোমার সহিত বিচ্ছেদে আমার ইহাই সান্ত্বনা, এবং আমার দুঃখ যত দীর্ঘকালব্যাপীই হউক, ধৈর্য্যের সহিত তাহা সহ্য করিবার শক্তি আমি এই স্থান হইতেই লাভ করি।"

"আত্মার যে দীনতা মানুষকে আমিত্ব হইতে মুক্ত করিয়া প্রেমে পূর্ণ করে তাহা যদি এই পৃথিবীতে আসিত তাহা হইলে "আমার" ও "তোমার" এই হৃদয়হীন কথাদুইটি আর শুনিতে হইত না। আমিত্ব বিসর্জ্জন করিয়া ঈশ্বরের মিলনে সকলে এক হইয়া আমরা একইকালে মহাধন ও পরমদীনতা লাভ করিতাম।"

Versailles ত্যাগের পর ছাত্র Duke of Burgundyর সহিত আর তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। কয়েক বৎসর তাঁহাদের পত্র লিখিবার সুযোগও ছিলনা। যুবরাজের অকালমৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে ফেনেলোঁ তাঁহাকে এই পত্র খানি লিখিয়াছিলেন—

"সেণ্ট্ লুইএর বংশধর। তুমি তাঁহারই ন্যায় শান্ত, সহৃদয়, নম্র, দয়াশীল উদার হও। তোমার হীনতম প্রজার নিকটেও নত হইবার পক্ষে এই অতুল ঐশ্বর্য্য যেন তোমার বাধাস্বরূপ না হয়।

তথাপি, এমনভাবে নত হইতে হইবে যাহাতে তোমার ক্ষমতার লঘুত্ব বা সম্মানের হ্রাস না হয়। কুশলী চাটুকারদ্বারা আপনাকে পরিবেষ্টিত হইতে দিওনা, গুণিব্যক্তির সঙ্গ ও পরামর্শকে মূল্যবান মনে করিও। প্রকৃত সাধুতা সতত বিনম্র,—একান্তে তাহার বসতি—রাজন্যবর্গের তাহাতে প্রয়োজন আছে সুতরাং সেই নিভৃত সংগোপন হইতে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। যাহার সসম্মানে প্রতিবাদ করিবার সাহস আছে এবং তোমার অনুগ্রহ অপেক্ষা তোমার যশ ও উন্নতিই যাহার অধিকতর প্রিয় তাহাকেই শুধু বিশ্বাস করিও। আপনাকে সজ্জনের প্রিয় করিয়া তোল, দুর্জ্জনের নিকটে বিভীষিকার বস্তু হও এবং সর্ব্বলোকের শ্রদ্ধা লাভ কর। আত্মসংশোধনে ত্বরান্বিত হও তবেই অপরের সংশোধনকল্পে তোমার পরিশ্রম সফল হইবে।

উত্তরে Duke of Burgundy লিখিলেন—“আপনার প্রদত্ত পরামর্শের সদ্ব্যবহার করিতে আমি চেষ্টা করিব। আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন এই আমার ভিক্ষা। আপনার উপদেশ পালন করিবার শক্তি তিনি যেন আমাকে দান করেন। সর্ব্বোপরি তাঁহাকে যেন আমি ভালবাসিতে পারি এই প্রার্থনা বারংবার করিবেন—তাঁহারই জন্য তাঁহারই মধ্যে যেন আমি আমার শত্রুমিত্র সকলকে ভালবাসিতে পারি। যে অবস্থায় আমি প্রতিষ্ঠিত তাহাতে অনেক মন্তব্য শুনিতে আমাকে বাধ্য হইতে হয়—সময় সময় অপ্রীতিকর মন্তব্যও শুনিতে হয়। যে কার্য্যকে ন্যায় বলিয়া জানি তাহার জন্য তিরস্কৃত হইতে আমি একটুও কাতর নহি, আর যদি কেহ দেখাইয়া দেন যে আমি অন্যায় করিয়াছি তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমি আপনাকে ধিক্কার দিই। আর সত্যসত্যই সকলকে

ক্ষমা করিতে এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ও অশুভাকাঙ্ক্ষী সকলের জন্য প্রার্থনা করিতে আমি সমর্থ।

"আমার দোষ আছে ইহা স্বীকার করিতে আমি কুণ্ঠিত নহি; কিন্তু একথাও বলিতে পারি যে দোষসত্ত্বেও আপনাকে ঈশ্বরসমীপে দান করিতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যে কার্য্যের আরম্ভ তিনি আমার মধ্যে করিয়াছেন তাহা তিনি সম্পন্ন করিয়া তুলুন; আমার স্খলিত চরিত্র যে সকল অমঙ্গল উৎপন্ন করে তাহা বিনাশ করুন—এই প্রার্থনা অবিরত তাঁহার নিকটে করিবেন। আপনার প্রতি আমার যে বন্ধুত্ব তাহা চিরদিনই সমান আছে এবিষয়ে আপনি আশ্বস্ত থাকিতে পারেন।"

১৭১৫ অব্দে ৬৫ বৎসর বয়সে ফেনেলোঁর পৃথিবীর কর্ম্ম সমাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর দেখা গেল তাঁহার একটি মুদ্রাও সঞ্চয় নাই—কপর্দ্দকমাত্র ঋণও নাই। এই মুক্ত পুরুষের মৃত্যুকালের কথা—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

তাঁহার বিশাল হৃদয় সীমার সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করিয়া বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার স্মৃতি যে বিশ্বমানবের ভালবাসার বস্তু হইবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। ফ্রান্সে বিপ্লব যখন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল তখন ক্ষিপ্ত বৈপ্লবিকদল সমাধিস্তম্ভ সকল বিচূর্ণ করিয়া নির্ব্বিচারে ক্ষুদ্র মহৎ সকলের দেহভস্ম চতুর্দ্দিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল; কিন্তু ফেনেলোঁর দেহাবশেষের নিকটে আসিয়া তাহারা নাকি কুণ্ঠিত লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। সে পবিত্র ধূলিমুষ্টির উপরে অত্যাচারিগণও অশ্রুপাত করিয়াছিল।

৪৭

ফেনেলোঁ ও বস্যুয়ের বিরোধের সূত্রপাতের সময় ম্যাডাম গেয়োঁকে বিন্‌সেন্‌জ কারাগারে অবরুদ্ধা দেখিয়া আসিয়াছি।

তাঁহার দুর্ব্বল শরীর দীর্ঘ অবরোধের ফলে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, প্রিয়জনের বিচ্ছেদ মনকে দগ্ধ করিতেছিল। কিন্তু অন্তরের শান্তি বিচলিত হয় নাই।

বিন্‌সেন্‌জ্ কারায় একবৎসর অবরুদ্ধ থাকার পর তিনি বোজিরার্ (Vaugirard)এ নীত হইলেন। বোজিরার্ প্যারীর পার্শ্ববর্ত্তী একটি গ্রাম। তাঁহার সঙ্গিনী পরিচারিকা বিন্‌সেন্‌জ্ কারায় পড়িয়া রহিলেন।

বোজিরার্ এ তাঁহার অবরোধ একটু শিথিল হইল। বন্ধুজনের সাক্ষাৎলাভ ও পত্রপ্রাপ্তি পূর্ব্বাপেক্ষা সুলভ হইল। অল্পমাত্র সুযোগ পাইবামাত্র তাঁহার মনে আপন কর্ম্ম করিবার স্পৃহা জাগিয়া উঠিল। পার্শ্ববর্ত্তিগণের মধ্যে বিশ্বাসের জীবন ফুটাইয়া তুলিতে তিনি পুনরায় সচেষ্ট হইলেন।

কিন্তু প্যারীর আর্চবিশপ মসিয়ার ডি নোয়ালির ভয় হইল। তিনিই অনুরোধ করিয়া বিন্‌সেন্‌জ্-এর কঠোরতা হইতে ম্যাডাম গেয়োঁকে এস্থানে আনাইয়াছেন, রাজার মন তিনি জানেন সুতরাং বিপদের আশঙ্কা করিয়া ম্যাডাম গেয়োঁর কার্য্য বন্ধ করিয়া দিতে তিনি বাধ্য হইলেন। ম্যাডাম গেয়োঁর সদ্যঃপ্রাপ্ত স্বাধীনতাটুকু সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

St Cyr এর প্রতি লুইএর চক্ষু পতিত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া তিনজন ধর্ম্মপরায়ণা মহিলাকে সেস্থান হইতে অপসারিত করিলেন। তাঁহাদের অপরাধ—নূতন মতের সহিত তাঁহাদের হৃদয়ের যোগ ছিল।

ম্যাডাম গেয়োঁর দ্বিতীয়পুত্র রাজার গার্ডগণের লেপ্টেন্যাণ্ট (Lieutenant) পদে নিযুক্ত ছিলেন। বিনা ত্রুটিতে তাঁহাকেও পদচ্যুত

করা হইল। এইরূপে ফেনেলোঁর স্থায় ম্যাডাম গেয়োঁকে আপনার দুঃখ ও আত্মজনের ক্ষতি বহিতে হইতেছিল।

আরও দুঃখ সঞ্চিত ছিল। রাজা ও পুরোহিত তাঁহার বিরুদ্ধে একত্র মিলিয়াছেন, ইহার ফল কতদূরে গিয়া দাঁড়াইবে কে জানে।

বোজিরায় দুইবৎসর যাপনের পর হঠাৎ একদিন কারাদ্বার উন্মোচিত হইল। তাঁহার বহুদিনের পরিচিত প্যারীর আর্চবিশপ মসিয়ার ডি নোয়ালি কতিপয় বিশিষ্টব্যক্তিসহ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। হস্তে একখানি পত্র ছিল, ম্যাডাম গেয়োঁকে তাহা পড়িয়া শুনাইলেন। পত্রখানি যেন লা কোঁব্ ম্যাডাম গেয়োঁর নিকটে লিখিয়াছেন। তিনি যেন লিখিতেছেন যে তাঁহারা উভয়েই এতদিন ভ্রান্তির পথে চলিতেছিলেন, এখন যেন তাহার জন্য অনু তাপ করা হয়। পত্রপাঠ শেষ করিয়াই তাঁহারা গম্ভীরভাবে সত্যের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য ম্যাডাম গেয়োঁকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

ম্যাডাম গেয়োঁ যে উত্তর দিলেন তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বলিলেন, পত্রখানি পাঠ করিয়া তাঁহাকে শোনানো হইল, কিন্তু দেখিতে দেওয়া হইল না, ইহা হয় জালপত্র নাহয় দীর্ঘযন্ত্রণাপীড়িত ফাদার কোঁব্এর হস্ত হইতে জোর করিয়া এ লিপি বাহির করা হইয়াছে—তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ায় তিনি জানিতেও পারেন নাই তাঁহার হস্ত কি কথা লিখিতেছে। ইহা ব্যতীত এ বিষয়ে বলিবার বা ভাবিবার তাঁহার আর কিছুই নাই। তাঁহার সম্পূর্ণ সংযত নির্দোষ নিশ্চিন্ত ভাবটি ইঁহাদের বিবেককে একটু চঞ্চল করিয়া তুলিল। এই সাধ্বী রমণীর সর্ব্বনাশসাধন উদ্দেশে কি হীনতম উপায় সকল অবলম্বিত হইয়াছে—একে একে সেই সকল ঘটনা ইঁহাদের স্মৃতিকে বিদ্ধ করিয়া করিয়া

চলিয়া গেল। লজ্জাকাতর হৃদয়ে তাঁহারা কারাগৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

দুঃসহ ক্লেশে ফাদার কোঁব্ এর হৃদয়মনের শক্তি বিকল হইয়া-গিয়াছিল। এমনই তাঁহার অবস্থা হইয়াছিল যে তাঁহাকে বাতুল-চিকিৎসাগারে রাখিতে হইয়াছিল। সেইস্থানে যাইবার সময় কয়েক-দিনের জন্য তাঁহাকে বিন্‌সেন্‌জ্ দুর্গে রাখা হইয়াছিল। পত্রখানি সেই সময়ই রচিত ও তাঁহার সাক্ষরাঙ্কিত হয়। ইহা ফাদার এর মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বের ঘটনা। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার বিচার ও ধারণাশক্তি যে লোপ পাইয়াছিল ইহা স্বীকৃত কথা। পত্রখানি যে প্যারীর আর্চবিশপের হস্তগত হইয়াছিল ফাদার কোঁব্ সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন।

৪৮

সাধারণ কারাগারে ম্যাডাম গেয়োঁকে আবদ্ধ রাখিয়া শত্রুগণ আর তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না—ব্যাষ্টিল এর জীবন্ত সমাধির অভ্যন্তরে তাঁহাকে প্রোথিত করিতে হইবে। রাজার অনুমতি পাওয়া গেল এবং ১৬৯৮এর সেপ্টেম্বরে তিনি সেই অভিশপ্তস্থানের অধিবাসিনী হইলেন।

ব্যাষ্টিল্ এর অস্তিত্ব এখন পৃথিবীতে আর নাই কিন্তু তাহার ইতিহাসের স্মৃতি পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবার নহে। কতজীবন এই ভীষণস্থানে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে কে তাহার হিসাব রাখিয়াছে। সিংহাসন লোলুপের ক্রূরদৃষ্টিতে পড়িয়া কত হতভাগ্য রাজপুত্রের জীবন এই অন্ধকারে কাটিয়াছে! বহির্জগত হইতে ইহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য যে প্রাচীর রচিত হইয়াছিল তাহার সর্ব্বোচ্চভাগটিই ১২ ফিট প্রশস্ত, ক্রমশঃ নিম্নগামী হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশস্ততা

প্রসার প্রাপ্ত হইয়াছে। জীবনধারণকে দুঃসহ করিবারজন্য যতপ্রকার আয়োজনের প্রয়োজন এখানে তাহার কোন অভাবই ছিলনা—এজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও শক্তির ব্যয় এখানে হইয়াছিল।

নারীকণ্ঠোত্থিত ঈশ্বরের বাণীকে প্রতিহত করিবার জন্য এইরূপ ১২ ফিট প্রশস্ত প্রাচীর বেষ্টিত একখানি কক্ষের প্রয়োজন হইল। ভগবানের স্বহস্তের দান যে আকাশ আলোক, মুক্তবায়ু,—তাহা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা হইল কিন্তু ভগবান হইতে বঞ্চিত করার সাধ্য তো কাহারও নাই! সকল সঙ্গ সকল কর্ম্ম কাড়িয়া লইয়া তাঁহার দিবা রাত্রিকে সীমাহীন শূন্যতার মধ্যে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা হইল, কিন্তু তাহারা জানিত না যে পাষাণের সেই চারিখানি দেয়ালের মধ্যে তাঁহাকে সঙ্গদান করিবার জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ সেখানে থাকিতে পারে। সেই আবিল অন্ধকারও যে মিলনের আলোকে আনন্দউজ্জ্বল হইতে পারে ইহা তাহাদের বোধের অতীত।

তাঁহার কক্ষ হইতে কয়েকপদ দূরেই এক অদ্ভুত কয়েদী বাস করিত। "Man of the iron mask" বলিয়া সে বিখ্যাত। অভাগা সেই দেশের রাজার ভ্রাতা। রাজসিংহাসন নিষ্কণ্টক করিবার অভিপ্রায়ে চতুর্দ্দশ লুই আপন সহজাত ভ্রাতাকে এই অবস্থাপন্ন করিয়াছিলেন। লৌহ আবরণে মুখ আবৃত করিয়া ইহার জীবনের অর্দ্ধেকদিন গত হইয়াছিল। জন্মমাত্রে ইহাকে মাতৃক্রোড়চ্যুত করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে অপসারিত করা হইয়াছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত আপন পরিচয়ও সে জানিত না; যখন পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িল, সিংহাসনারূঢ় ভ্রাতা তখন তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। পাছে রাজার মুখের সহিত এই কয়েদীর মুখের সাদৃশ্য ধরা পড়িয়া যায় এই আতঙ্কে মুহূর্ত্তের জন্যও "মুখোসমুক্ত" হইবার অনুমতি তাহার ছিল না। সে

সময়ের অল্পব্যক্তিই এই অদ্ভুত মানুষের জন্মরহস্য জানিত। কাহারও সহিত কথা কহিবার অধিকারও তাহার ছিল না। ম্যাডাম গেয়োঁর ব্যাষ্টিল্এ আগমনের ৩৭ বৎসর পূর্ব্ব হইতে সে সেখানে বাস করিতেছিল। ম্যাডাম গেয়োঁ ইহার কথা জানিতেন কিনা জানা যায় নাই ; জানিলে তাঁহার হৃদয়ের সমবেদনা ও কল্যাণ প্রার্থনা হইতে এই চিরদুঃখী নিঃসন্দেহ বঞ্চিত হয় নাই।

১৬৯৮ অব্দে ম্যাডাম গেয়োঁ ব্যাষ্টিল্ এ আসিয়াছিলেন। প্রায় এই সময়েই তাঁহার পরিচারিকাও ব্যাষ্টিল্ হইতে বোজিরার্ এ নীত হইলেন।

ম্যাডাম গেয়োঁ বৈধব্যের প্রথম অবস্থায় ইঁহার পরিচয় পাইয়াছিলেন। ইঁহার সংকল্পের দৃঢ়তা, চরিত্রের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তখন ইঁহাকে আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন ইঁহার বালিকাবয়স।

তাহার পর হইতে দূরদূরান্তে এই বালিকা ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে ফিরিয়াছে। ইঁহারই হস্তে কন্যাকে রাখিয়া ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ম্যাডাম গেয়োঁ গ্রেনোব্ল্ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতেই বোঝা যায় ইনি কতদূর বিশ্বাসযোগ্যা ছিলেন। প্যারীতে ফিরিয়া পুনর্ব্বার ইঁহারা মিলিত হন। তাহার পর হইতে দুঃখে দুর্দ্দিনে কারাগারে কখনও এই নিষ্ঠাবতী সেবিকা ইচ্ছা করিয়া ম্যাডাম গেয়োঁ হইতে বিচ্ছিন্ন হন নাই।

সমস্ত হৃদয় দিয়া ইনি আপন বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছিলেন। ম্যাডাম গেয়োঁর নিকটে যে মহাকার্য্য সাধনের আদেশ আসিয়াছে সে বিষয়ে ইঁহার সন্দেহমাত্র ছিল না। কিন্তু এই বিশালবিশ্বের মধ্যে তাঁহাকে তো একাকিনী ছাড়িয়া দিতে পারেন না—তাই সেবিকা

হইয়া—দাসী হইয়া ইনিও পশ্চাতে চলিলেন। আহ্বান যে তাঁহারও জন্য প্রেরিত হইয়াছে তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন তাই এমন করিয়া নিঃশেষে আত্মবিলোপ করিয়া দিয়াছিলেন। ভয় ও প্রলোভন তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। বিন্‌সেন্‌জ্‌এ যখন তিনি একাকিনী কারারুদ্ধা তখন আপন ভ্রাতাকে একখানি পত্র লিখিয়া ছিলেন। তাহা হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল।—

"তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাতের সান্ত্বনা লাভ করিতে আমি পারিব কি না জানি না। ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা হয় তাহা হইলে তোমার সহিত দেখা করিয়া সুখী হইব—তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন আকাঙ্ক্ষা, কোন সান্ত্বনা আমার নাই। তোমাকে দেখিবার অনুমতি লাভ করিলে তখন ম্যাডাম গেয়োঁ সম্বন্ধে সকল কথাই বলিব।"

"তোমার হৃদয়ের শুভ কামনার প্রতি আমি উদাসীন নহি। আমার প্রতি যে তোমার ভালবাসা আছে তাহা ভাল করিয়াই জানি। বিচ্ছেদের সময় আমার মঙ্গলের জন্য তুমি কতই চিন্তা ও যত্ন করিয়াছিলে, আমাকে সংসারের সুখ বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া তোমার কতই দুঃখ হইয়াছিল, এসব কথা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না।"

"কিন্তু ঈশ্বর আমাকে ডাকিলেন—কাজেই আসিতে বাধ্য হইলাম। যাহা আমাকে সংসারের বন্ধনে জড়িত করিয়া রাখে সে সমুদায় হইতে বিমুক্ত হই—আমার স্বর্গীয় পিতার ইহাই ইচ্ছা ছিল। ভ্রাতার হৃদয়ের উদ্বিগ্ন প্রেমকে অগ্রাহ্য করিবার শক্তি তিনিই আমাকে দিয়াছিলেন। ভাই, তোমার গৃহ যদি বহুমূল্য প্রস্তরগঠিত হইত এবং সেখানে যদি রাজরাণীর সম্মান আমি প্রাপ্ত

হইতাম তথাপি ঈশ্বরের অনুসরণ করিবার জন্ত সে সকলই পরিত্যাগ করিতাম। তিনি আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন—সুখভোগ করিবার জন্ত নহে—দুঃখ বহন করিবার জন্য।"

"সেই সময় যদি আমি তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম, তোমার সহিত যুক্তিতর্কে প্রবৃত্ত হইতাম তাহা হইলে তুমি কি বলিতে, কি করিতে?—আমাকে তুমি মূর্খ নির্ব্বোধ বলিতে। আমার কল্যাণকামনা করিয়াই তুমি বহুতর আপত্তি উত্থাপন করিতে এবং আমার পরমকল্যাণ যাহা তাহারই বাদী হইতে। আমি যাহাকে আমার মহত্তম সান্ত্বনা, সীমাহীন আনন্দ, সুমধুর বিশ্রাম বলিয়া মনে করি তাহারই পথ রোধ করিয়া তুমি দাঁড়াইতে। সর্ব্ববিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালন করাই আমার আনন্দ। সত্যই বলিতে পারি, তাঁহার ইচ্ছা পালন করিয়া আমি এমন কিছু পাইয়াছি যাহা আমাকে শক্তি দিয়াছে প্রাণ দিয়াছে সাহস দিয়াছে। পক্ষান্তরে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন না করা আমার পক্ষে নরক অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। গৃহপরিজন ছাড়িয়া ম্যাডাম গেয়োঁর সহিত চলিবার ডাক যখন আসিয়াছিল তখন যদি সে ডাককে আমি অগ্রাহ্য করিতাম তাহা হইলে ঈশ্বরের কৃপা হইতে আপনাকে বঞ্চিত করা হইত। সেই বিশ্বাসহীনতার পরে আমি কি করিতাম? আমার আত্মা কোথাও বিশ্রাম খুঁজিয়া পাইত না, কোন স্থানে শান্তি লাভ করিতে পারিত না, ইহা যে শুধু ঈশ্বরের মধ্যেই পাওয়া যায়।

"কিন্তু প্রিয় ভাই, এখন আমি নির্ভয়ে তোমার সহিত যুক্তি করিতে পারি। ঈশ্বরদত্ত দুঃখ এবং আমি—এ দুইয়ের মাঝখানে তোমার ইচ্ছা, তোমার যুক্তি এখন আর কোন ব্যবধান গড়িয়া তুলিতে পারিবে না। এই বিন্‌সেন্‌জ্ কারা (যেখানে দুইবার

আমি অবরুদ্ধ হইয়াছি) হইতে আমাকে বাহিরে টানিয়া লইবে—এ ভয় আমার খুব কমই আছে। এই দ্বিতীয়বারের কারাবাসে আমার ৩ বৎসর কাটিয়া গেল। দুঃখের যে সান্ত্বনা তাহা ব্যতীত অন্য সান্ত্বনা হয় তো এ জীবনে পাইব না।"

"লিখিবার উপকরণ আমি পাই না। আর আমার কক্ষ হইতে পত্র দেওয়া বা পাওয়াও সহজ ব্যাপার নহে। যাহাহউক দৈবক্রমে কয়েকখণ্ড কাগজ পাইয়াছি এবং লিখিবার কালির পরিবর্ত্তে বাতির কালি ও কলমের পরিবর্ত্তে কাঠখণ্ড দ্বারা আজ লিখিতে পারিতেছি। কিন্তু অত্যন্ত বিপদের সম্ভাবনা সম্মুখে লইয়া এ কাজ করিতেছি। আশা করি ইহা তোমার হস্তগত হইবে এবং আমার কারাবন্ধনে তোমার মনের যে দুঃখ সে দুঃখের মধ্যেও এই পত্র পাইয়া তুমি সান্ত্বনা লাভ করিবে। কারণ মনে হয়, এ জন্য আমার চেয়ে তোমার ভাবনা ও দুঃখই শতগুণ বেশী। এমন একটি দিনও যায় না যে দিন আমার কারাবন্ধনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না দিই। সুখে দুঃখে তাঁহারই হইবার জন্য যেদিন আপনাকে তাঁহার বেদী-তলে নিবেদন করিয়াছিলাম সে দিনের কথা ভুলিতে পারি না। সে বলি যে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন নাই আমার কারাবাসকে আমি তাহারই শুভনিদর্শন বলিয়া মনে করি। তাঁহার জন্য দুঃখ বহন করিবার অধিকার দান করিয়া তিনি আমার প্রতি মহা অনু-গ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।"

ম্যাডাম গেয়োঁ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—তাঁহাকে একখানি মূল্যবান মাণিক্য বলা যায়। নিষ্প্রভ করিবার চেষ্টা তাঁহাকে দীপ্তি-হীন না করিয়া আরও শোভন করিয়া তুলিয়াছে। বার বৎসর তাঁহার সহিত বাস করিয়া তাঁহার চরিত্র ভালরূপে জানিয়াছি

বলিয়া মনে করি। তাঁহার সহিত পরিচিত হওয়া সৌভাগ্যের বিষয় যদি হয়, তাঁহার দুঃখের অংশ গ্রহণ করাও তবে গৌরবের বিষয়। এখন পরস্পর হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন আছি—আমি একাকিনী এই কারাগারে, তিনি অন্যত্র। কিন্তু আমাদের আত্মা এখনও মিলিত। কারার প্রাচীর শুধু শরীরটাকে ধরিয়া রাখিতে পারে, আত্মার মিলনে বাধা দিবার সাধ্য তাহার নাই।"

একজন ধর্ম্ম প্রচারকের নিকটেও তিনি লিখিয়াছিলেন—"আমার প্রিয় কর্ত্রী ম্যাডাম গেয়োঁ হইতে এখন আমি বিচ্ছিন্ন। পৃথিবীতে আর তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করা যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা না হয়, স্বর্গে যে তাঁহাকে আবার দেখিব সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। এ জীবনের এই দৈহিক বিচ্ছেদ আমাদের আত্মার মিলনকে ভঙ্গ করিতে পারে নাই। কখনও আমাদের মিলন ভঙ্গ হইবে না— এ পৃথিবীতেও নহে, পরলোকেও নহে। এই আশাতেই আমি উৎফুল্ল হই। ঈশ্বরকে আমি যতই ভালবাসি, ম্যাডাম গেয়োঁর সহিত আমার বন্ধন ততই দৃঢ় হইয়া উঠে। কে তবে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে ?

"কারাগারে আমাকে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তথাপি এই কষ্ট হইতে মুক্ত হইতে আমি ইচ্ছা করি না। সত্যসত্যই বলিতেছি অন্তরের অন্তরে আমার একটী ভয় আছে—পাছে দুঃখ হইতে আমি বঞ্চিত হই ! ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র কোন বাসনা, কোন উদ্দেশ্য, আমার নাই। আমার অন্তরের অবিরাম প্রার্থনা—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

ম্যাডাম গেয়োঁর বিরুদ্ধে একটী কথা কহিলেই ইনি মুক্তি এবং সম্ভবতঃ, পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু পৃথিবীতে এমন

ধন নাই যাহা এই শ্রেণীর কাঙালের দৈন্য দূর করিতে পারে, সুতরাং সে ধন সম্পদ ইঁহাদের নিকটে আকর্ষণবিহীন। ইঁহাদের হৃদয় গভীরকণ্ঠে দৃঢ়স্বরে এই গান গাহিতেছে—"যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।"

ব্যাষ্টিল্‌এ আসিবার কিছুদিন পরে বহির্জগতে সংবাদ প্রচার হইয়া গেল যে ম্যাডাম গেয়োঁর মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যু হইয়াছিল তাঁহার সাধ্বী পরিচারিকার। এই নিষ্ঠাবতীর মৃত্যুকালের বিবরণ জানিনা। কিন্তু, কোন মানুষের নিকটে না শুনিলেও, ইহা নিশ্চয় জানি যে শ্রান্ত শিরটিকে মরণশয্যায় লুটাইয়া দিয়া তিনি যে নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলেন তাহা আক্ষেপের নিঃশ্বাস নহে—তাহা আরামের।

ব্যাষ্টিল্‌এ ম্যাডাম গেয়োঁর দিন কেমন করিয়া কাটিতেছিল জানিবার উপায় নাই। সে রহস্যের মধ্যে যে প্রবেশ করিয়াছে তাহার কণ্ঠ আর বাহিরে পৌঁছিতে পারে না। যদি কোন দিন মুক্তিলাভ হয়, যদি কখনও বাহিরে আসা ঘটে এবং তখন যদি ব্যাষ্টিল্ এর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ কিংবা তাহার সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে তাহা হইলে তাহার ভাগ্যে পূর্ব্বাবস্থার পুনরাবৃত্তি সুনিশ্চিত। ব্যাষ্টিল্ এ যাহা দেখিতেছে যাহা শুনিতেছে চিরজীবন তাহা গোপন রাখিবে বন্দীগণকে এ প্রতিজ্ঞা করিতে হইত।

ম্যাডাম গেয়োঁ এখানে কবিতা লিখিতেন, গান গাহিতেন, কিন্তু তাঁহার চিরসঙ্গিনীর কণ্ঠস্বর এখন আর তাঁহার কণ্ঠস্বরে মিলিত হইত না। এখন তিনি একাকীই গান গাহেন একাকীই ক্রন্দন করেন।

৪৯

ম্যাডাম গেয়োঁ এবং ফেনেলোঁর সময়ে প্রেমকেই যাঁহারা মুক্তিরপথ বলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে Quietest বলা হইত। Quietest কথাটি যেন তিরস্কারস্বরূপ, যেন নিন্দার ন্যায় ব্যবহৃত হইত। বসুয়ে বারংবার বিরুদ্ধ পক্ষকে এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে (Michael de molinos) মলীনোস্ এবং তাঁহার অনুগামিগণ এই নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ নামে অপমানের বিষয় কিছুই নাই। ঈশ্বরকে যিনি ভালবাসিয়াছেন বাহিরের শত বিক্ষোভেও তিনি চাঞ্চল্যহীন। Quiet না হইয়া প্রশান্ত ধীর না হইয়া তিনি পারেন না। সুখদুঃখ সকল ঘটনার মধ্যে তিনি প্রেমাস্পদের হস্ত দেখিতে পান এবং তাঁহার হস্তের দান মাথায় করিয়া লইতে তিনি চিরপরিতুষ্ট, পরম প্রসন্ন। বেদনায় যদি তিনি অশ্রুপাত করেন তাহাতে অন্তরের সমাহিত শান্তি চঞ্চল হয় না—স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে আরও উজ্জল হইয়া দীপ্তি পায়।

Quietest কি কর্ম্মহীন? হইতেই পারে না। কর্ত্তব্যকর্ম্মে যদি তিনি অবহেলা করিতেন তাহা হইলে তাঁহার অন্তরের শান্তি অস্থির না হইয়া পারিত কি? এ প্রশান্ত ভাব তবে তাঁহার কোথায় থাকিত? তিনি কর্ম্ম করেন এবং তিনিই কর্ম্ম করিবার যোগ্য। নিজের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কোন কাজ তিনি করেন না, কি করিবেন তাহার জন্য তাঁহার ভাবনা নাই, তিনি জানেন কাজ করিবার সময় ডাক পড়িবে, তাই তাঁহার মধ্যে কোন অশোভন ব্যস্ততা নাই। নিষ্ঠার সহিত তিনি অপেক্ষা করিয়া আছেন—আহ্বান যখন আসিবে তখন তাঁহার ন্যায় যোগ্যতার সহিত কাজ করিতে পারিবে কে? উল্কার ক্ষণিক জ্যোতিঃ সকলেরই দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে কিন্তু সূর্য্যের

কথা কাহারও মনেই থাকেনা। ইঁহাদের কার্য্য চিরদিনের সূর্য্যের ন্যায়।

আপন ক্রটিদুর্ব্বলতা তিনি জানেন সুতরাং অপরের নিন্দাবাক্য তাঁহার বিরাগের বস্তু নহে। অন্যায় নিন্দাতেও নিন্দকের প্রতি তাঁহার মন বিরক্ত হয় না।

প্রার্থনা তাঁহার হৃদয়ে নিয়ত জাগরূক। তাঁহার হৃদয় ব্যাকুলভাবে অনুক্ষণ বলিতেছে—প্রভু, তোমার নিকটে কি চাহিব জানিনা—তুমিই জান আমার কি চাই। আমি আমাকে যত ভালবাসি যত ভালবাসিতে পারি তাহার চেয়ে বেশী আমাকে তুমি ভালবাস। প্রভু, তাহাই আমাকে দাও যাহা ভাল—তাহা যাহাই হউক না। দুঃখ বা সুখ কিছুই চাহিতে আমি সাহস করিনা, আমি শুধু আমাকে তোমার সম্মুখে ধরিয়া দিতেছি—হৃদয়কে উন্মুক্ত করিয়া দিতেছি—দেখ কোন্ অভাব আমার আছে। আমি তাহা জানি না—শুধু তুমি দেখ আর যাহা করিতে হয় কর। আঘাত বা আরাম যাহা ইচ্ছা দাও, ধুলাশায়ী কর অথবা ঊর্দ্ধে উত্থিত কর—না জানিয়াই তোমার সকল অভিপ্রায়ের নিকটে আমি অবনত। আমি নীরব হই—আপনাকে তোমার চরণে বলিদান করি—তোমার নিকটে নিজেকে একেবারে ছাড়িয়া দিই। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করা ব্যতীত আমার আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। প্রভু, শিখাইয়া দাও কেমন করিয়া প্রার্থনা করিব। আমার মধ্যে তুমি বাস কর।"

কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি আবদ্ধ নহেন। সমস্ত পৃথিবীতে যাঁহার কুলায় না, যাঁহার আত্মা অজানা অনন্তলোকে ছুটিয়া যাইতে চায়, আপনাকে যিনি অসীমে ব্যাপ্ত করিয়া দিবার জন্য ব্যাকুল, ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে তাঁহাকে ধরিবে কি করিয়া?

ইঁহারাই এই পৃথিবীর হস্তে কত সহিয়াছেন।—কত লাঞ্ছনা। কারাবাস, অগ্নিদহন॥ কোন্ অপরাধের অভিযোগে ?—ধর্ম্ম-দ্রোহিতার অভিযোগে—ধর্ম্মকে ইঁহারা বিকৃত করিয়া তুলিতেছেন এই অভিযোগে। আর ইঁহাদের অভিযোগকারী—চতুর্দ্দশ লুইএর ন্যায় ব্যক্তিগণ॥

৫০

চার বৎসর পরে অবশেষে ব্যাষ্টিল হইতে মুক্তিলাভ ঘটিল। ১৬৯৮ হইতে ১৭০২ পর্য্যন্ত তিনি ব্যাষ্টিলএ ছিলেন।

মুক্তির পর তাঁহার কন্যা (Countess of Vaux) কাউন্টেস অব্ 'ভো'র নিকটে যাইবার অনুমতি পাইলেন কিন্তু একত্র থাকিতে পাইলেন না। কারামুক্তি হইল বটে কিন্তু স্বাধীনতালাভ ঘটিল না। নিঃসঙ্গ কারাবাসের পর সুদূর নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা হইল। প্যারী হইতে শতমাইল দক্ষিণ পশ্চিমে লোয়ার (Loire) তীরে ব্লোয়া (Blois) নগর নির্ব্বাসনস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। নির্ব্বাসন জীবন-কালের জন্য। ম্যাডাম গেয়েঁার জ্যেষ্ঠ পুত্র আর্মোঝাক্ গেয়েঁা (Armand Jacques Guyon) এই সহরে কিংবা সহরের নিকটেই বাস করিতে ছিলেন—এই টুকু সুখের বিষয় হইয়াছিল।

সন্ধ্যার শান্তি গভীর হইয়া আসিতেছে। জীবনে এখন আর কর্ম্মের সে বৈচিত্র্য নাই, শুধু একটি স্তব্ধ নীরবতা, গভীর নিবিড়তা। ব্যাষ্টিলএর দীর্ঘ অবরোধ সহ্য করিবার মত তাঁহার শরীর ছিল না, স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কারামুক্তির পর রোগমুক্তি আর ঘটিল না। জর্ম্মানি ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোক আসিতেন। তাঁহার কার্য্য ও দুঃখের কথা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত

হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ উপদেশপ্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকটে আসিতেন, কেহবা আসিতেন শুধু দর্শন করিতে—প্রণাম করিতে।

অপরের অনুরোধে অবশেষে আত্মচরিতখানি প্রকাশ করিতে তিনি সম্মতি দান করিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে নহে। সংশোধন করিয়া পুস্তকের পাণ্ডুলিপি একজন ইংলণ্ডীয় ভদ্রলোকের হস্তে অর্পণ করিলেন।

আত্মজীবনীর একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন—"এই বিবরণ যাঁহারা পাঠ করিবেন তাঁহাদের সকলকে অনুরোধ করিতেছি—যাঁহারা আমার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ও তিক্তভাব কেহ যেন পোষণ না করেন।" নির্ভয় শান্তির আলয়ে এখন তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। ন প্রহৃষ্যেৎ সুখং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।

অবসানের দিন আসিল—জীবনের অবসান নহে—শ্রান্তির। এখানে যাহা দিবার ছিল, হইবার ছিল, পাইবার ছিল সকলি শেষ হইয়াছে, এখন বিদায়, এখন বিশ্রাম ॥

তাঁহার প্রস্থানের সময় ১৭১৭, ৯ই জুন, রাত্রি ১১½ টা, বয়স তখন ৬৯ বৎসর।

মৌনীবাবা।

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ প্রণীত।

মূল্য আট আনা।

মহাত্মা

বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর

বৃহৎ সচিত্র জীবন বৃত্তান্ত।

শ্রীবঙ্কবিহারী কর প্রণীত

মূল্য সুন্দর বাধান ১৫ আনা, আবাধান ১৷৷০ টাকা।

এই দুইখানি সাধুজীবনী সম্বন্ধে প্রবাসী, ভারতী, নব্যভারত, ইত্যাদি বিখ্যাত পত্রিকা এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রভৃতি মহোদয়গণ উচ্চ প্রশংসা প্রকাশ করিয়াছেন।